আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ৪৪ || সোমবার || শ্রাবন ১৯ || ১৪২৯ || মুহররম ৩ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 44 || 01 August || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

প্রেসিডেন্ট বাইডেন আবারও করোনায় আক্রান্ত



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আবারও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। একটি **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

জনমনে নানা প্রশ্ন : লক্ষ ডলারের শ্রাদ্ধ!

আবার বিভক্তির ফোবানা

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী সামাজিক সংগঠনসমূহের একটি প্লাটফর্ম ফোবানা। যার পূর্ণাঙ্গ নাম 'ফেডারেশন অব বাংলাদেশী আমেরিকান অর্গানাইজেশন্স অব নর্থ আমেরিকা (ফোবানা)। যুক্তরাষ্ট্রের লেবার ডে উইকেন্ডে অর্থাৎ আগামী ২-৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য এই সম্মেলন এবার একটি বা দুটি নয়, '২০২২ সালের ৩৬তম ফোবানা সম্মেলন' হচ্ছে তিনটি। এর একটি হচ্ছে কানাডার মন্ট্রিয়ল, অপর দুটি একটি শিকাগো আর পরটি হতে হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই সম্মেলনগুলোর সাথে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের দাবী তারাই 'আসল ফোবানা'। **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



শোকের মাস শুরু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আজ সোমবার শোকাবহ আগস্টের প্রথম দিন। ১৯৭৫ সালের **(বাকি অংশ ২০ পাতায়**

চীনের 'হুমকির' মধ্যেই এশিয়া সফরে ন্যান্সি পেলোসি



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: তাইওয়ান ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রকে দফায় দফায় হুঁশিয়ারি ও হুমকি দিয়ে আসছে চীন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির তাইওয়ান সফর কেন্দ্র করেই ওয়াশিংটনকে সতর্কবার্তা দিচ্ছে বেইজিং। এসব সতর্কবার্তা ও হুঁশিয়ারির মধ্যেই এশিয়া সফর শুরু করেছেন ন্যান্সি পেলোসি। তার কার্যালয়ের বরাত দিয়ে বিবিসি রোববার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। তার কার্যালয় জানায়, ন্যান্সি পেলোসি সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান সফর শুরু করছেন। তবে তাইওয়ান সফরের বিষয়টি উল্লেখ করেনি ন্যান্সি পেলোসির কার্যালয়। গত ২৫ বছরের মধ্যে কোনো উচ্চ পর্যায়ের কোনো ইউএস কর্মকর্তা তাইওয়ান সফর করেনি। চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক থাকলেও তাইওয়ানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



আইপিএল বয়কটের মানেই হয় না : সাকিব

'গ্রীনকার্ড আগেই গেয়েছি, এখন ফিরে যাওয়ার সময়' : শাকিব খান

বিশেষ প্রতিনিধি: ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) সম্পর্কে বিশ্বের অন্যতম অল রাউন্ডার খ্যাত ক্রিকেটার সাকিব আর হাসান বলেছেন, আবেগ দিয়ে সবসময় সব কিছু বিবেচনা করা যায় না। আইপিএল এমন একটা জায়গা যেখানে পুরো বিশ্ব ক্রিকেটই চায় ঐ জায়গায় খেলতে। এখানে খেলাটা সব খেলোয়াড়ের জন্যই ভালো একটা সুযোগ। সেখানকার অভিজ্ঞতাটা অনেক বড় কিছু। নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির সাথে এক 'মিট এন্ড গ্রীট উইথ দ্যা ওয়ার্ল্ড সুপারস্টার সাবিক আর হাসান এন্ড ঢালিউড কিং শাকিব খান' অনুষ্ঠানে ক্রিকেটার সাকিব আর হাসান অতিথি হিসেবে একথা বলেন। একই অনুষ্ঠানের অপর অতিথি ছিলেন 'ঢালিউড কিং' খ্যাত বাংলাদেশের সুপার ষ্টার তারকা শাকিব খান। শুক্রবার (২৯ জুলাই) ফেসমেডোর ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনাতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শো টাইম মিউজিক। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিশেষ **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

লটারিতে ১.২৮ বিলিয়ন জিতলেন এক ব্যক্তি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে মেগা মিলিয়ন লটারিতে ১ দশমিক ২৮ বিলিয়ন **(বাকি অংশ ০৯ পাতায়)**

মুক্তধারা-জিএফবি সাহিত্য পুরস্কার পেলেন ড. গোলাম মুরশিদ



বিশেষ প্রতিনিধি: ৩১তম নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলার তৃতীয় দিন শনিবার (৩০ জুলাই) ঘোষিত হলো মুক্তধারা-জিএফবি সাহিত্য পুরস্কার-২০২২। জ্যামাইকা সেন্টার ফর আর্ট এন্ড লার্নিং মঞ্চে ছুটির দিনে উপচে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

আলোচনায় নির্বাচনকালীন সরকার

কাজী জেবেল: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপে উঠে এসেছে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
AH LAW FIRM PLLC
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawny@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawny.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার টাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

Welcome to the 36th FOBANA Convention 2022 Chicago, Illinois

Hosted by Bangladesh Association of Chicagoland (BAC)

September 2-4 , 2022 (Friday-Sunday)

Executive Committee



Rehan Reza
Chairperson



Masud Rob Chowdhury
Executive Secretary

Visit FOBANA 2022 Website at:
https://fobana2022chicago.com/

Host Committee



Maqbul M. Ali
Convener



Syed Ahsan
Member Secretary

Invited Chief Guest



Mr. Imran Ahmad
Honourable Minister of Expatriates
Welfare & Overseas Employment.
Peoples Republic Of Bangladesh

- Global Business Luncheon Seminar.
- Youth Forum Alumni.
- FOBANA Scholarship $1000 Each. (Illinois Only)





Invited Artists



Baby Naznin



Kanak Chapa



Tahsan Khan



Shuvro Dev



Rizia Parvin



Zeenat Ara Muna



Meher Afroz Shaon



Dinat Jahan Munni

Invited Artists From North America



Romel khan



Tanima Hadi

Media Partners

ntv | ATN BANGLA | ATN NEWS

Media Friends

সাপ্তাহিক আজকাল | বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika | TIME | iB TV USA | TIMES 24 times24.tv | প্রথম আলো | Bornomalanews | Bornomala news 24 | BANGLA PRESS Every news is draft of history | প্রবাসের নিউজ











চিত্রে নিউইয়র্ক বইমেলা-২০২২



























বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
৩-এর পৃষ্ঠা

অবশেষে ৩ মিশনে নতুন দূত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তহীনতা, দফায় দফায় সামারি (প্রস্তাবিত সার-সংক্ষেপ) পরিবর্তন, নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে বিরক্তি-ফাইল ফেরৎ হওয়াসহ নানা ঘটনা আর জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে গুরুত্বপূর্ণ ৩ টি মিশনে নতুন দূত নিয়োগ চূড়ান্ত করেছে সরকার। প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন সাপেক্ষে রোববার রাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বহুল আলোচিত ওই নিয়োগের আনুষ্ঠানিক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। দায়িত্বশীল কূটনৈতিক সূত্র অবশ্য দাবি করেছে, একাধিক ব্যাচের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রদূত, হাই কমিশনার ও স্থায়ী প্রতিনিধি নিয়োগের অপশন থাকায় এমনটি হয়েছে। তাছাড়া এটা রুটিন বদলী হলেও গন্তব্য আকর্ষণীয় হওয়ায় ব্যাপক তদবির ছিল। সব কিছু বিবেচনা এবং সমন্বয় করেই মন্ত্রণালয়কে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে। সেগুনবাগিচার ঘোষণা মতে, জেনেভাস্থ জাতিসংঘ মিশনে স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে চূড়ান্ত নিয়োগ পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ায় 'এ' গ্রেড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে ৩ বছরের বেশি সময় ধরে দায়িত্ব পালনকারী কূটনীতিক (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল আয়োজিত ফুটবল লীগ শুরু







নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ স্পোর্টস কাউন্সিল অব আমেরিকা আয়োজিত ফুটবল লীগ-২০২২ শুরু হয়েছে। নিউইয়র্কের র‍্যান্ডলস আইল্যান্ড পার্কে গত ১৭ জুলাই রোববার থেকে শুরু হওয়া এবারের লীগে চার গ্রুপে ৮টি দল অংশ নিচ্ছে। দলগুলো হচ্ছে: গ্রুপ এ: ব্রঙ্কস ইউনাইটেড এফসি ও গার্ডেন স্টার এফসি, গ্রুপ বি: আইসাব এফসি প্রো ও ওজনপার্ক ফাইটার্স এফসি, গ্রুপ সি: আইসাব এফসি ও নিউ জেনারেশন এফসি এবং গ্রপ ডি: বন্ধু ইউনাইটেড এফসি ও সন্দীপ ইউনাইটেড এফসি। এবারের লীগের গ্র্যান্ড স্পন্সর হচ্ছে বিএসিডিওয়াইএস.অর্গ। খবর ইউএনএ'র।

উদ্বোধনী দিনে দু'টি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম খেলায় ব্রঙ্কস ইউনাইটেড এফসি ১-০ গোলে গার্ডেন স্টার এফসি-কে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের পক্ষে জাহিদ একমাত্র গোলটি করেন। দিনের দ্বিতীয় খেলায় সন্দীপ ইউনাইটেড এফসি ২-১ গোলে বন্ধু ইউনাইটেড এফসি-কে পরাজিত করে জয়লাভ করে। সন্দীপের পক্ষে রুহন ও মুজাহিদ এবং বন্ধু'র পক্ষে লিমন গোলগুলো করেন।

এদিন বিকেল সাড়ে ৫টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্পোর্টস কাউন্সিলের সভাপতি মিসবা আবদীন ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এইচ রশীদ রানা সহ অন্যানের মধ্যে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মনজুর আহমেদ চৌধুরী ও প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা ছাড়াও দুলাল মিয়া এনাম, আনোয়ার হোসেন, আব্দুল কাদির লিপু, সাইকুল ইসলাম প্রমুখ কর্তকর্তা মাঠে উপস্থিত ছিলেন।

Hillside Medical & Pain Management
164-05 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Ph: (718-297-6090
PHYSICAL THERAPY
আমরা বাংলা, হিন্দী, স্প্যানিশ ও ফিলিপিন ভাষায় কথা বলি
ফিজিক্যাল থেরাপি
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত





WE ARE OPEN
We have missed you





Mask, gloves, face shield, hand sanitizer available for all patients

Our primary goal is health safety of our patient. We provide extra care & pre-cautions to safely treat our patients in compliance with CDC & DOH guidelines. During COVID-19 we monitor vital signs of our patients to ensure ongoing good health. We take most medical insurances. Medicare, Worker's Compen-sation and N/F

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত



MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট
কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, ভিটিক্যুয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট
পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ
সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট
We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি
৩০৯৯ বোরোব্রিজ এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com
১০৮৯ কাডেলহিল এভিনিউ, ব্রুক্স, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

আইএমএফের উদ্বেগজনক পূর্বাভাস

আইএমএফ 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক' শীর্ষক এক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ২৬ জুলাই মঙ্গলবার। এ প্রতিবেদনে আগামী দিনগুলোয় বিশ্ব অর্থনীতির স্বরূপ কেমন হবে, তার একটি পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনা মহামারির পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের বিষয়টি পড়েছে অনিশ্চয়তার মধ্যে।

বিশ্বের প্রায় সব বড় অর্থনীতির দেশ যেমন পড়েছে অনিশ্চয়তার মধ্যে, তেমনি এর প্রভাবে স্বল্প ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতেও দেখা দিয়েছে অর্থনৈতিক মন্দা। উচ্চ মূল্যস্ফীতির ধাক্কায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বড় অর্থনীতির দেশগুলো। একইসঙ্গে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানেও লেগেছে মূল্যস্ফীতির বড় ধাক্কা। ২০২২ সালজুড়ে এ ধাক্কা অব্যাহত থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমএফের প্রতিবেদন। আইএমএফের পূর্বাভাস উদ্বেগজনক বটে। পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২১ সালে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৬ দশমিক ১ শতাংশ। ২০২২ সালে এ হার অর্ধেক কমে দাঁড়াতে পারে ৩ দশমিক ২ শতাংশে। আর ২০২৩ সালে তা আরও কমে হতে পারে ২ দশমিক ৯ শতাংশ। অর্থাৎ ২০২১ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে প্রবৃদ্ধির হার অর্ধেকের বেশি কমে যাবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলছেন, ইউরোপ-আমেরিকা-কানাডায় অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে সেই ঢেউ কম-বেশি বাংলাদেশে লাগবেই। কারণ রপ্তানির একটি বড় অংশ পরিচালিত হচ্ছে ওই দেশগুলোকে কেন্দ্র করে। রেমিট্যান্সের একটি বড় অংশও আসছে ওই দেশগুলো থেকে। আইএমএফ যেহেতু পরপর দুই বছর প্রবৃদ্ধি কমার আভাস দিয়েছে, তাই এখনই আমাদের নিতে হবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। তার মতে, রেমিট্যান্স কমার পর রপ্তানিই অর্থনীতিতে চাপ সহ্য করতে সহায়তা করছে। রপ্তানি কমলে এ চাপ আরও বাড়বে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হবে শ্রমবাজারে।

আইএমএফের এ পূর্বাভাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সিপিডির সাম্প্রতিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে যেসব মন্তব্য উঠে এসেছে, তা উল্লেখ করতে পারি। সেখানে বলা হয়েছে, দেশে ব্যাংকিং ও অন্যান্য আর্থিক খাতে বিশৃঙ্খলা চলছে। দেশ থেকে প্রতিবছর বিপুল অঙ্কের টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে অনেক আগে থেকেই।

প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্নীতি হচ্ছে। বর্তমানে এসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈশ্বিক পরিস্থিতি। সবকিছু মিলে দেখা দিয়েছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংকট। এর ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে জ্বালানি সংকট। এই সূত্র ধরেই দেখা দিয়েছে বিদ্যুৎ সংকট। অর্থাৎ একটির সঙ্গে আরেকটি সম্পর্কযুক্ত। ওদিকে উচ্চ আদালত বলেছেন, দেশে ব্যাংক খাতে ঘটে চলেছে সবচেয়ে বড় অপরাধ।

সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় আমরা মনে করি, যে কোনো সংকট মোকাবিলায় রাজনৈতিক উপলব্ধি, সরকারের সদিচ্ছা এবং সঠিক সিদ্ধান্তের বিষয়টি খুবই জরুরি। কোনো সমস্যা যখন তৈরি হয়, তখন প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও সতর্কতা না থাকলে তা আরও বড় আকার ধারণ করতে পারে।

আমরা আরও মনে করি, অর্থনীতি যদি সঠিক পথে পরিচালিত হয়, দুর্নীতি-অনিয়মের লাগাম টেনে ধরা যায়, তাহলে সংকট দানা বাঁধতে পারে না। আর তাই আইএমএফের পূর্বাভাসের পর দেশের সরকার ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে এখন থেকেই সতর্কতামূলক অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। ভুল-ত্রুটি থেকে শিক্ষা নিয়ে সঠিক পথে সামনে এগোতে হবে। এ মুহূর্তে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের উচিত সরকারের পাশে এসে দাঁড়ানো। তাদের সুচিন্তিত মতামত দেশের অর্থনীতিতে প্রতিফলিত হলে তা অনেক কাজে আসবে বলে মনে করি আমরা। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোরও উচিত সরকারের সমালোচনার পথ পরিহার করে বরং সরকারের পাশে এসে দাঁড়ানো। তাদের মনে রাখা দরকার-ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে বড় দেশ।



মইনুল হোসেন

দোষী প্রমাণের আগে জামিন পাওয়া ব্যক্তির মৌলিক অধিকার

বাংলাদেশে হাজার হাজার বন্দীকে নিয়মিত আদালতে হাজির করে পুলিশ, কিন্তু বিচারে বিলম্বিত হয়েই চলছে- এতে করে বিচার বিভাগে জামিন পাওয়ার বিষয়টি বিচারব্যবস্থার দুর্নীতির অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে। আইনের নীতি হলো- কেউ আদালতে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত সে নির্দোষ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। নির্দোষ আসামির জামিন পাওয়া তার ব্যক্তিস্বাধীনতার মৌলিক অধিকারও। জামিন নামঞ্জুর করা শাসনতন্ত্রেই নিশ্চিত ব্যক্তির স্বাধীনতার পরিপন্থী। দুঃখজনক হলো, বিষয়টি মোটেও গুরুত্ব পাচ্ছে না। মৌলিক অধিকারের বিষয়টি বিবেচনাতেই নেয়া হয় না। বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনায় দুর্বলতা থাকায় কারো বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা দিলেই তাকে জেলে শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। এ কার্যক্রম একেবারেই স্বাভাবিকভাবে চলছে। 'পুলিশ মামলা দিয়েছে তাই কিছু দিন তো জেল খাটতেই হবে'।

আমি খুনি বা সন্ত্রাসীর মতো কঠিন অভিযোগে অভিযুক্তদের কথা বলছি না। সে ক্ষেত্রেও শুধু এফআইআর লিখলেই হবে না, তার অতীত ইতিহাস দেখতে হয়। আমাদের দেশে একটি খুনের জন্য ৯৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দেয়ার দৃষ্টান্ত আছে। জেলে থেকে খুন করানো যে নিরাপদ মনে করা হয়েছে এমন মামলাও কোর্টের কাছে আসে। একজন বিচারকের কাছে বড় প্রশ্ন হলো- কাউকে জামিনে মুক্তি দিলে সামজের জন্য বিপজ্জনক হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না।

নির্ধারিত শুনানির দিন বিচারাধীন মামলায় বন্দীদের একটি নির্দিষ্ট সময়ে কারাগার থেকে আদালতে আনা হয়। বহুবিধ কারণে মামলার শুনানি দেরিতে হতে পারে। কোর্টে এনে তাকে হাজতে বন্দীদের মেঝেতে বসিয়ে রাখা হয়। সেখানে তাদের জন্য নেই কোনো টয়লেট-সুবিধা। মামলার শুনানি করতে আদালতের প্রস্তুতির জন্য বেশ কিছু সময় লাগে। তারিখের পর তারিখ পড়তে থাকে। কিন্তু শুনানি সম্ভব হয় না। তাই বারেবারে কোর্টে এনে হাজতে রাখা আসামিদের অসহনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এর ওপর আসামি জেলে থাকায় বিচারকার্যক্রম সবসময় দ্রুত শেষ করার কোনো তাগিদ সরকারপক্ষ অনুভবও করে না। যদি চূড়ান্ত বিচারপ্রক্রিয়া ১০ থেকে ২০ বছর পর্যন্ত সময়ও লেগে যায় তাতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

আমাদের দেশে আদালতের কার্যক্রম যেভাবে চলে তাতে ন্যায়বিচার পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়েছে। মামলার শুনানির আগে বিভিন্ন পর্যায়ে সামান্য সুবিধা পাওয়ার জন্যও ঘুষ দিতে হয়। তবে এটি মনে করার কোনো কারণ নেই যে, আমাদের পুলিশবাহিনীতে মানবিক বোধসম্পন্ন কেউ নেই। মোদ্দাকথা, জামিন না পাওয়ার কারণে ফৌজদারি মামলায় অর্থ হাতিয়ে নেয়ার বড় সুযোগ রয়েছে অনেকেরই। অভিযুক্ত ব্যক্তি তার অসুবিধার জন্য প্রতিবাদ করতেও মনোবল হারিয়ে ফেলে। অবশ্য, বিচারপ্রার্থীদের দুর্ভোগ লাঘবে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী প্রতিটি জেলা ও দায়রা জজ আদালত এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আদালত প্রাঙ্গণে বিশ্রামাগার স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন; এটি প্রশংসনীয় একটি উদ্যোগ। সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণেও বিচারপ্রার্থীদের জন্য একটি বিশ্রামাগার নির্মাণাধীন। তবু সামগ্রিকভাবে এ উদ্যোগ কতটা সফল হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বন্দীদের প্রতি মানবিক আচরণ বা সেবা না দেয়ার দীর্ঘ দিনের অভ্যাস সহজে পরিবর্তন করা যাবে না। সাধারণত ফৌজদারি বিচারপ্রক্রিয়ায় আইনের চেয়ে অর্থের প্রয়োগ বেশি হয়ে থাকে। তাই বিচার বিভাগকে দুর্নীতিমুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি।

বিচারকরা যতই ন্যায়পরায়ণ হোন না কেন, বিচার বিভাগে বেশি দুর্নীতি হওয়ার প্রধান কারণ- অভিযুক্তরা সহজে জামিন পান না। অথচ এটি আমাদের সবার জানা, জামিনে থাকা ব্যক্তি সম্পূর্ণ মুক্ত নন। বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে তাকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। তার পাসপোর্ট আদালতের হেফাজতে রাখা যেতে পারে, যাতে তার পক্ষে বিদেশে যাওয়া সম্ভব না হয়। তার চলাফেরা আদালত নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। এমনকি জামিনে মুক্ত কেউ দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেও তার অনুপস্থিতিতে বিচার করতে অসুবিধা তো নেই।

সঙ্গত কারণে আমরা যদি অবিবেচক না হই তাহলে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি শাস্তি পাওয়ার চেয়ে বিচার প্রক্রিয়ার ত্রুটির জন্য বন্দী জীবনযাপন করে অধিকতর শাস্তি ভোগ করে থাকে। কোনো ব্যক্তিকে বিনাবিচারে আটক রেখে জামিনে মুক্তি না দিলে আমাদের মতো দরিদ্র দেশে তার ছেলেমেয়ে ও পরিবার-পরিজনের জন্য কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় তা কোর্ট-আদালতের চিন্তা করতে হবে। বিচারপতিরা দোষী ব্যক্তিদের যত কঠিন শাস্তি দিতে চান দিন; কিন্তু বিনাবিচারে কাউকে জেল খাটতে বাধ্য করা যে সুবিচার নয় তা স্বীকার করতে হবে। বিচারকরা নিষ্ঠুর হতে পারেন না। এখন প্রশ্ন হলো- যদি এমন হয় যে, তাকে জামিন দেয়া হলে সমাজের জন্য বিপজ্জনক হবে কেবল সে ক্ষেত্রে জামিন না দেয়া যুক্তিসঙ্গত।

দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত জামিনে মুক্ত থাকার ব্যবস্থা সুবিচারেরই কথা। জামিন পাওয়ার অধিকার কার্যকর হলে দেখা যাবে অপরাধ হ্রাস পাবে। মিথ্যা মামলার সংখ্যাও কমবে। এটিই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিচারের অর্থই সৎসাহস।

লেখক: সিনিয়র আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

সঙ্গত কারণে আমরা যদি অবিবেচক না হই তাহলে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি শাস্তি পাওয়ার চেয়ে বিচার প্রক্রিয়ার ত্রুটির জন্য বন্দী জীবনযাপন করে অধিকতর শাস্তি ভোগ করে থাকে। কোনো ব্যক্তিকে বিনাবিচারে আটক রেখে জামিনে মুক্তি না দিলে আমাদের মতো দরিদ্র দেশে তার ছেলেমেয়ে ও পরিবার-পরিজনের জন্য কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয় তা কোর্ট-আদালতের চিন্তা করতে হবে। বিচারপতিরা দোষী ব্যক্তিদের যত কঠিন শাস্তি দিতে চান দিন; কিন্তু বিনাবিচারে কাউকে জেল খাটতে বাধ্য করা যে সুবিচার নয় তা স্বীকার করতে হবে।

নামাজের সময়-সূচী

আগস্ট	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ফজর	৪.২২	৪.২৫	৪.২৬	৪.২৮	৪.২৯	৪.৩১	৪.৩২
সূর্যোদয়	৫.৫২	৫.৫৩	৫.৫৪	৫.৫৫	৫.৫৬	৫.৫৭	৫.৫৮
জোহর	০১.০২	০১.০২	০১.০২	০১.০২	০১.০২	০১.০২	০১.০২
আসর	৬.০৩	৬.০২	৬.০২	৬.০১	৬.০১	৬.০০	৫.৫৯
মাগরিব	৮.১২	৮.১১	৮.১০	৮.০৮	৮.০৭	৮.০৬	৮.০৫
এশা	৯.৪০	৯.৩৮	৯.৩৬	৯.৩৫	৯.৩৩	৯.৩১	৯.৩০

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

রিজার্ভ নিয়ে শঙ্কিত হওয়ার কারণ আছে কি



ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিশ্বখ্যাত সাময়িকী নিউজউইকের সর্বশেষ সংস্করণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও দারিদ্র্য দূরীকরণের সাফল্য নিয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনের দাবি অনুসারে, বাংলাদেশ একটি নবীন রাষ্ট্রের সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। দেশটি ২০২১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন এবং অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে দ্বিতীয় অর্ধশতকে প্রবেশ করেছে।

বাংলাদেশ বর্তমানে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির অন্যতম একটি দেশ। গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রজ্ঞা ও শক্তিশালী নেতৃত্ব দিয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছেন।

দেশীয় উদ্যোক্তাদের হাত ধরে শিল্প খাতের উন্নয়ন বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কৃষির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে একটি শিল্পপ্রধান রাষ্ট্রে পরিণত করার দিকে নিয়ে গেছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০১০ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান ছিল ২০ শতাংশেরও কম। কিন্তু ২০১৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৩ দশমিক ৫ শতাংশ। বাংলাদেশের জিডিপিতে উৎপাদন খাতের অবদান ১৯৮০ সালের পর হয়েছে দ্বিগুণেরও বেশি এবং ৯০-এর দশকের তুলনায় রফতানির পরিমাণ বেড়েছে ২০ গুণ।

এটি সর্বজনবিদিত, যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলা, আমদানি ব্যয় নির্বাহ, দেশীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন রোধ, বাজার স্থিতিশীল রাখা, বাজেট বাস্তবায়ন, বৃহৎ প্রকল্পের অর্থের জোগান, বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি নিশ্চিতকল্পে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গড়ে তোলে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুসারে, ১৯৮১-৮২ অর্থবছর থেকে দেশের রিজার্ভে বিদেশি মুদ্রার মজুত শুরু হয় এবং ওই অর্থবছর শেষে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১২ কোটি ১০ লাখ ডলার।

পাঁচ বছর পর ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছর শেষে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭১ কোটি ৫০ লাখ ডলারে। ১৯৯১-৯২ অর্থবছর শেষে ১০০ কোটি বা ১ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করে তা হয় ১ দশমিক ৬০ বিলিয়ন। ১৯৯২-৯৩ থেকে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে তা দেড় থেকে ৩-৪ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি পেলেও ২০০৫-০৬ অর্থবছর শেষে রিজার্ভ অতিক্রম করে ৫ বিলিয়ন ডলার। ২০০৯-১০ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরে তা ছাড়িয়ে যায় যথাক্রমে ১০ বিলিয়ন ও ১৫ বিলিয়ন ডলার। এরপর অর্থনীতির এই সূচক ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালের এপ্রিলে হয় ২০ বিলিয়ন এবং ২০১৫ সালের ২৫ জানুয়ারিতে হয় ২৫ বিলিয়ন ডলারের অধিক। ২০১৬ সালের জুনে তা অতিক্রম করে ৩০ বিলিয়ন ডলার।

করোনা মহামারি দুঃসময়ের মধ্যে ২০২০ সালের ৩ জুন বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রিজার্ভ ছাড়ায় ৩৪ বিলিয়ন ডলার। তিন সপ্তাহের ব্যবধানে ২৪ জুনে হয় ৩৫ বিলিয়ন এবং এক সপ্তাহের ব্যবধানে ৩০ জুনে ছাড়ায় ৩৬ বিলিয়ন ডলার। একই বছরের ৩০ ডিসেম্বর ৪৩ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করে।

গত ২৪ জুলাই গণমাধ্যমে প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ২০২১ সালে আগস্টে রিজার্ভ বেড়ে হয়েছিল দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ৪৮ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। চলতি অর্থবছর শেষে রিজার্ভ ৪৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হলেও গত ১০ মে এশিয়ার ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (আকু) দেনা ২ দশমিক ২৩ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করার কারণে রিজার্ভের পরিমাণ ৪০ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে এসেছে।

ছয় দিনের ব্যবধানে রিজার্ভে আরও ২ দশমিক ৬ মিলিয়ন ডলার যুক্ত হয়ে ১৬ মে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে হয় ৪২ দশমিক ২১ বিলিয়ন ডলার। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ছাড়াও ভুটান, ভারত, ইরান, নেপাল, মিয়ানমার, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ আকুর সদস্য এবং ওই দেশগুলো থেকে বাংলাদেশের আমদানিকৃত পণ্যের বিল দুই মাস অন্তর আকুর মাধ্যমে পরিশোধ করতে হয়।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি ঘিরে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার চলমান ও আগামী দিনের পূর্বাভাস, পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং বৈদেশিক ঋণের কিস্তি পরিশোধের ফলে চলতি অর্থবছরজুড়েই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অনেকাংশে চাপে থাকার আশঙ্কা করছে বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার বর্তমান রিজার্ভ সন্তোষজনক কিনা সে বিষয়ে অহেতুক কিছু বিতর্ক-বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা সংস্থার (বিআইডিএস) সাবেক গবেষণা পরিচালক গণমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'রিজার্ভ নিয়ে আমি চিন্তিত হওয়ার মতো কিছু দেখছি না। আমাদের রিজার্ভ যখন ৩০ বিলিয়ন ডলার হয়েছিল, তখন তো আমরা খুব খুশি হয়েছিলাম। ৩০ বিলিয়নে যদি খুশি হই, তাহলে ৪২ বিলিয়নে নেমে এলে কষ্ট পাওয়ার কী আছে।'

দেশের অর্থনীতিবিদরা রিজার্ভ কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমদানি ব্যয়ের বিপুল বৃদ্ধি এবং রেমিট্যান্সের ধীরগতিকেই মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে আমদানি ও রপ্তানির বিশাল ব্যবধানও এর অন্যতম কারণ। গণমাধ্যম সূত্রমতে, গত অর্থবছরের জুলাই থেকে মার্চ পর্যন্ত বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য বেড়েছে দেশের ইতিহাসের সর্বোচ্চ ১৪ দশমিক ০৭ বিলিয়ন ডলার। এ সময়ে আমদানি বিল পরিশোধ হয়েছে ৬৬ দশমিক ৫০ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪৩ দশমিক ৮৪ শতাংশ বেশি এবং রপ্তানি আয় এসেছে ৪৩ দশমিক ৩৪ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের নয় মাসের চেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৫ দশমিক ১৪ শতাংশ।

আন্তর্জাতিক নিরাপদ মান অনুযায়ী স্বাভাবিক সময়ে কমপক্ষে তিন মাস, খাদ্যপণ্য আমদানি করতে হলে পাঁচ মাস এবং বিশ্বব্যাপী অপরিহার্য পণ্যের বাজারে অস্থিরতা থাকলে সাত মাসের সমান আমদানি ব্যয়ের রিজার্ভ থাকার বিধান রয়েছে। বর্তমানে দেশে ব্যাপক পরিমাণে খাদ্য আমদানি, বিশ্ব পণ্যবাজারে অস্থিরতা এবং বৈদেশিক আয়-ব্যয়ে বিদ্যমান বড় ঘাটতি বিবেচনায় বাংলাদেশের রিজার্ভও এখন সাত মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান থাকা উচিত বলে সংশ্লিষ্টদের অভিমত।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, আন্তর্জাতিক পণ্যবাজারের ঊর্ধ্বমুখিতায় ২০২০ সালে প্রতি মাসে গড়ে আমদানি ব্যয় হতো ৩৫০ কোটি ডলার। ২০২১ সালে তা বেড়ে ৪৫০ থেকে ৫০০ কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে। ২০২২ সালে তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৫০ কোটি থেকে ৭৯০ কোটি ডলারে। আমদানি ব্যয় মেটাতে বাংলাদেশের রিজার্ভ সমন্বয় অধিকতর প্রায়োগিক হওয়া সমীচীন মনে করি।

বর্তমানে বিশ্বের সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভধারী দেশ হিসাবে প্রথম অবস্থানে রয়েছে এশিয়ার অর্থনৈতিক পরাশক্তি চীন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত চীনের স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ফরেন এক্সচেঞ্জের তথ্যমতে, ২০২১ সালের অক্টোবর শেষে চীনের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩ দশমিক ২১৮ ট্রিলিয়ন বা ৩ হাজার ২১৮ বিলিয়ন ডলার।

একক দেশ হিসাবে চীনের রিজার্ভ বিশ্বের সর্বোচ্চ হলেও ২০২১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত দেশটির বৈদেশিক ঋণ ও দেনার স্থিতি ছিল ২ দশমিক ৬৮ ট্রিলিয়ন বা ২ হাজার ৬৮০ বিলিয়ন ডলার। উল্লেখিত সময়ে ১ দশমিক ৪০৫ ট্রিলিয়ন ডলার নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে জাপান। তৃতীয় রিজার্ভধারী দেশ ইউরোপের সুইজারল্যান্ডের রয়েছে ১ দশমিক ৩৬ ট্রিলিয়ন ডলার। চতুর্থ ও পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে ভারত ও রাশিয়া।

দেশগুলোর রিজার্ভের পরিমাণ যথাক্রমে ৬৪২ দশমিক ০১৯ এবং ৬২৪ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলার। ২০২১ সালের আগস্ট পর্যন্ত অন্যান্য দেশের মধ্যে তাইওয়ানের ৫৪৪ দশমিক ৯০, হংকংয়ের ৪৯৭, দক্ষিণ কোরিয়ার ৪৬৪, মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম প্রভাবশালী দেশ সৌদি আরবের ৪৫৪ দশমিক ৫০ এবং সিঙ্গাপুরের ৪১৮ দশমিক ১৫ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ রয়েছে।

চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে, বিশ্বের উন্নত ও বৃহৎ অর্থনীতির অনেক দেশই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণে তেমন মনোযোগী নয়। যেমন বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের দিক থেকে রয়েছে ২১তম স্থানে। আগস্ট ২০২১-এ তাদের রিজার্ভের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৪ হাজার ২২১ কোটি ডলার।

বাংলাদেশ ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমার প্রবণতা দৃশ্যমান হচ্ছে। আমদানি পণ্যের ক্রমবর্ধমান ব্যয় মেটাতে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ চাপের মধ্যে পড়েছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের (আরবিআই) তথ্যসূত্রে গত ১৫ জুলাই পর্যন্ত রিজার্ভ ৭ দশমিক ৫ বিলিয়ন কমে ৫৭২ দশমিক ৭ বিলিয়নে পৌঁছেছে।

২০২১ সালের মার্চ শেষে বৈদেশিক ঋণ ও দেনার স্থিতির পরিমাণ ২ দশমিক ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫৭০ বিলিয়ন ডলার। স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের (এসবিপি) প্রতিবেদন মতে, ২০২১ সালের ৫ নভেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানের রিজার্ভের স্থিতি ছিল ২৪ দশমিক ০২৫ বিলিয়ন ডলার।

আগস্টেও এর পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ২৭ দশমিক ০৬৮ বিলিয়ন ডলার। পাকিস্তানের রিজার্ভের ৬৫ শতাংশই হলো বৈদেশিক ঋণ ও অনুদাননির্ভর। দেশটির বৈদেশিক ঋণ ও দেনার পরিমাণ ৮ দশমিক ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১ সালের ৩০ জুনে এসে দাঁড়ায় ১২২ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলারে।

পর্যটন ও রেমিট্যান্সনির্ভর অর্থনীতির দেশ নেপালের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও দ্রুত কমতে শুরু করায় সেদেশে অপ্রচলিত ও শৌখিন পণ্যের আমদানি সীমিত করা হয়েছে। ২০২১ সালে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত নেপালের রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১১ দশমিক ৯৬ বিলিয়ন এবং বৈদেশিক ঋণ ৭ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার। আফগানিস্তান, ভুটান ও মালদ্বীপের রিজার্ভের পরিমাণ যথাক্রমে ৯ দশমিক ৬ বিলিয়ন, ১ দশমিক ৫৫ বিলিয়ন এবং ৮০০ মিলিয়ন ডলার। উল্লেখিত তথ্য-উপাত্ত বিবেচনায় আমাদের দেশের রিজার্ভ নিয়ে শঙ্কিত হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

ইতোমধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ধরে রাখতে নানামুখী সংস্কারের পদক্ষেপ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সংস্থাটির মতে, এখনো ভালো অবস্থানে রয়েছে দেশের রিজার্ভ এবং গৃহীত পদক্ষেপের কারণে রিজার্ভ আবার ভলো অবস্থানে যাবে। পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে-ব্যাংকগুলোর আমদানির খরচ মেটাতে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট থেকে ঋণ নেওয়ার সুযোগ, আমদানি বা ঋণপত্র বা এলসি খোলার ২৪ ঘণ্টা আগে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে জানানোর পাশাপাশি রপ্তানিকারকের রিটেনশন বা প্রত্যাবাসন কোটা (ইআরকিউ) হিসাবে জমা বিদেশি মুদ্রার ৫০ শতাংশ নগদায়ন করা, 'ডলার' বন্ডে বিনিয়োগের সীমা তুলে সুদ হার কমানো, রেমিট্যান্স ও বেশকিছু পণ্য রপ্তানিতে প্রণোদনা ঘোষণা ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এক্ষেত্রে আরও কঠোর হওয়ার সুযোগ আছে। রপ্তানির সঙ্গে সঙ্গে রেমিট্যান্সও বাড়াতে হবে। অনাবশ্যক ও বিলাসী পণ্যের আমদানি সীমিত বা বন্ধ করতে হবে। সম্প্রতি সরকার কর্তৃক ২৫ শতাংশ বর্ধিত অপ্রয়োজনীয় পণ্যের এলসি মার্জিন আরেক দফা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হয়েছে। বিলাসী পণ্য আমদানি নিরুৎসাহিত করতে গাড়ি ও ইলেকট্রনিক পণ্য আমদানিতে এলসি মার্জিন ৭৫ শতাংশ নির্ধারণ করে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সন্তোষজনক পর্যায়ে ধরে রাখার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের অহেতুক বিদেশ ভ্রমণে অনুমোদন না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

নিতান্ত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া সরকারি কর্মকর্তারা আর বিদেশে যেতে পারবেন না। এসব পদক্ষেপ বিভিন্ন মহলে প্রশংসিত হয়েছে। গত ২৫ জুলাই মন্ত্রিসভার বৈঠকেও ব্যয় কমাতে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প স্থগিত করা, খরচ কমানোসহ বেশকিছু নির্দেশনা এবং কোন প্রকল্পের জন্য কত শতাংশ টাকা ব্যয় করা যাবে তা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

চলমান অর্থনৈতিক সংকট সমাধানে বর্তমান সরকার দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচনের উদ্যোগ নিয়েছে। বিদ্যুতের ব্যয় কমাতে অফিস-আদালতে এসির ব্যবহার বন্ধসহ নানা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, 'আমাদের বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হয়। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চলছে। এ অস্বাভাবিক সময় ম্যানেজ করার জন্য যা প্রয়োজন, সরকার তা-ই করছে। সময় যখন কঠিন, তখন আমাদেরও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

মূলত ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে পরিত্রাণে গৃহীত বৈশ্বিক উদ্যোগও প্রশংসনীয়। বিকল্প পথে খাদ্যসামগ্রী রপ্তানি-বিতরণে যুদ্ধরত দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি আশাব্যঞ্জক। বছর শেষে বৈশ্বিক সমস্যা উত্তরণে অত্যুজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত নতুন পরিবেশ দৃশ্যমান হবে-এ প্রত্যাশায় নিবন্ধের ইতি টানছি।

লেখক: সমাজ-অপরাধবিজ্ঞানী; সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়



বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS

Emirates

TURKISH AIRLINES

SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

শিক্ষায় দক্ষতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

১৫ জুলাই ছিল বিশ্ব যুব দক্ষতা দিবস। জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ শিক্ষা কমিশন ও ওয়ার্ল্ড ডাটা ল্যাবের সমন্বয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় ১৫ থেকে ২৪ বছরের শিশু-তরুণদের শিক্ষার বিভিন্ন দক্ষতার ওপর একটি জরিপের ফলাফল প্রকাশ করেছে। কালের কণ্ঠে এই জরিপের প্রতিবেদন ১৬ জুলাই প্রকাশিত হয়েছে। এতে আফগানিস্তান, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কয়েকটি বিষয়ের দক্ষতার ওপর জরিপের ফল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের ৪২ শতাংশ শিক্ষার্থীর দক্ষতা রয়েছে, ৫৮ শতাংশের তা নেই। দক্ষিণ এশিয়ার কোনো কোনো দেশ থেকে আমরা তুলনামূলকভাবে ভালো করছি বলে জরিপে উঠে এসেছে। তবে ডিজিটাল দক্ষতার ঘাটতি আশপাশের অনেক দেশের চেয়ে আমাদের বেশি–এমনটিও জরিপে উঠে এসেছে। অথচ বাংলাদেশে ১১ কোটির বেশি স্মার্টফোন ব্যবহার করা হচ্ছে, যার বেশির ভাগই তরুণদের হাতে! বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের দক্ষতার অবস্থান জানার জন্য এমন জরিপের ফলের খুব বেশি প্রয়োজন আমাদের পড়ে না। আমরা নিজেরাই মাধ্যমিক বা সমমানের শিক্ষালাভকারী শিক্ষার্থীদের দক্ষতার অবস্থান ভালোভাবে নিরূপণ করতে পারি। প্রতিবেশী দেশগুলোর চেয়ে ভালো কী মন্দ করছি সেই মাপামাপিতে যাওয়ার খুব বেশি দরকার নেই। আমাদের নিজস্ব জাতীয় স্বার্থে ওই বয়সের সব শিশু ও তরুণের বহুমুখী দক্ষতা অর্জনের নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিকল্প আমাদের সামনে নেই। কারণ আমরা একদিকে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছি। অন্যদিকে আমাদের বসবাস ও আবাদযোগ্য এবং শিল্প স্থাপনার ভূমি ভয়ানকভাবে হ্রাস পেতে বসেছে। সেই বাস্তবতায় আমাদের ২৪ বছর বয়সের তরুণদের আমরা যদি বহুমুখী পেশার কর্মদক্ষতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কারিগরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জ্ঞানদক্ষতায় গড়ে তুলতে না পারি, তাহলে এক থেকে দেড় দশকের মধ্যেই আমাদের অস্তিত্বের সংকট অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরতে পারে। বিশাল জনগোষ্ঠী শিক্ষা ও কর্মের দক্ষতার অভাবে যে বেকার বাহিনীতে পরিণত হবে, সেটি সামাল দেওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে কতটা সম্ভব হবে তা অনুমান করতেও আঁতকে উঠতে হয়। আবার ওই বয়সের সব যুবককে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে পারলে বাংলাদেশের উন্নত-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হতে কোনো বাধা থাকার কারণ খোঁজার প্রয়োজন পড়বে না।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগ শিশু ও তরুণ বয়সের, যারা কমপক্ষে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার কথা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের এই সব শিশু-কিশোর এবং প্রাপ্তবয়স্ক তরুণের একটি বড় অংশই শিক্ষা থেকে ঝরে যায়। একটি অংশ ঝরে প্রাথমিক পর্যায়ে, আরেকটি অংশ ঝরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে। এই দুই পর্যায়ে এসে ঝরে পড়ার তালিকা সবচেয়ে বড়ই বলতে হবে। ঝরে পড়ার একটি কারণ পারিবারিক, অর্থ ও অমনোযোগিতার সংকট। দ্বিতীয় কারণটি মানহীন পাঠদানের কারণে একটি বড় অংশের শিক্ষার্থী প্রতিটি শ্রেণিতেই শিখন ফল অর্জনে পিছিয়ে পড়ে। এরা আর উত্তীর্ণের জায়গায় অবস্থান নিতে পারে না। অথচ বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেশি। প্রাথমিক পর্যায়েই ১৩ ধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলোর অনেকগুলোরই শিক্ষার কোনো বাস্তব প্রয়োগ নেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠন ও দক্ষতায় গঠনের কোনো মানদণ্ডে বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে না। অভিভাবক, শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষও এসব শিশু-কিশোরের ভবিষ্যত্ কর্মদক্ষতার বিষয়ে মোটেও সচেতন নন, আবার বিপুল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলোর শিক্ষার পরিবেশ, পঠন-পাঠনের মান এবং শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার দায়িত্ব পালনে ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা ধারাবাহিকভাবে নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পায় না। এ ছাড়া শিক্ষাক্রম তৈরি এবং পাঠ্যপুস্তক রচনায় এখনো আমাদের মানের সমস্যা অতিক্রম করার নজির খুব দৃশ্যমান নয়। ফলে আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত যেসব শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়ে আসে তাদের ১০-১২ শতাংশের দক্ষতা প্রশংসনীয় মানে অর্জিত হলেও বাকিদের ক্ষেত্রে আস্থার কোনো অবস্থান তৈরি করতে পারে না। সে কারণেই উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে এসে শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগ কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক যুগের মানে নিজেদের অবস্থান নির্ধারণ করতে পারছে না। বলা চলে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা শুরু থেকেই উচ্চতর স্তর পর্যন্ত সর্বত্রই একটি অনিশ্চিত গন্তব্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরাজ করতে দেখা যায়। এটি আমাদের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার অভ্যন্তরে বিরাজমান অপরিকল্পিত শিক্ষার ধারাবাহিকতা ছাড়া পরিকল্পিত কোনো শিক্ষাক্রমের ফসল নয়। সে কারণেই ঝরে যাওয়া শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকেই শুরু হয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়া, ঝরে পড়া এবং অচিরেই বখাটে ও বেকারত্বের বাহিনীতে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা। এটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আরো বড় আকার ধারণ করে। যে কারণে ২৪ বছরের নিচে অসংখ্য তরুণ ও যুবক নিজেদের বেঁচে থাকার কিংবা স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার মতো কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে না। এই বাস্তবতাটি আমাদের সবারই কমবেশি জানা।

শিক্ষা সনদ লাভ করেও প্রয়োজনীয় দক্ষতার ন্যূনতম অবস্থানটিও অনেকে অর্জন করতে পারে না। এটি আমাদের জাতির মেধার সবচেয়ে বড় অপচয়। যে কারণে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে দেশে ২৫ থেকে ২৬ লাখ শিক্ষিত 'বেকার' তৈরি করেছি, যারা শুধু পরিবারের জন্যই নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার এর চেয়ে ঢের বেশি যুবক দেশে ও বিদেশে নিম্ন আয়ের কৃষক বা শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে, যারা প্রশিক্ষিত হলে দেশে উত্পাদন বৃদ্ধি পেত এবং বিদেশে মোটা অঙ্কের বেতনের চাকরি পেতে পারত। কিন্তু কোনো পেশাগত দক্ষতাই এদের বেশির ভাগেরই অর্জন করার সুযোগ থাকে না। অথচ এরা রেখে আসা বয়সে কোনো না কোনো স্তরে বহুমুখী কর্মের একটি দক্ষতার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলে তাদের গোটা জীবনই পরিবর্তিত হয়ে যেত। আমরা সে ধরনের কোনো ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মধ্যেই রাখিনি। ফলে আমাদের মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের এক ভাগের বেশির ভাগই দক্ষহীন কিংবা কম দক্ষ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হওয়ার কারণে সমাজ ও রাষ্ট্রে একটি বড় ধরনের আগ্নেয়গিরির লাভা তৈরি হচ্ছে। এর কিছু বিচ্ছুরণ আমরা প্রতিনিয়ত ঘটতে দেখি সমাজের অভ্যন্তরের বখাটে, দুর্বৃত্ত, অপরাধসহ নানা ধরনের সমাজবিরোধী কাজে যুক্ত হওয়া তরুণদের একটি অংশের মধ্যে। দিন দিন এই প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এটি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ আশানুরূপ পর্যায়ে নেই।

> **শিক্ষা সনদ লাভ করেও প্রয়োজনীয় দক্ষতার ন্যূনতম অবস্থানটিও অনেকে অর্জন করতে পারে না। এটি আমাদের জাতির মেধার সবচেয়ে বড় অপচয়। যে কারণে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে দেশে ২৫ থেকে ২৬ লাখ শিক্ষিত 'বেকার' তৈরি করেছি, যারা শুধু পরিবারের জন্যই নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার এর চেয়ে ঢের বেশি যুবক দেশে ও বিদেশে নিম্ন আয়ের কৃষক বা শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে, যারা প্রশিক্ষিত হলে দেশে উত্পাদন বৃদ্ধি পেত এবং বিদেশে মোটা অঙ্কের বেতনের চাকরি পেতে পারত।**

গোটা জনসংখ্যার শিশু-কিশোর ও তরুণদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা মোটেও অসম্ভব কাজ নয়। তবে কাজটি করতে হবে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই। স্কুল বা সমমানের সব শিক্ষার মধ্যে মাতৃভাষা এবং একটি বিদেশি ভাষার দক্ষতা মানসম্মত পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের দিতেই হবে। দ্বিতীয় যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে তা হচ্ছে, প্রাক ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম পর্যায়কেই শিশুদের মধ্যে প্রকৌশল বিদ্যা এবং সমাজ মনস্তত্ত্ব গড়ে তোলার ভিত্তির গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গগুলো পঠন-পাঠন এবং পাঠদানের সব স্তরে প্রাধান্য দিতেই হবে। শিক্ষার্থীদের মনোজগত, কল্পনার পরিধি, বোধ ও চিন্তাশক্তিতে উজ্জীবিত করার শিক্ষা, সহশিক্ষা এবং হাতেনাতে অভিজ্ঞতা লাভের প্রক্রিয়ায় তাদের বেড়ে উঠতে দিতেই হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা প্রশাসন একে ওপরের সম্পূরক ও পরিপূরক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বহুমুখী কারিগরি, মানবিক, প্রাকৃতিক ও বিজ্ঞানমুখী শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে। সেখানে ঘটাতে হবে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক শিক্ষার মানসম্মত সমাবেশ।

বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায় কৃষি, মত্স্য, নির্মাণ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, চিকিত্সা, গবেষণা, উদ্ভাবনী চিন্তা ও প্রয়োগের নানা ক্ষেত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং এর বাইরের সহায়ক প্রতিষ্ঠানে রাখতে হবে, যেখান থেকে যে কেউ যেকোনো পেশার কারিগরি ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। তাহলেই কেবল আমাদের লাখ লাখ তরুণ, যুবক দেশের সর্বত্র এবং দেশের বাইরেও উচ্চতর দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করতে যেতে পারবে। সেটি ঘটলে আমাদের দেশে যে শতাধিক ইপিজেড তৈরি হচ্ছে সেগুলোতে দক্ষ জনশক্তি প্রাপ্তি সহজতর হয়ে উঠবে। অথচ আমাদের দেশে এসব ইপিজেডে যেসব প্রতিষ্ঠান তৈরি হতে যাচ্ছে, সেগুলোতে কাজ করার দক্ষ জনশক্তি পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে অনেক উচ্চ বেতনে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনশক্তি আমাদের আমদানি করতে হচ্ছে। আমরাই এখন অদক্ষ জনশক্তি বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করছি। আবার অসংখ্য অদক্ষ তরুণ লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে বিদেশে যাওয়ার জন্য নিজেদের পাচারকারীদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এটি নিশ্চয় আমাদের জন্য মোটেও মেনে নেওয়ার মতো বিষয় নয়। তবে এমন অবস্থা অবসানের একমাত্র উপায় হচ্ছে, আমাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় মানসম্মত বহুমুখী কর্মদক্ষতা ও জ্ঞানদক্ষতায় সমৃদ্ধ মানবসম্পদ সৃষ্টি করা। সেটির অর্জন ব্যতীত আমাদের অস্তিত্ব বড় ধরনের সংকটের মুখে পড়বে। সুতরাং মোটেও সময় ক্ষেপণ করার সুযোগ আর নেই। বর্তমান বিশ্ববাস্তবতার বোধ ও উদ্যোগই শুধু এমন একটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

লেখক: সাবেক অধ্যাপক বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকার যে কোন নতুন ব্যবসার নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
মাত্র ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনতে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন জেলার মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্ট্রাকচারিংসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

লটারিতে ১.২৮ বিলিয়ন জিতলেন এক ব্যক্তি

(প্রথম পাতার পর)

ডলার জিতেছেন এক ব্যক্তি। একটি লোটো টিকেটে সবগুলো সঠিক সংখ্যা থাকায় তিনি একবারে এই বিশাল অর্থ জিতলেন। সাম্প্রতিক সময়ে মেগা মিলিয়নের বিক্রি আকাশ ছুঁয়েছিল। এরইমধ্যে এই বড় সফলতার কথা জানা গেলো।

দ্য সান জানিয়েছে, শুক্রবার ওই টিকিটের ড্র করা হয়। এতে জয়ী নাম্বার ছিল ৬৭-৪৫-৫৭-৩৬-১৩। ইলিনয়ের এক বাসিন্দা এই টিকিটটি কিনেছিলেন। এটি এখন পর্যন্ত ইতিহাসের তৃতীয় সর্বোচ্চ লোটো জ্যাকপট। এ নিয়ে ওহাইও'র লটারি পরিচালক প্যাট ম্যাকডনাল্ড বলেন, মেগা মিলিয়ন লটারির ইতিহাসের অন্যতম বড় জ্যাকপট জয় নিতে আমরা বেশ উত্তেজিত। তবে জয়ী ব্যক্তির নাম ও পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে। এর আগে কোনো জ্যাকপট টিকিট ছাড়াই পার হয়েছিল টানা ২৯ ড্র। এর আগে সর্বশেষ ১৫ই এপ্রিল কেউ জয়ী কোনো নাম্বার পেয়েছিলেন।

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড়
কুপন সহ
যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার
কুপন সহ
ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে হাসান আলীর প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। বাংলাদেশে আমার এক বোন থাকেন। আমার ঐ বোনকে দেখার জন্য আমাকে প্রায়ই বাংলাদেশে যেতে হয়। আমার ঐ বিবাহিত বোন আমাকে ছোটবেলায় মায়ের মত লালন পালন করেছেন।

এখন একজন ইউএস সিটিজেন হিসেবে আমি আমার ঐ বিবাহিত বোনকে এদেশে আনতে চাই। ইমিগ্রেশন বিষয়ে আমি তেমন কিছু জানিনা। তবে আমি আমার বোনের জন্যে আবেদনের ব্যাপারে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবো কিনা? এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য আপনার পরামর্শের অপেক্ষায় রইলাম। আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

হাসান আলীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনার চিঠির মত প্রশ্ন আমরা প্রায়শই পেয়ে থাকি। সে কারণে আমাদের প্রথমেই জানা দরকার যে একজন ইউএস সিটিজেন কাদের জন্যে আবেন করতে পারে।

একজন ইউএস সিটিজেন নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়দের জন্য আবেদন করতে পারেনঃ১) স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী), ২) সন্তান ২১ নিম্ন, ২১ উর্ধ, বিবাহিত এবং অবিবাহিত, ৩) মা-বাবা এবং ৪) ভাইবোন।

আপনি একজন ইউএস সিটিজেন। ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী আপনি আপনার বিবাহিত বোনের আবেদন করতে পারেন। একজন ইউএস সিটিজেন তার বিবাহিত এবং অবিবাহিত বোনের জন্য আবেদন করতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মা-বাবা এবং ২১ নিম্ন বয়সের অবিবাহিত সন্তানেরা সাক্ষাত আত্মীয় হিসেবে বিবেচিত হন। এই সাক্ষাত আত্মীয়দের জন্য কোন অপেক্ষার নিয়ম নেই।

কিন্তু ইউএস সিটিজেনের ভাই বোনেরা চতুর্থ প্রেফারেন্সে পড়েন। এই ক্যাটাগরীর অপেক্ষার সময় হচ্ছে আনুমানিক দশ বছরের বেশি। আর এদের জন্য আবেদন করতে নিম্নে উল্লেখিত তথ্যপত্র লাগবেঃ

ফর্ম আই-১৩০
পিটিশনারের ইউএস সিটিজেনশীপের সার্টিফিকেট,
পাসপোর্টের কপি,
বার্থ সার্টিফিকেটের কপি,
যথাযথ ইমিগ্রেশন ফিস।

বেনিফিসিয়ারীর জন্য যা প্রয়োজনঃ বার্থ সার্টিফিকেটের কপি, ২) বিবাহিত হলে ম্যারেজ সার্টিফিকেটের কপি, ৩) সন্তান থাকলে তাদের বার্থ সার্টিফিকেট, ৪) মা-বাবার বিয়ের সার্টিফিকেটের কপি, ৫) ডিভোর্স হলে তার সার্টিফিকেট।

আই-১৩০ গৃহিত হলে যা লাগবেঃ কারেন্ট জব লেটার, ২) ব্যাংক স্টেট মেন্ট, ৩) ট্যাক্স রিটার্ন।

নিউইয়র্ক থেকে হাসান মাহমুদের প্রশ্নঃ

আজ আমি আমার এক বন্ধুর জন্যে এই চিঠিটি লিখছি। আমার বন্ধু একজন পারমানেন্ট রেসিডেন্ট। সে খুব শীঘ্রই সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করবে। এ ব্যাপারে তার জানার বিষয় ইমিগ্রেশন এ্যান্ড ন্যাচারালাইজেশন এ্যাক্টের (আইএনএ) অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলীঃ

এ সম্পর্কে এই বিভাগি রমাধ্যমে পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।



হাসান মাহমুদের প্রশ্নের উত্তরঃ

ইমিগ্রেশন এ্যান্ড ন্যাচারালাইজেশন এ্যাক্টের অধীনে ইউসে সিটিজেনশীপ লাভের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী হচ্ছেঃ

আবেদনের সময় আবেদনকারীর বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হতে হবে। আবেদনকারীকে নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, কমপক্ষে ৫ বছরের গ্রিনকার্ডধারী হতে হবে, স্বামী অথবা স্ত্রীর কেউ একজন ইউএস সিটিজেন হলে সেক্ষেত্রে ৩ বছর হলেই হবে, পড়তে, লিখতে এবং প্রাথমিক ইংরেজি বলার দক্ষতা থাকতে হবে, যুক্তরাষ্ট্রের তার সরকার, ইতিহাস, ভূগোল এবং অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে।

ন্যাচারালাইজেশনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রাপ্তির প্রক্রিয়া শুরু হয় নাগরিকত্ব লাভের জন্য এন-৪০০ পূরণ করার পর থেকে। আবেদনকারীকে সাক্ষাতকারের জন্য নির্দিষ্ট তারিখে হাজির হয়ে ইংরেজি এবং সিভিক জ্ঞানের পরীক্ষা দিতে হবে।

কয়েকটি ক্ষেত্রে ইংরেজি এবং সিভিক পরীক্ষার শর্ত পরবর্তন হতে পারে। ইংরেজি টেস্ট মওকুফ হতে পারেঃ

যদি প্রার্থীর বয়স ৫০ উর্ধ হয়, এবং গ্রীনকার্ডের বয়স যদি কমপক্ষে ২০ বছর হয় অথবা যদি প্রার্থীর বয়স ৫৫ বছর হয় এবং গ্রিনকার্ডের বয়স যদি ১৫ বছর হয় এবং গ্রিনকার্ডের বয়স ২৫ বছর হয় তবে তার জন্যে সহজ টেস্ট হবে।

ইংরেজি ও সিভিক টেস্ট মওকুফের ক্ষেত্রে মেডিক্যাল অক্ষমতা-

মেডিক্যাল অক্ষমতার শর্ত পূরণ করে অনুমোদন পাওয়া কঠিন একটি বিষয়। মেডিক্যাল অক্ষমতার আবেদন অবশ্যই একজন চিকিৎসককে আবেদনকারীর পক্ষে এন -৬৪৮ ফর্ম পূরণ করতে হবে চিকিৎসককে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে হবে। চিকিৎসকের উত্তর স্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট হতে হবে। যে ডাক্তার আবেদনকারীর প্রায়শই চিকিৎসা করে থাকেন ফর্ম পূরণ করলেই ভালো হয়। এবং সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় প্রায়ই এন-৬৪৮ প্রত্যাখাত হয়। ফর্মে অরিজিনাল স্বাক্ষর না হলে ফর্মটি প্রত্যাখ্যান করা হয়।

এন-৪৬৮ ব্যতিত এন-৪০০ ফাইল করা যাবে না। যদি এন-৬৪৮ গৃহিত না হয় তবে প্রার্থী ইংরেজিতে পরীক্ষা দেয়ার চেষ্টা করতে পারেন। প্রার্থী যদি পাশ নাও করেন তবে তাকে পরে একটি ইন্টারভিউ এর সুযোগ দেয়া হবে।

এই সব বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ একজন এটর্নীর সাথে প্রয়োজনে পরামর্শ গ্রহণ করা ভালো।

আমাদের পাঠকদের জন্যে এই বিভাগের মাধ্যমে আমরা পরবর্তিতে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছ ব্যক্ত করছি।

পুনরায় আমার এইকজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে প্রয়োজনবোধে পরামর্শ করার কথা উল্লেখ করছি। কারণ সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ একান্ত জরুরী। আর এই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ জীবন গঠনের জন্যে অনিবার্য।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল:
kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য অর্জনে ক্লাউড প্রযুক্তি

তানভীর আহমেদ

আগামী ২০ বছরে বাংলাদেশ একটি রূপান্তরমূলক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কৃষি, শিক্ষা, যাতায়াত, যোগাযোগ ও ব্যবসা পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই রূপান্তরের ছোঁয়া লাগবে। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেদের তাল মেলাতে ও চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে হলে বাংলাদেশকে আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। সঠিকভাবে এ প্রস্তুতি গ্রহণ করে তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন বাস্তবায়নের পাশাপাশি উন্নত বাংলাদেশের লক্ষ্যও পূরণ করতে পারবে।

একটি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির উদ্ভাবনী জাতি হিসেবে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এরই মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ (ভিশন-২০২১)-এর লক্ষ্য পূরণে যে চারটি স্তম্ভ এবং নির্দিষ্ট টার্গেটগুলো ছিল তার সবই পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে দেশটি এখানেই থেমে থাকতে চায় না, বরং তারা এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে অনুসরণ করে সামনের দিনে নতুন কোনো শিল্প বিপ্লবের প্রবক্তা হতে চায়। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মহলকে এই লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

আগামী ২০ বছরে বাংলাদেশ একটি রূপান্তরমূলক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কৃষি, শিক্ষা, যাতায়াত, যোগাযোগ ও ব্যবসা পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই রূপান্তরের ছোঁয়া লাগবে। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেদের তাল মেলাতে ও চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে হলে বাংলাদেশকে আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। সঠিকভাবে এ প্রস্তুতি গ্রহণ করে তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে পারলে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন বাস্তবায়নের পাশাপাশি উন্নত বাংলাদেশের লক্ষ্যও পূরণ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সিস্টেমের মধ্যে চারটি খাতের সক্ষমতার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এগুলো হলো–স্মার্ট এনভায়রনমেন্ট, স্মার্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার, স্মার্ট গভর্ন্যান্স ও স্মার্ট কমিউনিটি।

২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই ডিজিটাইজেশনের গতি ত্বরান্বিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ক্লাউড প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ক্লাউড প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এরই মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেক রূপান্তর ঘটেছে। ক্লাউড প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রতিষ্ঠানগুলোর ডাটা আর্কাইভিং, ডাটা প্রসেসিং, কাজের গতি ও পরিধি আরো বেড়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রবৃদ্ধিও বহুলাংশে বেড়েছে। যেমন–একুশের বইমেলা, গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান, করপোরেট প্রতিষ্ঠান, স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানগুলো ক্লাউড প্রযুক্তি ব্যবহার করছে এবং তারা এগুলো ব্যবহারে অনেক সাফল্যও অর্জন করেছে। এটি নিঃসন্দেহে স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য পূরণের জন্য বেশ আশাব্যঞ্জক।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলো ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি তারা নিজেদের পুরোপুরি কানেকক্টেড রাখতে ও নিজেদের কার্যক্রমকে উন্নত এবং সহজ করতে ক্লাউডের মতো উন্নত মানের ডিজিটাল প্রযুক্তিও গ্রহণ করছে। এর মধ্যে রবি, ইফাদ অটোস লিমিটেড, রকমারি ডটকম, বিডিজবসডটকম, আজকেরডিলডটকম, সিম্ফোনি, সফটটেক লিমিটেড, নিউজিল্যান্ড ডেইরি, ডেইলি স্টার, ডিবিসি নিউজ, একাত্তর টিভি, ডেলিভারি টাইগার, ইউনিটেক্স, পারফে, ফ্লোরা টেলিকম অন্যতম। এ প্রতিষ্ঠানগুলো হুয়াওয়ের ক্লাউডসেবা গ্রহণ করে নিজেদের কর্মকান্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আজকের-ডিলডটকমের কথা। প্রতিষ্ঠানটি ক্লাউডসেবা গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের বাজারে দ্রুতগতিতে বিকশিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশের ক্রেতাদের কাছে নিজেদের বিশ্বস্ত ই-কমার্স প্ল্যাটফরমে পরিণত করতে ও ব্র্যান্ড ইমেজ তৈরিতেও এ ক্লাউডসেবা ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্য পূরণে স্থানীয় অনেক গ্রাহকের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারও ডিজিটাল সলিউশন সংক্রান্ত চাহিদা পূরণে ক্লাউড ব্যবহার করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিসিসি ক্লাউড ৩০টিরও বেশি বিভাগ, সংস্থাসহ ৫০-এরও বেশি প্রকল্প পরিচালনা করছে। ন্যাশনাল ই-গভর্নমেন্ট ক্লাউড এবং এর সমন্বিত ক্লাউড ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহযোগে ন্যাশনাল ডিজিটাল ফাউন্ডেশন প্ল্যাটফরম তৈরিতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) ক্লাউডসেবা গ্রহণ করছে বলে সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহেমদ পলক। বিসিসি ক্লাউডের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের জন্য সমন্বিত বাজেট ও অ্যাকাউন্ট সিস্টেম, ভ্যাকসিন সিস্টেম ও ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি প্রকল্প সফলভাবে শেষ করেছে।

ক্লাউড সার্ভিস ও সলিউশন নিয়ে বাংলাদেশে যেসব প্রতিষ্ঠান অনেক দিন ধরে কাজ করছে তাদের মধ্যে হুয়াওয়ে অন্যতম। প্রতিষ্ঠানটি ক্লাউড সার্ভিসের মাধ্যমেই বাংলাদেশের ডিজিটাল রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করছে। হুয়াওয়ে ক্লাউডের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ ডিজিটাইজেশনের সুবিধা ভোগ করছে। প্রতিষ্ঠানটির ক্লাউডসেবা বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রকল্পেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অন্য খাতগুলোতে ক্লাউড-বেইসড সলিউশন প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানটি প্রস্তুত রয়েছে।

বাংলাদেশ ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হুয়াওয়ের ক্লাউড ব্যবহার অনেক বেড়েছে। যাত্রা শুরুর চার বছরের মধ্যে চীন, থাইল্যান্ড ও এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের বাজারে যথাক্রমে দুই, তিন ও চার নম্বর অবস্থান অর্জন করে নিয়েছে হুয়াওয়ে ক্লাউড। গত বছর প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে জানা গেছে, এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে হুয়াওয়ে ক্লাউড ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৫৬ শতাংশ এবং ইকোসিস্টেম সহযোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯০ শতাংশ। এর ফলে হুয়াওয়ের সহযোগীদের রাজস্ব বেড়ে দাঁড়ায় ১৫০ শতাংশ, যা হুয়াওয়ে ক্লাউডের রাজস্বের চেয়ে অনেক বেশি। গার্টনার্স মার্কেট শেয়ার : আইটি সার্ভিসেস, ওয়ার্ল্ডওয়াইড ২০২২-এর তথ্য মতে, বিশ্বব্যাপী ক্লাউডের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১১২ শতাংশ, ক্লাউডসেবা প্রদানের জন্য বিশ্বব্যাপী এর ডেভেলপারস রয়েছে ২.৬ মিলিয়ন, যা সর্বমোট ক্লাউড ডেভেলপারসদের ৬৩ শতাংশ এবং হুয়াওয়ের পার্টনার অ্যাপ্লিকেশন ও সার্টিফায়েড সলিউশনের সংখ্যা ছয় হাজার ১০০টি, যা মোট সেবার ৬৭ শতাংশ। এ পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে হুয়াওয়ের ক্লাউড প্রযুক্তিসেবা বিশ্বব্যাপী শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এ যুগে বাংলাদেশের ডিজিটাইজেশনের গতিকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ ভিশন বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নত ও সোনার বাংলাদেশ নির্মাণে হুয়াওয়ের ক্লাউডসেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে।

লেখক: হেড অব মিডিয়া, হুয়াওয়ে টেকনোলজিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড



সঞ্চয়ের হার হ্রাস অর্থনীতির জন্য শুভ লক্ষণ নয়



ড. মাহবুব উল্লাহ্

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে একটি দেশের জাতীয় সঞ্চয়ের ওপর। জাতীয় আয়ের যে অংশ ভোগ করা হয় না, সেটাই সঞ্চয়। সঞ্চয় না থাকলে বিনিয়োগ করাও সম্ভব হয় না। সঞ্চয়কে একটু ভিন্নভাবে দেখা হয়। অর্থনীতিবিদদের মতে, বর্তমান ভোগ হ্রাস ভবিষ্যতে ভোগ বৃদ্ধির জন্য কাজে আসে। ভোগ হ্রাসের পন্থা দুরকমের হতে পারে।

বর্তমান আয় থেকে স্বাভাবিকভাবে যে উদ্বৃত্ত তৈরি হয় সেটি আমরা ব্যবহার করতে পারি বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগ করার ফলে যে আয় হয়, সেই আয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ঘটায়। আবার অনেক সময় স্বাভাবিকভাবে যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ ভোগের মাত্রা হ্রাস করে সঞ্চয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। এরকম ক্ষেত্রে বাড়তি সঞ্চয় অধিকতর বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিকতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করা যায়।

সঞ্চয়ের হার কী হবে বা কতটুকু হবে তা নির্ভর করে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ওপর। আমরা আগাখানী বা ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের কথা জানি। এই সম্প্রদায়টি প্রধানত ব্যবসানির্ভর। ব্যবসায় টাকা খাটিয়ে এরা আয়-রোজগার করে। ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ভোগস্পৃহা সম্পর্কে এক ধরনের প্রবাদ আছে। তারা বাসস্থানের জন্য নিজ আয় ব্যবহার করতে চায় না।

তারা মনে করে, যে অর্থ বাড়ি নির্মাণে ব্যবহার করতে হয় সেই অর্থ ব্যবসার কাজে লাগালে বেশি করে আয়-লাভ সম্ভব হয়। দেখা গেছে তারা ভাড়া বাড়িতে বাস করে। সমাজতাত্ত্বিকরা দেখতে পেয়েছেন, অভিবাসী গোষ্ঠী একদিকে যেমন উদ্যোগী হয়, অন্যদিকে তেমনি বিনিয়োগ করে নিজেদের আয় বৃদ্ধি করে। বিশ্বের ইহুদি সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোনো আবাসভূমি ছিল না। তাদের আবাসভূমি হিসাবে ফিলিস্তিনের একটি অংশ দিয়ে ইসরাইল রাষ্ট্রটি তৈরি করা হয়েছে। ইসরাইলিরা ফিলিস্তিনিদের ওপর বর্বর অত্যাচার অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে! ইসরাইল রাষ্ট্রটি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ। তাদের মধ্যে বহু নামকরা অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদ রয়েছে। এক কথায় বলা যায়, ইসরাইল মানবসম্পদের দিক থেকে খুবই অগ্রসর। মানবসম্পদও এক ধরনের পুঁজি যা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষায় বিনিয়োগ করে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। বিষয়টি সহজ করে আমরা বুঝতে পারি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে।

পিতা-মাতা যখন তাদের সন্তানকে শিক্ষিত করে তোলেন, তখন সন্তানের শিক্ষার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। এই অর্থব্যয় চলতে থাকে ১৫ বা ২০ বছর পর্যন্ত। একটি সন্তানকে শিক্ষিত, যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তার পিতা-মাতা যে অর্থ বিনিয়োগ করেন, তা আয় করার জন্য যেমন পরিশ্রম করতে হয় তেমনি ভোগের পরিমাণও হ্রাস করতে হয়। সন্তানটি শিক্ষিত হয়ে আয় রোজগারে নিয়োজিত হয়।

এভাবে গোটা পরিবারটির আয় বৃদ্ধি পায় এবং জীবনযাত্রা হয় উন্নত। পরিবারটির আয়ে প্রবৃদ্ধির সূচনা হয়। এরকম লাখ লাখ সন্তানের শিক্ষা লাভ এবং কর্মসংস্থানের মধ্য দিয়ে সামষ্টিক আয়ও বৃদ্ধি পায়। যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। দেশটি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতেও অন্যসব দেশের তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসর। দেশটি কী করে এ পর্যায়ে এলো তা একটি গবেষণার বিষয়।

আমরা জানি, যুক্তরাষ্ট্র মাইগ্র্যান্টদের নিয়ে গঠিত একটি দেশ। মাইগ্র্যান্টরা ভাগ্যান্বেষণে অতীতে এই দেশে এসেছে এবং বর্তমানেও আসছে। প্রায় শূন্য হাতে আসা এ মানুষগুলো উন্নত জীবন গড়ে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থেকেই নিঃসরিত হয়েছে সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নয়ন। বাংলাদেশের জনগণ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীরা একটি ধারণা পোষণ করেন।

ধারণাটি হলো, বাংলাদেশীরা জনগোষ্ঠী হিসাবে খুবই রেজিলিয়েন্ট। বাংলাদেশের মানুষগুলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ঘর-বাড়ি হারায়, খেতের ফসল হারায়, দুবেলা ভরপেট খাবার খেতে পায় না, তবুও তারা পরাজয় মানে না। জীবনটাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে কঠোর পরিশ্রম করে। এ কারণেই বাংলাদেশ ৯০-এর দশক থেকে আজ পর্যন্ত সন্তোষজনক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছে।

অর্থনীতিবিষয়ক দৈনিক বণিক বার্তায় ২৬ জুলাই ২০২২ বাংলাদেশের জিডিপি-সঞ্চয় অনুপাত তীব্রভাবে নেমে গেছে বলে প্রধান প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। এই প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ জিডিপির অনুপাতে জাতীয় সঞ্চয় ছিল যথাক্রমে ৩১.১৪, ৩১.৪২, ৩০.৭৯ এবং ২৫.৪৫ শতাংশ। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, ২০১৯-২০ থেকে সঞ্চয়ের হার কমে গেছে এবং বিদায়ি অর্থবছরে এ অনুপাতে বড় রকমের ধস নেমেছে। একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কতটুকু সচল এবং সক্ষম তা নির্ভর করে প্রধানত সঞ্চয়-জিডিপি অনুপাতের ওপর। যে দেশের সঞ্চয়ের হার বেশি, সে দেশের বিনিয়োগ সক্ষমতাও শক্তিশালী হয়।

সঞ্চয়ের হার কী হবে বা কতটুকু হবে তা নির্ভর করে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ওপর। আমরা আগাখানী বা ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের কথা জানি। এই সম্প্রদায়টি প্রধানত ব্যবসানির্ভর। ব্যবসায় টাকা খাটিয়ে এরা আয়-রোজগার করে। ইসমাইলিয়া সম্প্রদায়ের ভোগস্পৃহা সম্পর্কে এক ধরনের প্রবাদ আছে।

অর্থনীতিবিদের মতে, বাংলাদেশের মতো উদীয়মান অর্থনীতির দেশে সঞ্চয়-জিডিপির অনুপাত হওয়া উচিত কমপক্ষে ৩০-৩২ শতাংশ। তিন বছর আগেও এ অনুপাত ছিল কাঙ্ক্ষিত মাত্রার কাছাকাছি। কিন্তু পরবর্তীকালে এই অনুপাত হ্রাস হতে হতে ২৫.৪৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এই সময় জিডিপির প্রবৃদ্ধি হলেও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সঞ্চয়ে প্রবৃদ্ধি তো হয়ইনি বরং আশঙ্কাজনকভাবে তা কমে গেছে।

সঞ্চয়ের হার একটি দেশের উন্নয়নের অন্যতম প্রধান নির্ধারক। সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং বর্ধিত বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিকতর হারে পণ্যসামগ্রী ও সেবা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। সামগ্রিক সঞ্চয় থেকেই বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের জোগান আসে। এ কারণেই মতাদর্শ নির্বিশেষে সব ধরনের অর্থনীতিবিদরা সঞ্চয়ের হারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

২০২১-২২ অর্থবছরে সঞ্চয়ের হার আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাওয়ায় ভবিষ্যতে প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা কঠিনই হবে। প্রবৃদ্ধির হার আবার পুঁজি-উৎপাদনের অনুপাতের ওপর নির্ভর করে। যেসব দেশ দক্ষভাবে পুঁজি ব্যবহারে সক্ষম, সেসব দেশ উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। অর্থনীতিবিদদের ভাষায় এটা হলো ক্যাপিটাল-আউটপুট রেশিও। বাংলাদেশে পুঁজির সর্বোত্তম ব্যবহার হয় না। এর কারণ অতিমাত্রায় সম্পদের অপচয় ও দুর্নীতি। পুঁজি ব্যবহার ব্যবস্থাপনায়ও অনেক ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। যদি অপচয় রোধ করা যায়, দুর্নীতি প্রতিহত করা যায় এবং ব্যবস্থাপনার মান উন্নত করা যায়, তাহলে এক বা দুই শতাংশ বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে।

করোনা থেকে উদ্ভূত আর্থিক দুর্যোগ, বেকারত্ব বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হ্রাস এবং মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে গভীর খাদের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। আর্থিক দুরবস্থায় পতিত মানুষজন সঞ্চয় ভেঙে জীবন-যাপন করছে। ক্ষেত্রবিশেষে জমি ও অন্যান্য ধরনের সম্পদ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে অভাবী মানুষজন। মূল্যস্ফীতির ফলে সাধারণ মানুষের আয়-রোজগার কমে গেছে।

এক কথায় বলা যায়, প্রকৃত আয় হ্রাস পেয়েছে। প্রকৃত আয় হ্রাস পাওয়ার ফলে সঞ্চয়ও কমে গেছে। সঞ্চয় সম্পর্কে আমরা কিছু ধারণা পেতে পারি সঞ্চয়পত্র বিক্রি এবং ব্যাংকে আমানতের পরিমাণ থেকে। পূর্ববর্তী বছরের জুলাই মাস থেকে পরবর্তী বছরের ২০২১ সালে সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয়েছিল ৩৭,৩৮৫ কোটি টাকার। পরবর্তী ২০২২-এর একই সময়ে সঞ্চয়পত্র বিক্রির পরিমাণ ছিল ১৮,১৫৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ সঞ্চয়পত্র বিক্রি হ্রাস পেয়েছে ৫০ শতাংশের মতো। পূর্ববর্তী বছরের জুলাই থেকে মে ২০২১ পর্যন্ত এ আমানত ছিল ১,৪৩,৪৪৭ কোটি টাকা। এতে প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ৫৪.৯৮ শতাংশে দাঁড়ায়।

একইভাবে পূর্ববর্তী বছরের জুলাই থেকে মে ২০২২ পর্যন্ত আমানত ৮৬,১১১ কোটি টাকার নতুন আমানত সৃষ্টি হয়। প্রবৃদ্ধির হার মাইনাস ৩৯.৯৭ শতাংশ। এসব তথ্য থেকে বিশেষ করে ব্যক্তি খাতে সঞ্চয়ের পরিমাণ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। ব্যাংক আমানত এবং সঞ্চয়পত্রের বাইরে ব্যক্তি, পরিবার এবং সংস্থার হাতেও সঞ্চয় থাকে।

একটি ছোট দৃষ্টান্ত দিলে বোঝা যাবে সঞ্চয়ের ব্যাপারটি বহুমাত্রিক। একজন কৃষক তার নারিকেল গাছ থেকে কচি ডাব না পেড়ে এগুলোকে ঝুনা নারিকেল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে। তাহলে এই কৃষকের আয় বাড়বে এবং এই বৃদ্ধিটি ঘটে মোটামুটি নির্দিষ্ট সময়ে। বাংলাদেশের মতো দেশে সঞ্চয়ের স্বরূপ বিচার করতে গেলে দেখা যাবে এদেশের মানুষ বহু ধরনের অ-অর্থায়িত সঞ্চয় (ঘড়হ সড়হবঃরংবফ ংধারহম) করে থাকে। সর্বশেষ হিসাব থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের জিডিপির আকার দাঁড়িয়েছে ৪৬৫ বিলিয়ন ডলার।

দেখা যাচ্ছে, জিডিপির আকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে জাতীয় সঞ্চয় বাড়েনি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারকে টেকসই করতে হলে প্রয়োজন সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি, অপচয় ও দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার। সঞ্চয় কেন কমছে, তার একটি বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সেই ব্যাখ্যা আসতে পারে সুচিন্তিত গবেষণা থেকে।

লেখক: শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ

ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ

ড. আবদুল লতিফ মাসুম

অক্সফোর্ড ডিকশনারি অব পলিটিক্স অনুযায়ী ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে 'মানুষ যা করতে চায় না তাকে তা করানোর দক্ষতা'। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহার করেন লর্ড হিউম তার বিখ্যাত রচনা 'Of the Original Contract'-এ। এর আগে নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'ি-প্রন্স'-এ ক্ষমতার আধুনিক ভিত্তি রচনা করেন। ম্যাকিয়াভেলি সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি রাজনীতিকে নৈতিকতা, নিয়মতান্ত্রিকতা ও আইনানুগতা ব্যতিরেকে কেবল 'ক্ষমতা' হিসেবেই ব্যাখ্যা করেন। হিউম গতানুগতিক গণতন্ত্র ও নিয়মতান্ত্রিকতাকে ভড়ং হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আসলে এগুলো হয় ক্ষমতার জবরদখল অথবা বিজয়ের অর্জন। নির্বাচনের মাধ্যমে এরা বিজয়ের ভান করে। এরা এভাবে দেখায় যেন জনগণ স্বেচ্ছায় তাদের আনুগত্য করছে। তাবত তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করে তিনি বলেন, এগুলো শক্তি ও সন্ত্রাসের প্রদর্শনী মাত্র। বাস্তবে রাজনৈতিক শক্তি কিভাবে কাজ করে তার একটি নেতিবাচক বর্ণনা দেন হিউম। তিনি অবশেষে উপসংহারে পৌঁছান : 'Politics is seen to be abort might rather than right'।

এভাবে গায়ের জোরে একবার ক্ষমতার মসনদ দখল করতে পারলে তা নিয়মতান্ত্রিকতা ও বৈধতা অর্জন করে বলে মনে করে ক্ষমতাসীন চক্র। এভাবে ক্ষমতা হয়ে উঠে রাষ্ট্রব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্ষমতা কোনো নৈর্ব্যক্তিক বিষয় নয়। ক্ষমতা প্রয়োগ করে নেতৃত্ব। নেতৃত্ব যদি নিয়মতান্ত্রিক হয় তাহলে সেখানে গণতন্ত্রের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর যদি নেতৃত্ব কর্তৃত্ববাদী হয়, তাহলে রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তিতন্ত্র, দলতন্ত্র ও গোষ্ঠীতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এটি নির্ভর করে ক্ষমতার বিভাজন ও প্রয়োগের ওপর। ক্ষমতার যদি কেন্দ্রীকরণ ঘটে তা প্রকারান্তরে ব্যক্তিকে স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ দেয়। আর তা দুর্নীতিকে নিশ্চিতভাবেই ধারণ করে। প্রচলিত প্রবাদটি এরকম : 'Absolute power corrupts absolutely'। সার্বিক ক্ষমতা সার্বিকভাবেই দুর্নীতিগ্রস্ত করে। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের এসব উপদ্রব লক্ষ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আকবর আলি খান মন্তব্য করেন, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ গণতন্ত্রের জন্য অশনি সঙ্কেত। গত শনিবার প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ রিসার্চ সেন্টার আয়োজিত স্মারক বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। জাতির এই বর্ষীয়ান বুদ্ধিজীবী বলেন, 'যে দেশে জনগণ সরকারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে সেটি হলো গণতন্ত্র। যে দেশে জনসরকারের ওপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ নেই, তা ভোট হোক আর যাই হোক সেটিকে প্রকৃত গণতন্ত্র বলা চলে না।'

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে গণতন্ত্রের বদলে একধরনের ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ সৃষ্টি হয়। বাকশাল গঠনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের চরম প্রকাশ ঘটে। ক্ষমতাশ্রয়ীরা মনে করেন, নিরঙ্কুশ ক্ষমতাই তাদের রক্ষাকবচ। আসলে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন স্বাভাবিকভাবেই সমাজে অসন্তোষ, ক্ষোভ ও প্রতিহিংসার সৃষ্টি করে। ক্ষমতার মোকাবেলায় আরেকটি ক্ষমতার সন্ধান করে মানুষ। এভাবেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর আগমন ঘটে। স্বাভাবিকভাবে সামরিক নেতৃত্ব কখনোই গণতন্ত্রবান্ধব নয়। এ ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমান ছিলেন একটি নিপাতনে সিদ্ধ ঘটনা।

তখনকার পরিবেশ ও পরিস্থিতি জিয়াউর রহমানকে এক-নায়কত্বের পথ দেখালেও তিনি বহুদলীয় গণতন্ত্রে প্রবর্তন করেন। তার মৃত্যু সামরিক বাহিনীর ক্ষমতালোভী অংশকে হস্তক্ষেপের সুযোগ দেয়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশায় ১৯৯০ সালে একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন হলেও তা জনগণকে সত্যিকার গণতন্ত্র এনে দেয়নি। বরং রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্রের বদলে অগণতন্ত্রের নমুনা উপস্থাপন করে। রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বন্দ্ব ও কোন্দল ২০০৬ সালে এক-এগারোর মতো ঘটনা অনিবার্য করে তোলে। যেখানে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও সুশাসন প্রত্যাশিত ছিল, তা না হয়ে অন্য নামে অন্যভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটে। এ নিবন্ধের শুরুতে যে তত্ত্বকথার অবতারণা করা হয়েছে তারই অনুকরণ, অনুশীলন ও অনুশাসন লক্ষ করা যায়। সামরিকবাহিনী ও বহিঃশক্তির সমীকরণে একটি প্যাকেজ ডিলের আওতায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগ। দীর্ঘ প্রায় দেড় দশক ধরে ক্ষমতাসীন সরকার দেশ শাসন করছে। দৃশ্যমানভাবে ও প্রচলিত জনমত ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের নিকৃষ্ট নমুনা প্রত্যক্ষ করছে। এরই প্রকাশ ঘটেছে বরেণ্য বুদ্ধিজীবী আকবর আলি খানের মন্তব্যে।

উষ্ণতা মাপার জন্য যেমন আছে থার্মোমিটার, দুধের ঘনত্ব মাপার জন্য আছে ল্যাক্টোমিটার ও পানির গভীরতা মাপার জন্য আছে ফ্যাদোমিটার- তেমনি সমাজ, রাজনীতিকে বোঝার জন্য এখন নানা ধরনের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যারোমিটারের অনুসন্ধান চলছে। উপস্থাপিত ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ চিহ্নিত করার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নানা তত্ত্বের তালাশ করছেন। সমাজবিজ্ঞানী এন্ডারসন রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য 'নিয়ন্ত্রণ'-এর মাত্রার কথা বলেন। এন্ডারসন বলেন, যেখানে বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রা নির্ণিত হওয়া উচিত সেখানে এখন কোথায় কতটা নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হচ্ছে তা দেখতে হচ্ছে। আরেকজন তাত্ত্বিক ডুহারজার কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ তত্ত্বে বলেন : 'নেতৃত্বের বিভিন্ন পর্যায়ে কিভাবে ক্ষমতা বণ্টন করা হচ্ছে তা-ই এখন ক্ষমতাকেন্দ্রিকতার প্রমাণ দেবে'। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জান্ডা আশির দশকের দিকে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের আটটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন। এ বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে- ১. রাষ্ট্রিক কাঠামোর জাতীয়করণ; ২. জাতীয় নেতৃত্ব নির্ধারণ; ৩. জাতীয় সংসদের সদস্যদের মনোনয়ন; ৪. সম্পদ বণ্টন; ৫. নীতিনির্ধারণ, ৬. যোগাযোগব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ; ৭. প্রশাসনিক তথা নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও ৮. নেতৃত্বের কেন্দ্রিকতা। এই আটটি বৈশিষ্ট্যের নিরিখে যদি আমরা বাংলাদেশের বিগত দেড় দশকের খতিয়ান নিই, তাহলে স্বচ্ছ প্রতিবেদন পাওয়া যাবে।

রাষ্ট্রিক কাঠামোর জাতীয়করণ: রাষ্ট্রিক কাঠামো বলতে সংবিধান ও রাষ্ট্রের অনিবার্য আরো তিনটি অঙ্গ- নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগের কথা বোঝানো হয়। আরো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশন ও গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানও রাষ্ট্রিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। ক্ষমতাসীন সরকার প্রথমেই ক্ষমতার কাঠামো নিয়ন্ত্রণের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা যা তারা নিজেরাই প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তা উঠিয়ে দেয়। বিচারব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিচারকদের অভিশংসনের ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে নেয়ার প্রয়াস পায়। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিপরীত অবস্থানের পর প্রধান বিচারপতির সাথে তারা কী ব্যবহার করেছে তা সবারই জানা কথা। আইন বিভাগ তথা জাতীয় সংসদের ৯৭ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে। সেখানে প্রশংসা ও প্রশস্তি ব্যতীত আর কিছুই উচ্চারিত হয় না। আমলাতন্ত্র দলতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। দেশের প্রতিটি সাংবিধানিক পদ নিকৃষ্ট দলীয় অবস্থান নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বণ্টিত হয় না। প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনে আইন পরিবর্তন, প্রণয়ন ও প্রয়োগ হচ্ছে।

জাতীয় নেতৃত্ব নির্ধারণ: দল ও রাষ্ট্রে জাতীয় নেতার মর্যাদায় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটে। প্রাথমিক অবস্থায় এক নেতা এক দেশ বলা হয়েছে। এখন উন্নয়নের গণতন্ত্রের নামে ক্ষমতার নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাংবিধানিক পরিবর্তন ও সংশোধনগুলো ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার উদাহরণ হয়ে আছে। তিনি সাংবিধানিকভাবে এতটাই একক যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তাকে রাজা-বাদশাহর চেয়ে ক্ষমতাবান মনে করেন। তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের নেতা ও দলীয়প্রধান। তিনি সব কিছুর নিয়ন্তা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ

(১২ পাতার পর)

আলী রিয়াজ এ ব্যবস্থাকে বলেছেন প্রধানমন্ত্রিত্ববাদ। দলীয় নিয়ন্ত্রণ এতটাই নিরঙ্কুশ যে, প্রতিটি কাউন্সিল অধিবেশন শেষে তাকে কমিটি গঠনের সর্বময় কর্তৃত্ব দেয়া হয়। আঞ্চলিক ও জেলাপর্যায়ে নেতৃত্বও তার মর্জির ওপর নির্ভর করে।

জাতীয় সংসদের সদস্যদের মনোনয়ন: সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় দলের মনোয়নে আইনসভার নির্বাচনের জন্য মনোনোয়ন পেতে হয়। যদিও একটি দলীয় মনোনয়ন কমিটি রয়েছে। তবুও এটি সত্য যে, দলীয়প্রধানের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কোনো মনোনয়ন পাওয়া সম্ভব নয়। গণমাধ্যমে এ ধরনের মনোয়নের বিনিময়ে ঘুষ ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। আরো লক্ষণীয় বিষয়- সৎ, ত্যাগী ও নির্মোহ নেতৃত্বের বদলে সম্পদশালী ও সন্ত্রাসী চরিত্রকে প্রাধান্য দেয়া হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সংসদের বাণিজ্যিকীকরণ ঘটেছে বলে মন্তব্য করেছেন। গণমাধ্যম সংসদকে বলে, কোটিপতির ক্লাব।

সম্পদ বণ্টন: আজকাল রাজনীতির মানেই হচ্ছে 'সম্পদের কর্তৃত্বপূর্ণ বণ্টন ক্ষমতা'। ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে- রাষ্ট্রীয় সহায় সম্পদের লুটপাট। অসংখ্য মেগা প্রকল্পের নামে মেগা দুর্নীতির অভিযোগ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বিদ্যুৎ খাতের কথা বলা যায়। কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের নামে কোটি কোটি টাকা বণ্টন করা হয়েছে। এখন বিদ্যুতের জন্য হাহাকার সর্বত্র। অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা করছেন, রিজার্ভ ফান্ডের যে অবস্থা তা শ্রীলঙ্কা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। দেশের ব্যাংকগুলো একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে যেন ইজারা দেয়া হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদে এ লুটপাটকারীদের শতভাগ উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে। অপর দিকে, এসব লোক হাজারো কোটি টাকা লোন নিয়ে ব্যাংকগুলোকে ফোকলা করে ফেলেছে। অকাতরে দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার হয়েছে। রাজনীতিতে যেমন তাদের নিরঙ্কুশ অবস্থান রয়েছে, তেমনি অর্থনীতিতেও তাদের একক প্রাধান্য বজায় রয়েছে। দেশের এমন কোনো খাত নেই যেখানে তাদের দুর্নীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

নীতিনির্ধারণ: যেকোনো দেশের নীতিনির্ধারণে জাতীয় আদর্শ, উন্নয়ন কৌশল ও দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রাধান্য দেয়া হয়। জাতীয় স্বার্থে আরো যে নীতিমালা গ্রহণ করতে হয় যেমন- শিক্ষানীতি, শিল্পনীতি, পরিবহন নীতি ইত্যাদি। দেশের মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও স্বল্প আয়ের লোকদের উন্নয়নে নজর দেয়া হয়। ক্ষমতাসীন সরকারের আমলে দেশটি কোনো বছরই দুর্নীতির শীর্ষ অবস্থান থেকে পিছু হটেনি। তাদের গোষ্ঠীতান্ত্রিক স্বার্থ সুবিধানীতির কারণে দেশে এক বিশেষ ধনিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে। গোটা বিশ্বে দ্রুত ধনীর দেশ হিসেবে পরিচিত হয়েছে। গরিব ক্রমেই আরো গরিব হয়েছে। এই ধনিক শ্রেণী দেশের সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করছে। অবাধে লুটপাট করছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভালো ভালো নীতি প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে। বাস্তবে ঘটেছে তার উল্টোটি।

যোগাযোগব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ: যোগাযোগ ব্যবস্থার দু'টি দিক। একটি হলো পরিবহন। অপরটি হলো প্রযুক্তিগত যোগাযোগ। দেশের নৌ, রেল ও সড়কপথে পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। ক্ষমতা কুক্ষিগত করার স্বার্থে এসব খাতে আইন ও শৃঙ্খলার কোনো প্রমাণ থাকছে না। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ সড়কপথে প্রাণ হারায়। রেলের কালো বিড়ালের গল্পের কথা এখন সত্য। বিমান প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা লোকসান দিচ্ছে। প্রযুক্তিগত যোগাযোগ মোবাইল, নেট ও এ ধরনের অন্যান্য খাতে বেসরকারি পর্যায়ে বিপুল অঙ্কের লাভের কথা শোনা যাচ্ছে। অপর দিকে, সরকারি মালিকানাধীন মোবাইল কোম্পানির ক্ষেত্রে কোটি কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে।

প্রশাসনিক তথা নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ: দেশের সংবিধানে ভারসাম্যের কথা বলা হলেও আইন, বিচার ও নির্বাহী বিভাগের কোনো স্বীকৃত সীমারেখা নেই। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগে কথিত বিভাজন এখন গল্পকথায় পরিণত হয়েছে। তোফায়েল আহমেদের মতো প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতাও বলছেন, রাজনীতি আর রাজনীতিবিদদের হাতে নেই। অতিসাম্প্রতিককালে একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবসান হয়েছে। সেখানে আমলাতন্ত্র এখন রাজনৈতিক দলের প্রধান আশ্রয় ও প্রশ্রয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। নির্বাহী বিভাগের স্থায়ী অংশ অর্থাৎ আমলাতন্ত্র এতটাই দলীয় পরিচয়ে সম্পৃক্ত হয়েছে যে, প্রশাসন ও শাসকদলের মধ্যে সীমারেখা নির্ধারণ কঠিন হয়ে পড়েছে।

নেতৃত্বের কেন্দ্রিকতা: বাংলাদেশের গ্রাম থেকে রাজধানী পর্যন্ত ক্ষমতাকেন্দ্রিকতা এতটাই ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, গ্রামীণ সমাজেও সেই স্বাভাবিক ও সনাতন পরিবেশ আর নেই। ইউনিয়ন কাউন্সিলের নির্বাচন রাজনৈতিক বিবেচনায় স্থান পাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়'গুলো অশান্তিতে ভরে গেছে। সেখানের নেতৃত্ব ও সম্পদের বণ্টন দলীয় পর্যায়ে নির্ধারিত হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে একটি জাতির মধ্যে যে সহজ সরল ও অস্বাভাবিক সম্প্রীতি থাকে তা বিনষ্ট হয়েছে। শাসক আওয়ামী লীগের বিপরীতে কোনো নেতৃত্ব বা ভিন্নমতের বিকাশ তো দূরের কথা- টিকে থাকাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিরোধী দল অভিযোগ করছে তাদের লাখ লাখ কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দেয়া হয়েছে। জেল, জুলুম ও নির্যাতন ভোগ করছে লাখ লাখ মানুষ। আর এর একটি কারণ ক্ষমতা, সম্পদ ও সমাজের সবটুকু নিরঙ্কুশ কেন্দ্রিকতা। গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রই হচ্ছে এই ক্ষমতাকেন্দ্রিকতার একমাত্র উত্তর। আকবর আলি খান সে দিকেই গোটা জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমাদের দেশে গণতন্ত্র গড়ার প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে তিনি বর্তমান সঙ্কট থেকে উত্তরণের উপায় বাতলে দিয়েছেন। গোটা জাতির মুক্তি চাইলে গণতন্ত্র একটি অনিবার্য প্রত্যাশা।

লেখক: অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়













হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

- বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
- অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

লিভার চিকিৎসায় বাংলাদেশের অবস্থান

ডা. মামুন আল মাহতাব স্বপ্নীল

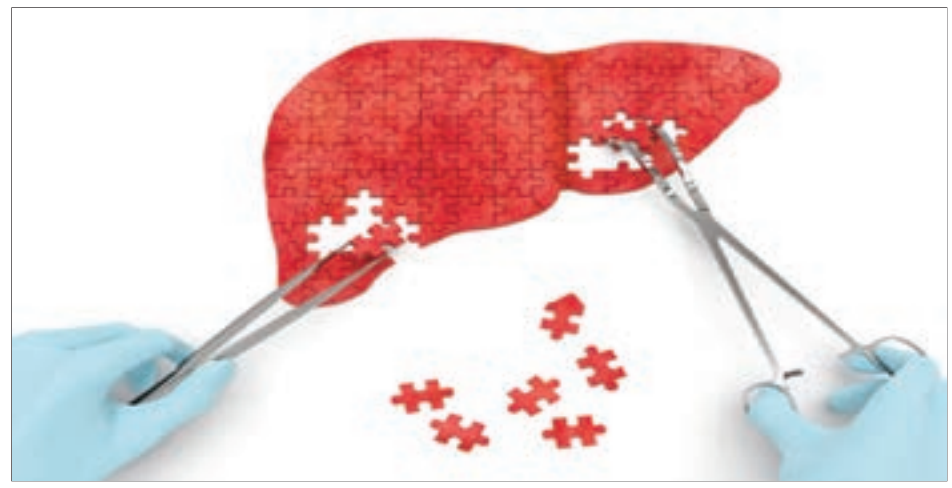
বিশ্ব এখনো অতিমারি সামলাতে ব্যস্ত। মাঝে কমে গিয়ে আবারও চোখ রাঙাচ্ছে কভিড-১৯। বাংলাদেশে নতুন শনাক্ত হওয়া দৈনিক রোগীর সংখ্যা এখনো কয়েক শ থেকে হাজারের কোটায় ওঠানামা করে। জাপানসহ কোনো কোনো দেশে তা ছাড়িয়েছে লাখের কোটা।

এমন সময় ক্যালেন্ডারের পাতা ওল্টাতেই সামনে এলো জুলাইয়ের ২৮ তারিখ। এ তারিখটি হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাস আর ভাইরাসটির প্রতিষেধক আবিষ্কারক মার্কিন চিকিৎসাবিজ্ঞানী অধ্যাপক ব্লুমবার্গের জন্মদিন। এই টিকাটি সারা পৃথিবীতে অসংখ্য-অজস্র মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে, কারণ এটি অনেক মানুষের লিভারের ক্যান্সার ঠেকিয়েছে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশেই, বিশেষ করে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে লিভার ক্যান্সারের প্রধান কারণই এই ভাইরাস। অথচ এই যুগান্তকারী আবিষ্কারটির জন্য ব্লুমবার্গ কখনো কোনো পেটেন্ট করেননি। এই মহান চিকিৎসাবিজ্ঞানীর জন্মদিনটিকেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তাই বেছে নিয়েছে বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস হিসেবে, যা সংস্থাটির অনুমোদিত মাত্র আটটি দিবসের একটি।

এবারের বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, 'হেপাটাইটিস–আর অপেক্ষা নয়।' প্রশ্ন হচ্ছে, চলমান প্যান্ডেমিকের মধ্যে কি এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়াল হেপাটাইটিস, যে আর একটি মুহূর্তও অপেক্ষা করার সময় নেই আমাদের এ নিয়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, এ দেশে প্রতিবছর হেপাটাইটিস 'বি ও সি' ভাইরাসজনিত লিভার রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে প্রায় ২০ হাজার মানুষ, যা এই প্যান্ডেমিকে এ পর্যন্ত এ দেশে যতজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে তার অর্ধেকের চেয়ে বেশি। আর কভিড অতিমারিতে যখন বিঘ্নিত হয়েছে নন-কভিড স্বাস্থ্যসেবা, তখন এই সংখ্যা যে বেড়েছে বৈ কমেনি, তা তো বলাই বাহুল্য।

এখন মৃত্যুর এই মিছিল যদি কমিয়ে আনতে হয়, তাহলে সবার আগে মানুষকে সচেতন করতে হবে, যেন তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জেনে নেন তাঁদের হেপাটাইটিস 'বি বা সি' ভাইরাস ইনফেকশন আছে কি না। কারণ হেপাটাইটিস 'বি ও সি' ভাইরাসে যাঁরা সংক্রমিত, তাঁদের ৫ শতাংশও জানেন না যে তাঁদের লিভারে জ্বলছে এই 'তুষের আগুন'। এটা অবশ্য সংগতও, কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভাইরাস দুটি রোগের কোনো লক্ষণই তৈরি করে না, এমনকি লিভার অনেকখানি আক্রান্ত হয়ে গেলেও না। আর এই সচেতনতা তৈরির কাজটা যে কী দুঃসাধ্য, তা তো কভিডই আমাদের প্রতি মুহূর্তে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। তবে শুধু সচেতনতা সৃষ্টিই যথেষ্ট নয়। যাঁরা সচেতন হয়ে এগিয়ে আসবেন তাঁদের জন্য সহজে আর সুলভে পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যাঁরা নেগেটিভ রিপোর্ট পাবেন তাঁদের জন্য চাই সুলভে হেপাটাইটিস 'বি' ভ্যাকসিন আর পজিটিভ হলে লাগবে সস্তায় ওষুধ আর সহজে লিভার বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে চিকিত্সা নেওয়ার সুযোগ।

এ ক্ষেত্রে যে আমাদের প্রস্তুতি একেবারেই খারাপ তা-ও কিন্তু না। প্যান্ডেমিকটি শুরু হওয়ার আগেই আমরা আমাদের পাঁচ বছর বয়সীদের মধ্যে হেপাটাইটিস 'বি'র সংক্রমণ ১ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনতে পেরেছি, যা



একটি বড় অর্জন, আর এর স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও। আমাদের রয়েছে একটি অত্যন্ত সফল টিকাদান কর্মসূচি, আর সঙ্গে সরকারের হেপাটাইটিস 'বি ও সি' নির্মূলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে আছে একটি অপারেশনাল প্ল্যান বা ওপি। দেশে সম্প্রসারিত হয়েছে লিভার রোগের চিকিত্সার ক্ষেত্র। ২০০৯ সালে যেদিন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, সেদিন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে শুধু ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে লিভার বিভাগে সহকারী অধ্যাপকের একটি শূন্য পদ ছিল, অথচ আজ তা অনেক বেড়ে গেছে। একসময় শুধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়েই হেপাটোলজিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের সুযোগ ছিল। এখন বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস এবং ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজেও এ বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করা যায়। আর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের সব সেক্টরে যে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি তার ছোঁয়া লেগেছে আমাদের ওষুধশিল্পেও। এ দেশে তৈরি ওষুধ একদিকে রপ্তানি হচ্ছে পৃথিবীর ১০০টিরও বেশি দেশে, অন্যদিকে দেশের মানুষও হেপাটাইটিস 'বি ও সি', লিভার সিরোসিস আর লিভার ক্যান্সারের যাবতীয় আধুনিক ওষুধ পাচ্ছে দেশে বসে, অনেক কম খরচে।

পাশাপাশি লিভার রোগের চিকিৎসায় নানা আধুনিক পদ্ধতির প্রচলনেও বাংলাদেশের সাফল্য ঈর্ষণীয়। এ দেশে লিভার বিশেষজ্ঞরা ন্যাসভ্যাক নামের হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসের একটি নতুন ইমিউনথেরাপির সহ-উদ্ভাবক। বাংলাদেশে উদ্ভাবিত প্রথম ওষুধ হিসেবে ওষুধটির রেসিপি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ড্রাগ কন্ট্রোল কমিটির অনুমোদন পেয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশে পরিচালিত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ভিত্তিতে ওষুধটি এরই মধ্যে কিউবা, বেলারুশ, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস ও অ্যাঙ্গোলায় অনুমোদন পেয়েছে এবং জাপানে একাধিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যায়ের উদ্যোগে এই ওষুধটির একটি বড় ট্রায়াল বর্তমানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে দেখা যায় ন্যাসভ্যাকই একমাত্র ওষুধ, যা ব্যবহারের পাঁচ বছর পরও বেশির ভাগ রোগীর লিভারে কোনো ধরনের সমস্যা দেখা দেয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইরাল হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন ২০২১ সালে ন্যাসভ্যাককে হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিশীল ইমিউনথেরাপি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

মুজিববর্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিভার বিভাগে মুজিববর্ষ উদযাপনের আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে লিভার ফেইলিওর রোগীদের চিকিৎসায় 'মুজিব প্রটোকল' বা প্লাজমা এক্সচেঞ্জ চালু করা হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশে লিভার সিরোসিসের চিকিৎসায় অটোলোগাস হেমোপয়েটিক স্টেম সেল ট্রান্সপ্লানটেশন শুরু হয়েছে। আর পাশাপাশি লিভার ফেইলিওরের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হচ্ছে লিভার ডায়ালিসিস। একইভাবে এ দেশে এখন লিভার ক্যান্সারের রোগীদের জন্য বিশ্বের সর্বাধুনিক লোকোরিজিওনাল থেরাপি রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন এবং ট্রান্স-আর্টারিয়াল কেমোএম্বোলাইজেশন আর নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কনসেপ্ট ইমিউনথেরাপিও এখন সহজলভ্য।

এর পরও এ কথা মানতেই হবে, আমাদের যেতে হবে এখনো অনেকটা পথ। কারণ সময় হাতে মাত্র ৯ বছর। এসডিজির অন্যতম গোল হচ্ছে ২০৩০-এর মধ্যে পৃথিবী থেকে হেপাটাইটিস 'বি ও সি' নির্মূল করা। বাংলাদেশ যেহেতু পৃথিবীর বাইরে নয়, এমডিজিগুলো অর্জনের সাফল্যের কথা মাথায় রেখে আমাদেরও এই কাজটি করেই ছাড়তে হবে। কাজটা এমনিতেই কত কঠিন আর তার ওপর উটকো উত্পাত হিসেবে জেঁকে বসেছে কভিড প্যান্ডেমিক। আর এই যে চিত্রপট, এটি কিন্তু বিশ্বব্যাপী মোটামুটি একই রকম। এ প্রেক্ষাপটেই এবারের বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবসের প্রতিপাদ্যে তাই হেপাটাইটিস নিয়ে এত তাড়াহুড়া।

লেখক: অধ্যাপক ও ডিভিশন প্রধান, ইন্টারভেনশনাল হেপাটোলজি ডিভিশন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং আঞ্চলিক পরামর্শক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

একজন রিকশাওয়ালা, যৌন নিপীড়ক শিক্ষার্থী এবং একজন উপাচার্য

আবদুল হান্নান। একজন রিকশাওয়ালা। সংবাদমাধ্যমগুলো এ যুবকের সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার খবর প্রকাশ করেছে। সামাজিক মাধ্যমেও তাঁকে নিয়ে প্রশংসার শেষ নেই। তাঁর পদক্ষেপের কারণে পুলিশ কয়েকজন ধর্ষণকারীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

ঘটনাটি চট্টগ্রাম শহরের জিইসির মোড় এলাকায়। মধ্যরাতে রিকশায় করে বাসায় ফিরছিলেন এক তরুণী। রিকশা আটকে রিকশাওয়ালাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে ওই তরুণীকে উড়ালসড়কের নিচে অন্ধকার জায়গায় নিয়ে যায় কিছু দুর্বৃত্ত। সেই রিকশাওয়ালার নাম মো. রাকিব। তাঁর যাত্রীকে ধর্ষণ করা হচ্ছে, কিন্তু তিনি কিছু করতে পারছিলেন না। দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর কাছে মুঠোফোনও নেই যে কাউকে বিষয়টি জানাবেন। সে সময় আরেক রিকশাওয়ালা হান্নানকে পেয়ে বিষয়টি খুলে বলেন। হান্নান তখন ৯৯৯-এ ফোন দিয়ে পুলিশকে বিষয়টি জানান। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে খুলসী থানার পুলিশ এসে তিন ধর্ষণকারীকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করে। আরও তিনজন পালিয়ে গেলে পরদিন তাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ বলছে, সময়মতো রিকশাচালক ৯৯৯-এ ফোন না করলে ঘটনাস্থলে গিয়ে আসামিদের ধরা সম্ভব হতো না। একজন রিকশাচালকের সচেতনতায় ওই নারীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

রিকশাচালক হান্নান বলেন, 'ওই নারীর জায়গায় আমার বোন, মা, স্ত্রী কিংবা কোনো আত্মীয় হতে পারতেন। ইজ্জত বাঁচানোর জন্য ফোন দিয়েছি।' হান্নানের তেমন প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা নেই। কিন্তু কোনোরকমে বাংলা পড়তে পারেন তিনি। বিভিন্ন গাড়ির পেছনের লেখা পড়েন। সেখান থেকেই তিনি জানতে পারেন, ৯৯৯-এ ফোন করলে পুলিশের সাহায্য পাওয়া যায়। এর আগেও যৌন হয়রানির মুখে পড়া এক নারীকে একইভাবে রক্ষা করেছিলেন তিনি।

মানুষ মাত্রই আরেকজন মানুষের বিপদে এগিয়ে আসে। মানুষই আবার আরেকজনের বিপদ না দেখার ভান করে থাকে। অনেকে দায় এড়াতে চায়। অনেকে চায় না ঝামেলায় জড়াতে। অনেকে আবার কিছু করতে না পেরে যন্ত্রণায় পোড়ে। মো. রাকিব সেই যন্ত্রণায় পুড়ছিলেন। আর হান্নান হলেন প্রথম সারির লোক। তাঁর কথা শুনেই বোঝা যায়, কারও বিপদ দেখে এগিয়ে না আসার ধাতের লোক নন তিনি। ধর্ষণের শিকার তরুণীর জায়গায় তিনি তাঁর আপনজনের কথাই ভেবেছিলেন। এমন নৈতিক অবস্থানই আসলে সমাজকে অপরাধমুক্ত করতে সক্ষম। সমাজে শিক্ষা-দীক্ষায় পরিপূর্ণ লোকের অভাব নেই। কিন্তু হায়, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাহীন হয়েও হান্নানের মতো বিবেকবান ও সাহসী মানুষের বড্ড অভাব। রাকিবের মতো সংবেদনশীল মানুষেরও দেখা মেলা ভার। শুধু হান্নান নন, রাকিবকেও আমাদের স্যালুট জানাতে হয় এ ঘটনায়।

২.

১৭ জুলাই রোববার দিবাগত রাতে জিইসির মোড়ে এ ঘটনা ঘটে। তার কয়েক ঘণ্টা আগে শহর থেকে প্রায় ২২ কিলোমিটার দূরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরেকটি ঘটনা ঘটে। কয়েকজন তরুণ মিলে একজন ছাত্রীকে যৌন নিপীড়ন করেছেন। তাঁকে বেঁধে রেখে বিবস্ত্র করে ভিডিও করেছেন, ছিনিয়ে নিয়েছেন টাকা ও মুঠোফোনও।

একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীর তো তাঁর ক্যাম্পাসেই সবচেয়ে নিরাপদ থাকার কথা।বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রদের কাছেই সবচেয়ে বেশি নির্ভয়ে থাকার কথা একজন ছাত্রীর। বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো অনুষ্ঠান–পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন, বসন্তবরণ, নবীনবরণ, র‍্যালি, কনসার্ট, পিকনিকে সহপাঠী বা অগ্রজ-অনুজ সবার মধ্যে সেই নির্ভরতা কাজ করে। কিন্তু দুঃখ-জনকভাবে আমরা দেখলাম, যৌন নিপীড়কেরা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র। একজন অভিভাবক দূরদূরান্ত থেকে তাঁর মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান, শুধু এ কারণে যে–বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছেলেমেয়েও তো তাঁর সন্তানের মতো। এখন এমন ঘটনায় সেই বিশ্বাসে কি চিড় ধরার কথা না? বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পাঠানো ছেলেও যে যৌন নিপীড়ক হয়ে উঠবেন, সেটিও-বা কীভাবে কল্পনায় আনতে পারেন কোনো অভিভাবক।

পাহাড় ও সবুজে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসজীবন মানে তো হওয়ার কথা ছিল সজীবতা, উচ্ছলতা, সৌন্দর্যতা ও সুন্দরে পরিপূর্ণ। কিন্তু সেখানে যখন কোনো শিক্ষার্থী মোটরসাইকেল নিয়ে ক্যাম্পাস দাপিয়ে বেড়ান, তাতে শঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। আমরা জানতে পারছি, যৌন নিপীড়ক সবাই ছাত্রলীগের কর্মী। এ ঘটনায় ঘুরেফিরে আসছে ক্যাম্পাস ছাত্রলীগের সভাপতি রেজাউল হক রুবেলের নাম, শুরু থেকে যৌন নিপীড়কদের বাঁচাতে যিনি ছিলেন তৎপর। গত বছর সেপ্টেম্বরেও ক্যাম্পাসের ভেতরেই দুই ছাত্রীকে লাঞ্ছনার অভিযোগ ওঠে ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে, তাঁরাও ছিলেন রুবেলের অনুসারী।

সভাপতি রুবেল ও সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন টিপুসহ আরও ক্যাম্পাস ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা সম্পর্কে আমরা জানতে পারছি, যারা ১০ থেকে ১৬ বছর ধরে ক্যাম্পাসে পড়ে আছেন, নিজেদের ক্ষমতাচর্চা করে যাচ্ছেন। ছাত্রত্ব শেষ হয়ে যাওয়া এসব নেতার উৎসাহেই অনুসারীরা ক্যাম্পাসে টেন্ডারবাজি, মাদকের প্রসার, ছিনতাই ও ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করাতেই নিজেদের ছাত্রজীবনকে নিয়োজিত করেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সেসবের বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। যার ফলে একজন ছাত্রীকে বেধে রেখে বিবস্ত্র করে ভিডিও করার মতো গুরুতর ঘটনা ঘটে গেল।

মজার কথা হচ্ছে, যে কুলষিত ছাত্ররাজনীতি এসব শিক্ষার্থীকে যৌন নিপীড়ক বানাল, তাদের দায়িত্ব নিতে চায় না তারা। রুবেলের সঙ্গে যৌন নিপীড়ক ছাত্রের অনেক ফেসবুক পোস্ট ও একত্রে নানা সময়ের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। শুরুতে রুবেল তাঁদের বাঁচানোর চেষ্টা করলেও বিক্ষোভের পর বেগতিক দেখে অবস্থান পাল্টে ফেলেন। একনিষ্ঠ কর্মীকে এখন গালি দিয়ে নিজেকে 'সাফসুতরো' প্রমাণ করতেই ব্যস্ত তিনি। পেশিশক্তি ও ক্ষমতা প্রদর্শন করাই যে ছাত্রসংগঠনের লক্ষ্য হয়ে ওঠে, তার কর্মীদের জন্য জলজ্যান্ত এক কেস স্টাডি হতে পারে এ ঘটনা।

৩.

অবশেষে ঘটনার পাঁচ দিন পর যৌন নিপীড়কদের গ্রেপ্তার করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এরপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শিরীণ আখতার সিনেটের এক সভায় বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটেছে, এটি খুব লজ্জাজনক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পর্যন্ত এ ঘটনার খোঁজখবর নিয়েছেন। তিনি বিশেষ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পাঠিয়েছেন' (২৩ জুলাই, প্রথম আলো)।

আমাদের প্রশ্ন হলো, প্রধানমন্ত্রীকেই যদি এ ঘটনায় হস্তক্ষেপ করতে হয়, তাহলে তিনি কী করছিলেন? শুরু থেকে এ ঘটনা জানাজানি হলেও প্রশাসন বরাবরের মতো কোনো ব্যবস্থা নিতে গড়িমসি করছিল। এরপর ভুক্তভোগী ছাত্রী যেদিন লিখিত অভিযোগ জানালেন, সেদিন উপাচার্য ছাত্রী হলে প্রবেশের সময়সীমা নির্ধারণ করে দিলেন; প্রভোস্ট, প্রক্টরসহ অন্যদের সঙ্গে এক বৈঠক করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যার প্রতিবাদেই পরদিন রাতে ছাত্রীরা বিক্ষোভ শুরু করেন। সেখান থেকেই যৌন নিপীড়কদের বিরুদ্ধে অনড় অবস্থান তৈরি হয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে।

বিশ্ববিদ্যালয়টির ইতিহাসে প্রথম নারী উপাচার্য থেকে আমরা এমন সিদ্ধান্ত পেয়ে অবাক হই। অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যৌন নিপীড়কদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে না গিয়ে পরোক্ষভাবে তিনি ভুক্তভোগীকেই দায়ী করলেন। বিষয়টি পোশাকের কারণে ধর্ষণের শিকার নারীকেই দায়ী করার মতো হলো না?

আমরা আরও অবাক হই, বিক্ষোভ শুরু হওয়ার পরদিনই ক্যাম্পাসে শিক্ষক সমিতির বর্ষাবরণ ও ফলাহারে যোগ দিলেন শিরীণ আখতার। একদিকে শহীদ মিনারে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করছেন, তার পাশেই ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদে একই সময়ে তিনি ফলাহার করছেন। কিছু শিক্ষক সে সময় সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু উপাচার্য হয়ে শিরীণ আখতার এ কেমন আচরণ করলেন! এ দেশের উপাচার্যরা আসলে এমন, সেই 'সুনাম' কি তিনি অক্ষুণ্ন রাখলেন? আমাদের অবাক হওয়ার পালা শেষ হয় না। কারণ, শিক্ষক সমিতি উদ্বেগ প্রকাশ করল তখন যৌন নিপীড়নের ঘটনার পাঁচ দিন পার হয়ে গিয়েছে, বর্ষাবরণ ও ফলাহার শেষে এ নিয়ে তাঁদের বোধোদয় হলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিরা প্রকাশ্যে বলে বেড়াল, এত বড় ক্যাম্পাসে কী করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। তাছাড়া ওই ছাত্রী কেন নির্জন স্থানে ঘোরাফেরা করছিল। এসব কথার অর্থ দাঁড়ায়, নিরাপত্তা প্রশ্নে তাঁদের চিন্তায় চরমভাবে ঘাটতি আছে। এসব ক্ষেত্রে নিরাপত্তা তখনই তৈরি হয় যখন অভিযুক্তদের বাঁচানোর চেষ্টা না করে তাঁদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। তখন সিসি ক্যামেরা বা পুলিশ বসিয়ে রাখার প্রয়োজনীয়তার কথাও আসে না।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর যৌন হেনস্তার ঘটনা ঘটে চলেছিল। কিন্তু এ নিয়ে উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছিলেন নির্বিকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন নিরোধ সেলকেও পুরোপুরি অকার্যকর করে রাখা হয়েছিল। সেই সেলে যৌন নিপীড়নের কোনো অভিযোগ গেলে সেগুলো ফেলে রাখা হতো। কারণ, ক্যাম্পাসের যৌন হেনস্তার ঘটনাগুলোর সঙ্গে ঘুরেফিরে ছাত্রলীগের কর্মীরাই সম্পৃক্ত ছিল। তাঁদের চটিয়ে বিরাগভাজন হতে চান না প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা। স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পদ-পদবি রক্ষা, ব্যক্তিগত সুবিধা ভোগ, আর্থিক সুবিধা, নিয়োগ বাণিজ্য, উন্নয়ন প্রকল্পের হিস্যা ঠিকঠাক রাখতে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীদের যেমন আস্থায় রাখতে হয়, আবার তাঁদের আস্থায়ও নিজেদের থাকতে হয়।

বিক্ষোভরত ছাত্রীদের দাবিগুলোর মধ্যে গুরুত্বের সঙ্গে স্থান পায়, পুরোনো অভিযোগগুলো দ্রুত সুরাহা করতে হবে। সেই সঙ্গে অকার্যকর সেল ভেঙে নতুন করে গঠন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও উপাচার্য ইতিমধ্যে ছাত্রীদের দাবি বাস্তবায়ন করা শুরু করেছেন। যৌন হেনস্তার পুরোনো অভিযোগগুলোও নিষ্পত্তি করেছেন। গত বছরের ঘটনায় জড়িত ছাত্রলীগ কর্মীদেরও শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ ঘটনায় জড়িতদেরও আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য আমরা উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাব। তবে গোটা বিষয়টির জন্য অভিবাদন রইল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের, যাঁরা যৌন নিপীড়কদের শাস্তি দিতে ও তাঁদের দাবি মেনে নিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বাধ্য করতে সক্ষম হন।

লেখক: প্রথম আলোর সহ সম্পাদক

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবসের ভাবনা

ডা. মো: তৌহিদ হোসাইন

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস আজ। প্রতি বছর বিশ্বের ১৬০টি দেশের সাথে আমরাও বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস পালন করে আসছি।

চার্লস গোর নামে একজন ব্রিটিশ নাগরিক ১৯৯৫ সালে হেপাটাইটিস 'সি'তে আক্রান্ত হন, যা পরে মাত্র তিন বছরের মধ্যে তার লিভার সিরোসিস রোগ শুরু হয়। ২০০০ সালে আরো তিনজন এ রকম রোগীকে সাথে নিয়ে তিনি 'হেপাটাইটিস সি ট্রাস্ট' গঠন করেন। তারপর ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের রোগীদের নিয়ে ২০০৪ সালের ১ অক্টোবর প্রথম 'আন্তর্জাতিক হেপাটাইটিস সি সচেতনতা দিবস' পালন শুরু করেন। ইতোমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রোগী গ্রুপগুলো বিচ্ছিন্নভাবে হেপাটাইটিস দিবস পালন করে আসছিল। ২০০৮ সালের ২৮ জুলাই 'বিশ্ব হেপাটাইটিস অ্যালায়েন্স' বিশ্ববাসীকে সচেতন করতে হেপাটাইটিস দিবস পালনের উদ্যোগ নেয়। এরপর থেকে প্রতি বছর ২৮ জুলাই দিবসটি পালন করা হচ্ছে। ২০১১ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দিবসটির স্বীকৃতি দেয়।

নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী বারুচ স্যামুয়েল ব্লুমবার্গ হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাস, রোগ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থা উন্নতকরণ ও প্রতিষেধক টিকাও আবিষ্কার করেন। এরই স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৭৬ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। চিকিৎসাবিদ্যায় তার এই অনবদ্য অবদানকে স্বীকৃতি জানাতে ২৮ জুলাই তার জন্মদিনে বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস পালন করা হয়।

বিশ্বব্যাপী রোগী কল্যাণ সমিতি ও জনমতের ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১০ সালের 'ওয়ার্ল্ড হেলথ অ্যাসেম্বলি'তে একটি নীতি গ্রহণ করা হয়, যেখানে হেপাটাইটিস 'সি'র সাথে হেপাটাইটিস 'বি'কেও সংযুক্ত করা হয়।

হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি'কে জনস্বাস্থ্যের হুমকি ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০৩০ সাল নাগাদ তা নির্মূল করার পরিকল্পনা নিয়েছে। সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দেশের প্রায় ৬৬ লাখ হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কমিয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে ছয় লাখ ৬০ হাজারে নামিয়ে আনতে হবে। ওই লক্ষ্য পূরণে সাফল্য পেতে হলে বাংলাদেশের অজানা রোগীদের শনাক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।

অধ্যাপক মবিন খানের নেতৃত্বে ২০০৫ সাল থেকে বাংলাদেশেও হেপাটাইটিস সচেতনতা দিবস পালন শুরু করে। ওয়ার্ল্ড হেলথ অ্যাসেম্বলি ২০১৬ সালে একটি অতি উচ্চাভিলাষী প্রস্তাব গ্রহণ করে। সে প্রস্তাবে ২০২০ সালের মধ্যে সব সদস্য দেশকে এ ব্যাপারে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করতে বলা হয় এবং ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব থেকে হেপাটাইটিস নির্মূল করার উদ্যোগ নেয়া হয়।

প্রতি বছর হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' ভাইরাসে প্রায় ১৫ লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। পৃথিবীব্যাপী ৩৩ কোটির বেশি মানুষ হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' ভাইরাসে আক্রান্ত। কিন্তু 'বি' ভাইরাসে আক্রান্ত ৯০ শতাংশ রোগী ও 'সি' ভাইরাসে আক্রান্ত প্রায় ৮০ শতাংশ রোগী তাদের রোগ সম্পর্কে জানে না। শিশুদের ক্ষেত্রে 'বি' ভাইরাসের ভয়াবহতা সবচেয়ে বেশি। কারণ, আক্রান্ত শিশুদের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ তৈরি করে। প্রায় ২৫ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করে। অথচ মাত্র ৪৩ শতাংশ শিশু জন্মপরবর্তী 'বি' ভাইরাস ভ্যাকসিন পাচ্ছে।

পৃথিবীব্যাপী প্রায় ২৩ লাখ রোগী একই সাথে এইচআইভি ও 'সি' ভাইরাসে আক্রান্ত। ২৭ লাখ রোগী একই সাথে এইচআইভি ও 'বি' ভাইরাসে আক্রান্ত। ৭ শতাংশ টিবি রোগীর সাথে 'সি' ভাইরাস আছে। নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে শিশুদের 'এ' ও 'ই' ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। জীবাণুমুক্ত না করে অস্ত্রোপচারে হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। সারা বিশ্বে মাত্র ১ শতাংশের কম 'বি' ভাইরাসের রোগী ও ১ দশমিক ৫ শতাংশ 'সি' ভাইরাসের রোগীকে চিকিৎসার আওতায় আনা গেছে। সুতরাং হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব কমাতে প্রতিরোধ করা সর্বোচ্চ উপায়।

হেপাটাইটিস 'বি'র ভয়ঙ্কর রূপ বাংলাদেশে

হেপাটাইটিস ভাইরাসে বিশ্বে প্রতি ৩০ সেকেন্ডে একজন মানুষ মারা যায়। পৃথিবীবাসীর এক-তৃতীয়াংশ লোকের সেরোলজিক্যাল টেস্টে হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসের অতীত ও বর্তমান ইনফেকশনের আলামত প্রমাণিত। ৩৫-৪০ কোটি লোক বর্তমানে এইচবিএসএজির ভাইরাসের ক্রনিক বাহক (ডেভিডসন্স অ্যান্ড প্রাক্টিস অব মেডিসিন)।

আমাদের দেশে এক কোটি মানুষ হেপাটাইটিস ভাইরাসে আক্রান্ত। এর মধ্যে চার লাখ শিশু হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসে আক্রান্ত। হেপাটাইটিস ভাইরাস নির্মূলে সমন্বিতভাবে কাজ করা জরুরি। ডায়ালাইসিস চলাকালীন হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি'তে আক্রান্তের সংখ্যা বাংলাদেশে দিন দিন বেড়ে চলছে। বেসরকারি হিসাবে হেপাটাইটিসে প্রতি বছর ২০ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয় দেশে। হেপাটাইটিস একটি নীরব ঘাতক। হেপাটাইটিস নিয়ে উদ্বেগের সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে সারা বিশ্বে হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' ভাইরাসে সংক্রমিত ১০ জনের মধ্যে ৯ জনই জানে না যে, তার শরীরে এই ভাইরাস আছে।



বর্তমানে কর্মক্ষম অনূর্ধ্ব ৩০ বছর বয়সী পুরুষ ও নারীর মধ্যে হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ২৫ লাখ। এ ছাড়া ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সী প্রজননে সক্ষম নারীদের মধ্যে হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ১৮ লাখ। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশে হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসে আক্রান্তের হার ছিল প্রায় ৯ দশমিক ৭ শতাংশ।

গবেষণায় দেখা গেছে, অ্যাকিউট হেপাটাইটিসের ৩৫ শতাংশ, ক্রনিক হেপাটাইটিসের ৭৫ শতাংশ, লিভার সিরোসিসের ৬০ শতাংশ ও লিভার ক্যান্সারের ৬৫ শতাংশের জন্য হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাস দায়ী। লিভারের জন্য আরেকটি ক্ষতিকর ভাইরাস হলো হেপাটাইটিস 'সি'। লিভার সিরোসিসের ৩০ শতাংশ ও লিভার ক্যান্সারের জন্য ১৭ শতাংশ দায়ী হেপাটাইটিস 'সি' ভাইরাস।

গর্ভবতী মায়েরা যদি হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' ভাইরাসে আক্রান্ত হন, তাহলে মা এবং গর্ভের সন্তানও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মায়ের অ্যাকিউট ইনফেকশন হলে জন্ডিসে মা ও গর্ভের শিশুও মারা যেতে পারে। গর্ভজটিলতায় সন্তান প্রসবের সময় অনেক বেশি রক্তক্ষরণ হতে পারে। লিভারের অবস্থা ভালো না থাকায় কিছু ওষুধ দেয়া যায় না। চিকিৎসাবিহীন থাকলে একপর্যায়ে মা লিভার সিরোসিস ও ক্যান্সারের দিকে যেতে পারে।

২০১৮ সালে অধ্যাপক মো: শাহিনুল আলমের এক গবেষণায় দেখা যায়, শুধু হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসে আক্রান্ত জনসংখ্যা ৫ দশমিক ১ শতাংশ। দেশে হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসে আক্রান্ত ৮৫ লাখ লোকের মধ্যে নারীর (২৮ লাখ) চেয়ে পুরুষ (৫৭ লাখ) এবং গ্রাম থেকে শহরের সংখ্যা বেশি। এর মধ্যে চার লাখ শিশুও আছে।

হেপাটাইটিস 'বি'

হেপাটাইটিস 'বি' সারফেস এন্টিজেনের বিরুদ্ধে যে এন্টিবডি তৈরি হয় তার নাম হেপাটাইটিস 'বি' সারফেস এন্টিবডি বা এন্টি-এইচবিএস। যদি রক্তের পরীক্ষায় কোনো রোগীর এন্টি-এইচবিএস ও হেপাটাইটিস 'বি' কোর এন্টিবডি বা এন্টি-এইচবিসি দুটোই পাওয়া যায়, এর অর্থ হলো- রোগী ইতঃপূর্বে হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। আর যদি পরীক্ষায় এন্টি-এইচবিএস পজিটিভ ও এন্টি-এইচবিসি নিগেটিভ পাওয়া যায় তার অর্থ হলো- ব্যক্তির হেপাটাইটিস 'বি' টিকা নেয়া আছে এবং যথেষ্ট প্রটেকশন আছে। অবশ্য এ উভয় অবস্থাতেই ব্যক্তি প্রটেক্টেড ও কারো টিকা নেয়ার প্রয়োজন নেই।

রক্তে হেপাটাইটিস 'বি' 'ই' এন্টিজেনের উপস্থিতি কি নির্দেশ করে?

এটি থাকা মানে লিভারে ভাইরাস প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে এবং অ্যাকিউট ইনফেকশন। রক্তে এটি না থাকা মানে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি কম হচ্ছে কিংবা হচ্ছেই না। তবে ক্রনিক হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাস ইনফেকশনে এইচবিইএজি নিগেটিভ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাস ডিএনএ টেস্ট পজিটিভ হয়।

হেপাটাইটিস 'সি' ভাইরাস

এটি একটি আরএনএ ভাইরাস। এটি দিয়ে সাধারণত অ্যাকিউট ইনফেকশন হয় না। হেপাটাইটিস 'সি' ভাইরাসে তেমন কোনো উপসর্গও থাকে না। বেশির ভাগ রোগীর রোগ ধরা পড়ে রুটিন রক্ত পরীক্ষা করে কিংবা যখন ক্রনিক লিভার ডিজিজ হয়ে যায়। যদি হেপাটাইটিস 'সি' ভাইরাস ইনফেক্টেড রোগীকে চিকিৎসা করা না হয় তা হলে ২০-৪০ বছরের মাথায় ক্রনিক রোগী সিরোসিস ও ক্যান্সার হয়ে যেতে পারে। এখন পর্যন্ত হেপাটাইটিস 'সি'র কোনো ভ্যাকসিন আবিষ্কার হয়নি।

হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' কিভাবে ছড়ায়?

হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' ছোঁয়াচে রোগ নয়। অছোঁয়াচে ধরনের হেপাটাইটিস সাধারণত ব্লেড, রেজর, সিরিঞ্জ, সুঁই, অনিয়ন্ত্রিত যৌনাচার, অনিরাপদ রক্ত সঞ্চালন, দাঁতের চিকিৎসা ও অপারেশন ইত্যাদির মাধ্যমে ছড়ায়। এ ছাড়া যারা মাদকাসক্ত একই সিরিঞ্জের মাধ্যমে ইনজেকশন মাদক গ্রহণ ও ড্রাগ ব্যবহার করে, অনিরাপদ আকুপাংচার, টুথব্রাশ ও শেভিং উপকরণ এবং মা থেকে নবজাতকের শরীরে অছোঁয়াচে হেপাটাইটিস ছড়াতে পারে।

অস্ত্রোপচার, ডায়ালাইসিস, নিডল শেয়ারিং, রক্ত বা রক্তজাত দ্রব্য গ্রহণের মাধ্যমে হেপাটাইটিস 'বি' অথবা হেপাটাইটিস 'সি' ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে।

রক্ত, ঘাম, লালা, চোখের পানি, মায়ের বুকের দুধ, ব্লাড প্রডাক্ট ও বীর্যের মাধ্যমেও হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাস ছড়ায়।

হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' ভাইরাসের পরিণতি

হেপাটাইটিস 'বি' বা 'সি' ভাইরাস কোনো সুস্থ মানুষের দেহে প্রবেশের পর এটির ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি পরিণতি হতে পারে- অনেকের মধ্যে কোনো উপসর্গ সৃষ্টি ছাড়াই এটি আপনাআপনি দেহ থেকে নির্মূল হয়ে যায়; কারো মধ্যে এটি স্বল্পমেয়াদের লিভার প্রদাহ বা অ্যাকিউট হেপাটাইটিস সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীকালে হয় সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে যায়, অথবা দীর্ঘমেয়াদে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সারা জীবন দেহে অবস্থান করে। কেউ কেউ ভাইরাসটি শরীরে বহন করেও সারা জীবন সুস্থ থাকে, আবার অনেকে ক্রনিক হেপাটাইটিসে ভোগে এবং সেখান থেকে সিরোসিস বা লিভার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়।

হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসের পরিণতি নির্ভর করে একজন মানুষ কোন বয়সে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। শিশু বয়সে যারা হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসে আক্রান্ত হয়, তাদের ৯৫ শতাংশের দীর্ঘমেয়াদে ইনফেকশন হয়, ৫ শতাংশ ভালো হতে পারে। প্রাপ্ত বয়সে আক্রান্ত হলে এর ঠিক উল্টো হয়। অর্থাৎ তাদের ৯৫ শতাংশ ভালো হয়। মাত্র ৫ শতাংশের দীর্ঘমেয়াদি ইনফেকশন হয়। যাদের দীর্ঘমেয়াদি ইনফেকশন হয়, তাদের ১৫ থেকে ৪০ শতাংশের লিভার সিরোসিস ও ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

হেপাটাইটিস 'সি' ভাইরাসে আক্রান্ত হলে লিভার প্রদাহ হয়। এদের ১৫ শতাংশ ভালো হয়ে যায়, বাকি ৮৫ শতাংশের দীর্ঘমেয়াদি লিভার প্রদাহে আক্রান্ত হয়। যারা দীর্ঘমেয়াদে লিভার প্রদাহে আক্রান্ত হয়, তাদের ২০ শতাংশ রোগী ১০ থেকে ২০ বছরের মধ্যে লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হয়। ১ থেকে ৪ শতাংশ প্রতি বছরই ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়।

হেপাটাইটিস নির্মূলে করণীয়

এর প্রথম ধাপ হলো- হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' ভাইরাস ভ্যাকসিন প্রোগ্রাম সফল করা। এটি প্রতিরোধের জন্য ২০০৩ সালে ১২ এপ্রিল হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসের টিকা সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিশুর দেড় মাস, আড়াই মাস ও সাড়ে তিন মাস বয়সে টিকা দেয়া হয়। টিকাদান কর্মসূচিকে নি:দ্র করার জন্য শিশু জন্মের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে টিকা দেয়ার সুপারিশ থাকলেও সেটি এখনো কার্যকর হয়নি।

হেপাটাইটিস 'বি' ভ্যাকসিন, হেপাটাইটিস 'বি' ইমিউনোগ্লোবিউলিন ও বিশেষায়িত পরীক্ষাগুলো সহজলভ্য করতে হবে। হেপাটাইটিস 'বি' আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা দীর্ঘদিন চালিয়ে যেতে হয় বলে এর ব্যয়ভার বহনে সহযোগিতা করতে হবে। আশার কথা, হেপাটাইটিস 'সি' ভাইরাসের আরোগ্য লাভকারী ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। সব রকম অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ সহজলভ্য করা জরুরি। সুবিধাবঞ্চিতদের বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা উচিত। ব্লেড, রেজর, সিরিঞ্জ, ইনজেকশন, সুঁই- এই জিনিসগুলো একবার ব্যবহার করতে হবে। তা হলে এই ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকতে পারব।

হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' ভাইরাসে রক্তের পরীক্ষাগুলো যেকোনো ভালো ল্যাবরেটরিতে সহজেই করানো যায়। প্রায় সব রোগীর পেটের আল্ট্রাসনোগ্রাম ও কোনো কোনো রোগীর লিভার বায়োপসিও লাগে। লিভারের প্রদাহ শুরু হলে বা রক্তে ভাইরাসের পরিমাণ বেড়ে গেলে তার পরিবারের অন্য সদস্যদেরও রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে। যারা নেগেটিভ, তাদের টিকা দিতে হবে। যারা পজিটিভ, তাদের চিকিৎসার আওতায় আনতে হবে।

রোগ শনাক্তকরণ পরীক্ষাটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ও তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সহজলভ্য করতে পারলে সাধারণ লোকজন এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত হবে।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা

একজন দ্রৌপদী মুর্মু আর আনন্দিত প্রিসিলা-সুচিত্রা মুর্মুর গল্প

সঞ্জীব দ্রং

দ্রৌপদী মুর্মুর জীবনটা গল্পেরই মতো, যাঁর জন্মভূমির গ্রামে গত জুন মাসেও বিদ্যুতের আলো ছিল না। এত দিনে গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে কি না, বলতে পারব না। ২৭ জুন নিউ দিল্লি থেকে প্রকাশিত দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ই-বাংলা সংখ্যায় প্রতিবেদনটি দেখলাম। পত্রিকাটি লিখেছে, বিদ্যুৎ নেই রাষ্ট্রপতি প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মুর গ্রামে। রাষ্ট্রপতি প্রার্থীর খবর হতেই গ্রামে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আলো আনার নির্দেশ এল। তার আগে মুঠোফোনে চার্জ দিতেও গ্রামের বাসিন্দাদের পাশের গ্রামে যেতে হতো। ওড়িশার উপারবেদা গ্রামের বাসিন্দারা অন্ধকারেই ছিলেন। কেরোসিন ছিল একমাত্র ভরসা। গ্রামের মেয়ে রাষ্ট্রপতি হতে যাচ্ছেন শুনে তড়িঘড়ি করে বিদ্যুৎ আনার ব্যবস্থা করল রাজ্য সরকার।

জানা গেছে, টাটা পাওয়ার নর্থ ওড়িশা ডিস্ট্রিবিউশন লিমিটেডের (টিপিএলওডিএল) কর্মীরা গ্রামে বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করতে ৩৮টি বৈদ্যুতিক খুঁটি ও ৯০০ মিটার তার, ট্রান্সফরমার মেশিনসহ এদিন সকালে গ্রামে পৌঁছেছেন। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার একটি প্রত্যন্ত আদিবাসী গ্রামে এভাবেই ছোট ছোট পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। দ্রৌপদী মুর্মু প্রথম জনজাতি রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন ২৫ জুলাই। এদিকে আমাদের দেশে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থেকে ফিলিমন বাস্কে ফোনে জানিয়েছেন, গত ২৩ জুলাই তাঁরা ঢোল-মাদল-বাদ্য বাজিয়ে, নেচে, গেয়ে আনন্দমিছিল করেছেন শহরে। এই গরমেও গাইবান্ধা শহরের রাস্তায় হাসিখুশি নারী-পুরুষেরা মিলে বের করেছেন বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক র□্যালি। কারণ কী? তাঁদের সাঁওতাল জাতির একজন দ্রৌপদী মুর্মু ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। কত দূরে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলা। তারপর উপারবেদা গ্রাম। ভৌগোলিক দূরত্ব শত শত মাইল হলেও জাতিগত ও সংস্কৃতিগত টান যেন অন্য রকম। তাই গোবিন্দগঞ্জের জয়পুর গ্রামের সাঁওতাল নারী প্রিসিলা মুর্মু, সুচিত্রা মুর্মু, সুফল হেমব্রম আর আন্দ্রিয়াস মুর্মুরা এই আনন্দে তাৎক্ষণিক গান বেঁধেছেন, সুর দিয়েছেন, গেয়েছেন। সাঁওতালি ভাষার গানের অর্থ এ রকম–ভারত এত বড় দেশ, কত দল, কত শত মানুষ, তুমি হয়েছ মাননীয় রাষ্ট্রপতি, দ্রৌপদী মুর্মু, আজ সাঁওতাল জাতি খুশি, আমাদের জয় হয়েছে। আন্তরিকভাবে মুখে মুখে তাৎক্ষণিক বানানো গান।

সাঁওতালরা ঐতিহাসিকভাবে বীরের জাতি। ইতিহাসের নানা পথপরিক্রমায় সাঁওতাল সমাজ আজ নিঃস্ব, রিক্ত। পৃথিবীর অন্যতম গণতন্ত্রের দেশে যেখানে ১৩০ কোটি মানুষ বাস করে, সেই দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন একজন সাঁওতাল নারী, এই ঘটনা অন্তত বেশ কিছুদিন ওদের সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে যেতে সাহায্য করলে খুশি হব।

দ্রৌপদী মুর্মুর জন্য বাংলাদেশের আদিবাসীদের উচ্ছ্বাস-আনন্দ দেখে আমি অনেক ভেবেছি, কেন এমন হয়! সব মানুষের মনের খবর তো আমি জানি না। জয়পুর গ্রামের সাঁওতাল নারী প্রিসিলা মুর্মু, সুচিত্রা মুর্মুরা হয়তো জাতিগত ও সাংস্কৃতিক কারণে, অথবা হৃদয়ের অজান্তে পরস্পরের জীবনসংগ্রামে, বঞ্চনায়, আনন্দ-উৎসবে মিল খুঁজে পেয়েছেন। এটুকুই তাঁরা মনের টানে বাঁধতে চান। 'যেন দুঃখ-সুখের বুকের মাঝে একই যন্ত্রণা' ওদের মনে। দ্রৌপদী মুর্মুর কারণে নিশ্চয় এখানে এই সাঁওতালদের জমির অধিকার ফিরে আসবে না। ওদের নতুন কোনো উন্নত জীবনের আশাও আমি দেখি না। হয়তো কোনো দিন এখানে দ্রৌপদী মুর্মুর আসাও হবে না। দেখা হবে না কোনো দিন দুই দেশের পাশাপাশি বাসিন্দাদের। তবু হয়তো অজান্তেই তাঁদের হৃদয়ে দোলা দিয়ে গেছে এত উঁচু সম্মানীয় পদে আসীন একজন সাঁওতাল নারী, যাঁর কাছে তাঁদের চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নেই। কেবল শুভকামনা, অভিবাদন জানানো আর নির্মল হাসি-আনন্দ। এই দুঃখের মাঝেও গর্ব করার চেষ্টা।

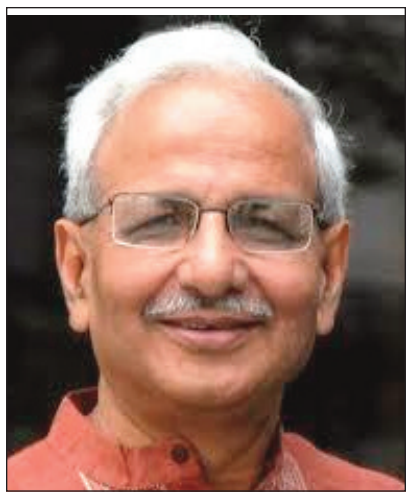
এই ঢাকা শহরেও জনজাতির মানুষেরা তাৎক্ষণিক সমবেত হয়েছিলেন ২২ জুলাই সংসদ ভবনের সামনে। সাঁওতালরা এসে যোগ দিয়েছেন। গান গেয়েছেন। এনোস হাসদা, প্রভাত টুডু, নিকোলাশ বাস্কে, বিষুরাম মুর্মুরা এসেছেন। কয়েকজন সাঁওতাল নারী নেচেছেন, গান গেয়েছেন। এনোস হাসদা ও বিশুরাম মুর্মু সাঁওতাল ভাষায় দ্রৌপদী মুর্মুকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আর অনুরোধ করেছেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেন তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে কোনো দিন এমন দিন আসবে।

দ্রৌপদী মুর্মু নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি টুইট করেছেন, 'ভারত রচনা করে ইতিহাস, ইন্ডিয়া স্ক্রিপ্টস হিস্টরি।' তারপর অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, 'আজ আমাদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন ভারতের পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকার এক কন্যা, যিনি ট্রাইবাল সমাজের।' আমাদের দেশে ভারতের নতুন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে নিয়ে খুব বেশি খবর প্রচারিত হয়নি। আমি দেখলাম, কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা রিপোর্ট করেছে। প্রথম আলো ২৩ জুলাই বেশ বড় রিপোর্ট করেছে 'দ্রৌপদীকে ভোট দেন বিরোধীরাও' এই শিরোনামে। আমরা দেখলাম, বিরোধী দলের ১৭ জন এমপি এবং ১২৫ জন এমএলএ বা বিধায়কের ভোট তিনি পেয়েছেন। সম্মিলিত বিরোধী প্রার্থী যশবন্ত সিনহা, রাহুল গান্ধী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়সহ অনেকেই দ্রৌপদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সাঁওতালরা ঐতিহাসিকভাবে বীরের জাতি। ইতিহাসের নানা পথপরিক্রমায় সাঁওতাল সমাজ আজ নিঃস্ব, রিক্ত। পৃথিবীর অন্যতম গণতন্ত্রের দেশে যেখানে ১৩০ কোটি মানুষ বাস করে, সেই দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন একজন সাঁওতাল নারী, এই ঘটনা অন্তত বেশ কিছুদিন ওদের সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে যেতে সাহায্য করলে খুশি হব। প্রিসিলা মুর্মু, সুচিত্রা মুর্মু, সুফল হেমব্রম আর আন্দ্রিয়াস মুর্মুদের জন্য শুভকামনা।

লেখক: লেখক ও সংস্কৃতিকর্মী।

ইভিএমের অন্ধকার ভূত ও ভবিষ্যৎ



বদিউল আলম মজুমদার

জাতীয় বা স্থানীয় সরকার নির্বাচনের ভোট গ্রহণে ইভিএম তথা ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে যে ৬কারসাজি করা সম্ভব- সেটা এখন ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরাই বুক ফুলিয়ে বলছেন। এমন৬বিব্রতকর পরিস্থিতির জের ধরে সর্বশেষ পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার নাজিরপুর-তাঁতেরকাঠি ইউনিয়ন পরিষদের উপনির্বাচনই স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন।

এর আগে গত ১৫ জুন অনুষ্ঠিত কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচনেও ইভিএম নিয়ে যথেষ্ট জল ঘোলা হয়েছে। সম্পূর্ণভাবে ইভিএমে গৃহীত ওই নির্বাচনে নাটকীয়ভাবে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আরফানুল হক রিফাতকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। গত দুই মেয়াদে সেখানে বিএনপি মনোনীত মেয়র এবং এবার দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে নির্বাচন করায় বিএনপি থেকে বহিস্কৃত মনিরুল হক সাক্কু অল্প ব্যবধানে হারেন। কুমিল্লার নির্বাচন নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে, যা খতিয়ে দেখা দরকার। বিশেষত ইভিএম নিয়ে ওঠা প্রশ্নগুলো।

প্রথমত, কুমিল্লার নির্বাচনে ইভিএমের ব্যবহার নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। স্মরণ করা যেতে পারে, গত জাতীয় নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহৃত হয়েছিল ৬টি আসনে, বাকি ২৯৪টি আসনে নির্বাচন হয় ব্যালট পেপারে। নির্বাচন কমিশনের তথ্যানুযায়ী, ২৯৪ আসনে, যেখানে ব্যালট পেপারে ভোট হয়েছে, ভোট পড়েছিল ৮১ শতাংশ। অন্যদিকে যে ৬ আসনে ইভিএমে ভোট হয়েছে, সেখানে ভোট পড়েছিল প্রায় ৫২ শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় ৩০ শতাংশ পার্থক্য। তার মানে, যেখানে ব্যালট পেপারে ভোট হয়েছে সেখানে কারসাজি করা হয়েছে; না হয় যেখানে ইভিএমে ভোট হয়েছে, সেখানে মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

২০১২ সালে কুমিল্লা নির্বাচনে, যেখানে একটি ভিন্ন মডেলের ইভিএম ব্যবহৃত হয়েছিল, যাতে বয়োমেট্রিক্স ছিল না; ভোট পড়েছিল প্রায় ৭৫ শতাংশ। পরে ২০১৭ সালে ব্যালট পেপারে ভোট পড়েছিল ৬৪ শতাংশ। এবারে বায়োমেট্রিক্স-ভিত্তিক ইভিএম ব্যবহারের কারণে সেখানে ভোট পড়েছে ৫৯ শতাংশ। ইভিএমে ভোট দিতে গিয়ে, বায়োমেট্রিক্স-ভিত্তিক ইভিএম কর্তৃক শনাক্ত না হতে পেরে অনেকে বিরক্ত হয়ে ভোট না দিয়ে ফিরে গেছেন। ফলে এটি সুস্পষ্ট- কুমিল্লায় ইভিএম মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। যে ইভিএম নাগরিকের ভোটাধিকার হরণ করে, সে যন্ত্র ব্যবহারের যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

কুমিল্লা সিটি নির্বাচন মোটামুটি সুষ্ঠু হয়েছে বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু ইভিএম এখানে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে। বলা



হয়, ইভিএমে সঙ্গে সঙ্গে ফলাফল আসার কথা। কিন্তু চারটি কেন্দ্রে চার ঘণ্টা পরে কেন ফলাফল এলো? নির্বাচন কমিশনকে এর সুষ্ঠু তদন্ত করে সন্দেহের অবসান ঘটাতে হবে। ইভিএম নিয়ে অনেক আগেই কথা উঠেছে- এটি যথোপযুক্ত নয়। কারণ, এখানে ভোট পুনর্গণনার সুযোগ নেই। ভোট নিয়ে ইসি যে তথ্য দেবে, সেটাই মেনে নিতে হবে। প্রয়াত জামিলুর রেজা চৌধুরী, যিনি ইসির কারিগরি কমিটির প্রধান ছিলেন, এসব দুর্বলতার কারণে তিনি বর্তমান ইভিএম কেনার সুপারিশে সই করেননি। এ ছাড়া অনেক দেশই ইভিএম ব্যবহার থেকে সরে এসেছে। যদিও এখন পর্যন্ত ইসি কর্তৃক আনুষ্ঠানিক ইভিএম ব্যবহারের ঘোষণা আসেনি, কিন্তু নির্বাচন কমিশনারদের মরিয়া হয়ে ইভিএমের গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণের প্রচেষ্টা সন্দেহের উদ্রেক না করে পারে না। সন্দেহের মূল কারণ হলো, সরকার চাচ্ছে ইভিএম ব্যবহৃত হোক।

এ ছাড়া কুমিল্লার নির্বাচনের প্রথম পরীক্ষায়ই নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা নিয়ে অনেক প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। নির্বাচন কমিশন স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। কমিশনের দায়বদ্ধতা কেবল জনগণের কাছে। জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংগঠিত করাই কমিশনের কাজ। নির্বাচন কমিশন তার সক্ষমতা প্রদর্শন করে বিদ্যমান বিধিবিধান প্রয়োগের মাধ্যমে। কুমিল্লাতে তারা সে সক্ষমতা দেখাতে পারেনি। কিছু চুনোপুঁটির ক্ষেত্রে সক্ষমতা দেখালেও কুমিল্লায় রাঘববোয়ালের ক্ষেত্রে কমিশন তা দেখাতে পারেনি। ফলে কমিশনাররা তাঁদের শপথ অনুযায়ী কর্তব্য পালন করছেন কিনা- প্রশ্ন উঠেছে তা নিয়েও।

কুমিল্লা নির্বাচনে এটি সুস্পষ্ট- ইসি আইনকানুন, বিশেষত আচরণবিধির ৩১ ও ৩২ ধারা কঠোরভাবে প্রয়োগ করেনি। স্থানীয় আওয়ামী লীগদলীয় সংসদ সদস্য আ. ক. ম. বাহাউদ্দিন বাহারের ক্ষেত্রে কমিশন অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছে। সংসদ সদস্য অবশ্য আচরণবিধির বিরুদ্ধে আদালতে গিয়েছেন। কিন্তু বিদ্যমান আচরণবিধি তো এখনও বহাল। তা ছাড়া বাহাউদ্দিনের বিষয়ে প্রথমে তাঁরা এক রকম কথা বলেছেন, পরে বলেছেন সম্পূর্ণ বিপরীত কথা- সংসদ সদস্য আচরণবিধি লঙ্ঘন করেননি, কমিশনও ব্যর্থ হয়নি। একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এমন অসংলগ্ন কথা কোনোভাবেই কাম্য নয়। নির্বাচন কমিশন যদি কুমিল্লায় একজন জাতীয় সংসদ সদস্যকে আচরণবিধি মানতে বাধ্য করতে না পারে, তাহলে জাতীয় নির্বাচনে ৩০০ জন সংসদ সদস্য, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সরকারি দল, বিরোধী দল সবাইকে কীভাবে সামাল দেবে? সরকারি লোকজন যদি সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে কমিশনকে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে। কিন্তু কুমিল্লায় কমিশন সেই দৃঢ়তা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

ইভিএমের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আরেকটু বলা দরকার। আমরা দেখেছি, কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে তুমুল উত্তেজনার মধ্যে আরফানুল হক রিফাতকে ৩৪৩ ভোটে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর মনিরুল হক সাক্কু দাবি করেন, তাঁকে জোর করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইভিএমে ফল পুনর্গণনার সুযোগ না থাকায় তাঁর অভিযোগ সত্য, নাকি মিথ্যা- প্রমাণ করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ ইভিএমের নির্ভরশীলতা নির্ভর করে নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর। এই দুর্বলতার কারণেই ভারতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন তাদের ইভিএমে ভিভিপিএটি অর্থাৎ পেপারট্রেইল সংযুক্ত করতে বাধ্য হয়। আমরা মনে করি, ভিভিপিএটি-বিহীন ইভিএমের ব্যবহার থেকে আমাদের নির্বাচন কমিশনের সরে আসা আবশ্যক।

এ বর্তমান অবস্থা ভালো কোনো ভবিষ্যতের ইঙ্গিতবহ নয়। ইভিএমের দুর্বলতা, নির্বাচন কমিশন গঠন নিয়ে বিরোধী দলগুলোর আস্থার ঘাটতি এবং আইনকানুন প্রয়োগে সক্ষমতার অভাবের কারণে আগামী জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, তা নিয়ে অনেকের মনে যে সন্দেহ দানা বাঁধছে, তা আমাদের জন্য এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে। নির্বাচনের সময় যদি সরকার তথা প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিরপেক্ষ আচরণ না করে; রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষত সরকারি দল যদি সদাচরণ না করে এবং গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজ যদি যথার্থ নজরদারি করতে না পারে, তাহলে গ্রহণযোগ্য আগামী নির্বাচনের আশা দুরাশাই থেকে যাবে। আমাদের সবার অনুধাবন করা দরকার, ২০১৪ কিংবা ২০১৮ সালের নির্বাচনের মতো আরেকটি নির্বাচন দেশকে ভয়ানক পরিস্থিতির দিকে ধাবিত করতে পারে, যা কারও জন্যই কল্যাণকর হবে না।

লেখক: সম্পাদক, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)

নতুন রাষ্ট্রপতি বিজেপির পুতুল হবেন?

অজয় আশীর্বাদ মহাপ্রশস্ত

ভারত ২২ জুলাই তার প্রত্যাশিত প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি পেয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স-এনডিএর প্রার্থী দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিরোধী দলের প্রার্থী যশবন্ত সিনহাকে হারিয়ে রাষ্ট্রপতি হন। শিবসেনা, ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার সদস্যরা ছাড়াও বিরোধী দলের উল্লেখযোগ্য সদস্য তাঁর পক্ষে ভোট দেন। ফলে তিনি যত ভোটে বিজয়ী হবেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছিল, তার চেয়েও বেশি ভোটে জয়ী হয়ে তিনি রাষ্ট্রপতি হন। বিজেপিকে ধন্যবাদ দিতে হবে এ জন্য যে, দলটি একজন আদিবাসীকে ভারতের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেছে, যা ৭৫ বছরের ইতিহাসে অন্য কেউ করেনি। যদিও তাঁর রাষ্ট্রপতি হওয়া নিয়ে বিরোধী দল ও নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠেছে।

মুর্মুর রাষ্ট্রপতি হওয়ার মাধ্যমে ভারতে কি আদিবাসীদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে, নাকি তিনি সদ্যসাবেক রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের মতো আরেকজন৬পুতুল৬ হিসেবে কাজ করবেন? কোবিন্দ এসেছিলেন দলিত জনগোষ্ঠী থেকে। কিন্তু তিনি কখনোই প্রাথমিক পরিচয় হিসেবে বিজেপির স্বার্থের কথা ভোলেননি। তাঁর দপ্তরকে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পর্যবেক্ষণে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন। তিনি ভারতের অপর দলিত রাষ্ট্রপতি কে.আর. নারায়ণনের মতো ছিলেন না। নারায়ণন সংবেদনশীল বিষয়াদিতে প্রায়শ কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করতেন। অথচ কোবিন্দ তাঁর দপ্তরের স্বাধীনতার বিষয়টি প্রদর্শন করতে পারেননি। তাঁর সময়ে রাষ্ট্রপতি ভবন ছিল অনেকটা নিষ্প্রাণ।

দ্রৌপদী মুর্মু কি কোবিন্দের পথেই হাঁটবেন? সময়ই সেটা বলবে। তবে ঝাড়খন্ডের গভর্নর হিসেবে ছোটনগর ও সাঁ৬ওতাল পরগনার বিতর্কিত বিলের রেকর্ড বলছে, তিনি কোবিন্দ থেকে নিজেকে ভিন্ন প্রমাণ করতে পারবেন। তবে মোদি নেতৃত্বাধীন বিজেপি নিশ্চিতভাবেই তাঁর রাষ্ট্রপতির পদ ব্যবহার করে বিশেষ করে আদিবাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক অভিলাষ পূরণ করতে চাইবে। প্রথা অনুসারে বিজেপি ইতোমধ্যে ভারতের এক লাখ গ্রামে মুর্মুর বিজয় উদযাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

গত আট বছরেরও অধিক সময়ে বিজেপি রাজনৈতিক নানা হিসাব কষছে। দলটি ভোটের হিসাব মাথায় নিয়ে সাংবিধানিক পদগুলোতে লোক বসাচ্ছে। সাঁওতালি আদিবাসী দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচনের মাধ্যমে বিজেপি সাঁওতালি সমাজে হেমান্ত সরেনের নেতৃত্বাধীন ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চাকে টেক্কা দিতে চাইছে। রাজ্য নির্বাচনে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আদিবাসী বুদ্ধিজীবী ও অ্যাক্টিভিস্টরা দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি করার বিজেপির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে তাঁরা বিশ্বাস করেন, আদিবাসীদের একজনকে সর্বোচ্চ পদে নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে তাঁদের সম্মান ও ন্যায্যতার প্রশ্নের সমাধান হবে না। অধিকন্তু, তাঁরা বলছেন, বিজেপি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারীদের মর্যাদা বাড়ালেও দলটি একই সঙ্গে এবং স্বীকৃতি দেওয়ার পরিবর্তে বিজেপি ও সংঘ পরিবার হিন্দুত্ববাদের মধ্যে আবদ্ধ করতে চাইছে। এর মাধ্যমে তাদের সম্মানহানি ও স্বাধীনতা খর্ব হবে। আদিবাসীদের এমন উঁচু পদে বসানোর মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদী দল চাইছে আদিবাসী নেতৃত্বকে বশে আনতে।

যারা আদিবাসীদের নিয়ে কাজ করছে, তারা যুক্তি দিয়ে তুলে ধরছে, বিজেপি যখন তারই মনোনীত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, তার মানে তাদের সরকার আদিবাসীদের

> মুর্মুর রাষ্ট্রপতি হওয়ার মাধ্যমে ভারতে কি আদিবাসীদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে, নাকি তিনি সদ্যসাবেক রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের মতো আরেকজন৬পুতুল৬ হিসেবে কাজ করবেন? কোবিন্দ এসেছিলেন দলিত জনগোষ্ঠী থেকে। কিন্তু তিনি কখনোই প্রাথমিক পরিচয় হিসেবে বিজেপির স্বার্থের কথা ভোলেননি। তাঁর দপ্তরকে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পর্যবেক্ষণে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন।

তাদের টেকসই ক্ষমতায়নকে অগ্রাহ্য করেছে।

'মুর্মু নিজ হাতে একটি মন্দির ঝাড়ু দিচ্ছেন, এমন দৃশ্য বিজেপি দেখিয়েছে। ছবিতে হিন্দু দেবতাদের প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়েছে। বিজেপি প্রত্যাশা করছে, আদিবাসীরা সম্পূর্ণভাবে হিন্দু মতাবলম্বী হোক এবং হিন্দুত্ববাদ গ্রহণ করুক। এর মাধ্যমে আদিবাসীদের মধ্যকার বিশ্বাসের বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করা হয়েছে।' ঝাড়খন্ডের গড্ডা কলেজের শিক্ষক রজনী মুর্মু এ কথা বলেন, যিনি অনেক বছর ধরে আদিবাসী বিষয়ে সোচ্চার। রজনী মুর্মুর মতো অনেকেই বিশ্বাস করেন, আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও বিশ্বাস গ্রহণ করা দ্বারা পরিচালিত স্বতন্ত্র আন্দোলনকে আঘাত করছে বা অস্বীকার করছে। ফাদার স্টেন স্বামী (অভিযোগ, জেলে থাকা অবস্থায় চিকিৎসায় অবহেলার কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন) কিংবা সুধা ভরদ্বাজ বা সুরেন্দ্র গেডলিংয়ের মতো মানুষ যাঁরা তাঁদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন আদিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নে, তাঁদের এলগার পরিষদ মামলায় সন্ত্রাসবাদের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়। আদিবাসী কর্মীরা আরও কিছু উদাহরণ তুলে ধরেছেন, যেখানে নির্দোষ আদিবাসীদের ভুয়া এনকাউন্টারে হত্যা করা হয়েছে এবং মাওবাদী বলে তাদের অসত্য পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

একইভাবে তাঁরা দেখিয়েছেন, বিজেপি সরকার কীভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য পর্যায়ে আদিবাসী নেতৃত্বাধীন ঝাড়খন্ডের পাথালগড়ি আন্দোলন কিংবা সাম্প্রতিক ছত্তিশগড়ের সিলগার আন্দোলনকে দমানোর চেষ্টা করেছে। একইভাবে আদিবাসী কর্মীরা আরও কিছু উদাহরণ সামনে এনেছে, যেখানে নরেন্দ্র মোদি সরকার বন অধিকার আইন এবং পঞ্চায়েত আইনের মতো কিছু আইন বাতিল করছে, যে আইনগুলোর মাধ্যমে আদিবাসীরা কিছু স্বায়ত্তশাসন লাভ করেছে এবং তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

বেসরকারীকরণের ওপর কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে চাপ দিচ্ছে তাতে আদিবাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি বেড়েছে। ফলে ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড কিংবা উড়িষ্যার মতো রাজ্যগুলোর আদিবাসী ভূমিতে খনিজ পদার্থ আহরণ শঙ্কায় পড়ছে। খনি ও খনিজসংক্রান্ত মাইন অ্যান্ড মিনারেল (ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেশন) আইনে আহরণ ক্ষমতা কমানোর মাধ্যমে বোঝা যায়, বিজেপির আদিবাসী বিষয়ে বক্তৃতা এবং বাস্তবতায় ফারাক।

ঝাড়খন্ড কমিশন ফর উইম্যানের সাবেক সদস্য বাসাবি কিরো মুর্মুর রাষ্ট্রপতি হওয়ার বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি ভারতে উপজাতিদের বাস্তবতার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, 'আদিবাসী সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো এখন অপুষ্টি, রক্তস্বল্পতা ও ম্যালেরিয়া রোগপ্রবণ এলাকা। এটা অকল্পনীয়, প্রায় ৭০ শতাংশ আদিবাসী নারীই রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন এবং অনেক শিশুই তাদের পঞ্চম জন্মদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে না। ভারতে প্রতি বছর দেড় লাখের অধিক আদিবাসী ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুবরণ করে।' তিনি আরও বলেন, 'ভারতের আদিবাসীদের অবস্থা অপ্রকাশিত। আদিবাসী নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার মাত্র ৩৪ শতাংশ। আর আদিবাসী পুরুষদের সাক্ষরতা ৪৯ দশমিক ২ শতাংশ। অথচ ভারতের জাতীয় সাক্ষরতার হার ৭৫ শতাংশ। এমন বাস্তবতায় দ্রৌপদী মুর্মু কাঁটার মুকুট পরিধান করছেন'।

তারপরও বলার অপেক্ষা রাখে না, ভারতের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে দ্রৌপদী মুর্মুকে মনোনয়ন দিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকার ও বিজেপি আদিবাসীদের প্রতি প্রত্যাশিত সম্মান প্রদর্শন করেছে। এখন দেখার বিষয়, তাঁরা মুর্মুকে তাঁর স্বাধীনতা দেন কিনা।

লেখক: ভারতীয় সাংবাদিক; দ্য ওয়্যার ডট ইন থেকে ঈষৎ সংক্ষেপিত ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক

মাঙ্কিপক্স নিয়ে অপপ্রচার নয়

মুশতাক হোসেন

বাংলাদেশে এখনও খোঁজ মেলেনি মাঙ্কিপক্সের। কিন্তু সাবধানতায় ফাঁক রাখতে চায় না সরকার। এরই মধ্যে বিমানবন্দর ও স্থলবন্দরে নিরাপত্তা বলয় জোরদার করা হয়েছে। বিদেশ থেকে আসা সন্দেহভাজন দুজনকে পরীক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু তাঁদের শরীরে এ রোগের উপস্থিতি শনাক্ত হয়নি। ওই দুজন ছাড়াও দেশে ১০-১২ জনকে পরীক্ষা করা হয়েছে। তাঁদের শরীরেও মাঙ্কিপক্সের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। যেহেতু প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে ভাইরাসটি শনাক্ত হয়েছে, তাই আমাদের দেশেও তা ছড়াতে পারে। এতে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। কারণ এটি কভিডের মতো দ্রুত ছড়ায় না। তা ছাড়া এ রোগে আক্রান্ত হলেও সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এতে খুব কমসংখ্যক রোগীর মৃত্যু হয়। ভারতে শনাক্ত হয়েছে, তাই আমাদের দেশেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে- এমন আশঙ্কা সংগত নয়। সেভাবে চিন্তা করলে ইউরোপ-থাইল্যান্ডের সঙ্গেও আমাদের নিয়মিত যাতায়াত রয়েছে। এতেও ছড়িয়ে যেতে পারে।

মাঙ্কিপক্স ভাইরাস শরীরের ত্বক ভেদ করে প্রবেশ করলেও তা চোখে দেখা যায় না। এ ছাড়া শ্বাসনালিসহ চোখ, নাক অথবা মুখের মাধ্যমেও তা শরীরে প্রবেশ করতে পারে। এই ভাইরাস যেমন প্রাণী থেকে মানবদেহে ছড়ায়, তেমনি মানুষের থেকে অন্যজনের মধ্যেও ছড়াতে পারে। কারও জ্বর, হাত-পায়ে জলভরা ফুসকুড়ি, চামড়া খসখসে হয়ে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দিলে খোঁজ নিতে হবে, শেষ ২১ দিনের মধ্যে ওই ব্যক্তি যেসব দেশে মাঙ্কিপক্সের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে, সেখান থেকে এসেছেন কিনা। সন্দেহজনক ব্যক্তির রক্ত বা লালা-রসের নমুনা রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট-আইইডিসিআরে পরীক্ষার জন্য পাঠাতে হবে। সাধারণত ৭ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে রোগমুক্তি ঘটলেও অনেক ক্ষেত্রে ২১ দিনও লাগতে পারে। তাই এমন রোগীর সন্ধান পাওয়া গেলে তাঁর সংস্পর্শে আসা লোকজনকেও চিহ্নিত করে ২১ দিন পর্যন্ত নিভৃতবাসে রাখতে হবে।

কভিডের মতো নতুন রোগ নয় মাঙ্কিপক্স। এটি পক্স-জাতীয় ভাইরাল জ্বর। আফ্রিকার দেশগুলোতে আগেও এর প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে। সেখানে মৃত্যুহার যে বেশি ছিল, তা-ও নয়। আমাদের দেশে চিকেন পক্সের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এটাও সে রকম। যেহেতু এ রোগের সরাসরি ওষুধ নেই, তাই জ্বরসহ অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিলে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাওয়াতে হবে।

মাঙ্কিপক্সের ওষুধ আবিস্কার হয়েছে, তবে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়নি। চিকেন পক্সের টিকা আছে। এখন সেগুলো হালনাগাদ করা হচ্ছে, যাতে মাঙ্কিপক্সের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। গবেষণা চলছে, হয়তো সফলতাও আসবে।

বলা হচ্ছে, প্রাণী থেকে এ রোগের উৎপত্তি। তবে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই। বানর থেকে ছড়িয়েছে বলে এর নাম দেওয়া হয়েছে মাঙ্কিপক্স। আফ্রিকায় গবেষকরা এমন তথ্য পেয়েছেন। আমাদের দেশে বানর থেকে ছড়ানোর তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। ইঁদুর ও কাঠবিড়ালি জাতীয় প্রাণী এ রোগের ভাইরাসের বাহক বলে গবেষণায় এসেছে। তবে হাঁস-মুরগি থেকে ছড়ায় না- এটা বলা যায়।

ইউরোপ-আমেরিকায় সমকামী গোষ্ঠীর মধ্যে মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত আনুপাতিক হারে বেশি। এর কোনো সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই। তবে বলা হচ্ছে, ঘনিষ্ঠ শারীরিক সম্পর্কের মাধ্যমে এটি সংক্রমিত হয়েছে। এ কথা শোনার পর সমকামীদের সামাজিক বিচারের প্রয়োজন নেই। তাহলে এ রোগে আক্রান্ত হলে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে যাবেন না। তাঁদের মধ্যে ধারণা সৃষ্টি হবে- এ রোগের কথা মানুষ জানলে তাঁকে নানা অপবাদ দেবে। মনে রাখতে হবে, আক্রান্ত রোগী যেন হেনস্তার শিকার না হন। আসলে কীভাবে এ রোগ ছড়িয়েছে, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখনও বের হয়ে আসেনি। গবেষণা চলছে। আমাদের দেশে গবেষণা আরও বাড়াতে হবে।

এইচআইভি-এইডস ভাইরাস নিয়েও বলা হয়েছিল, অনিরাপদ যৌনতার কারণে এটা ছড়ায়। এখন প্রমাণিত- অন্যান্য মাধ্যমেও এটি ছড়াচ্ছে। অনুরূপ মাঙ্কিপক্সও অন্যান্য মাধ্যমে ছড়ায়। এটা যে কোনো মানুষের হতে পারে। একই পরিবারে সবার সঙ্গে তো আর শারীরিক সম্পর্ক হয় না। তার পরও পরিবারে এটি ছড়ায়। অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির বিছানা স্পর্শ করা যাবে না। করোনার মতোই সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে হবে। বারবার সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে।

আগাম সতর্কতা হিসেবে দেশের সব উপজেলা-জেলা পর্যায়ের চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাঁরা যেন সন্দেহভাজন রোগীর সন্ধান পেলে নমুনা সংগ্রহ করে রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা কেন্দ্রে পাঠান এবং রোগীর প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করেন। দেশের সব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সংক্রামক ব্যাধি ওয়ার্ড রয়েছে। এখানে আক্রান্তদের চিকিৎসা দেওয়া যাবে। তবে যাঁদের রোগ প্রতিরোধ শক্তি কম, অর্থাৎ বয়স্ক ও আগে থেকেই জটিল রোগে (ক্যান্সার, কিডনি, লিভার, শ্বাসকষ্ট, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ) আক্রান্ত, তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দিতে হবে। এ ছাড়া অন্য রোগীরা বাসায় চিকিৎসা নিলেই সুস্থ হয়ে যাবেন।

করোনা সংক্রমণের পর টিকা আবিস্কার নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেছিলেন, টিকা আবিস্কার হতে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু দ্রুত সময়ের মধ্যে টিকা আবিস্কার হয়েছে। যদিও মাঙ্কিপক্স করোনার মতো ভয়াবহ নয়। আর আগে থেকেই চিকেন পক্সের টিকা রয়েছে। এখন শুধু নতুন ভাইরাস প্রতিরোধ করতে সক্ষম কিনা, সেটি নিয়ে গবেষণা ও হালনাগাদ করা হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে, দ্রুত সময়ের মধ্যে গবেষকরা সফল হবেন।

মনে রাখতে হবে, সাধারণ মানুষ সচেতন না হলে যে কোনো রোগই টিকা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। আমাদের দেশে করোনার পর্যাপ্ত টিকা রয়েছে। অথচ অনেকে বুস্টার ডোজ নিতে অনীহা দেখাচ্ছেন। সম্ভবত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এড়াতে এটা করছেন। কারণ বুস্টার নেওয়ার পর কারও কারও জ্বর আসে, চুলকানি দেখা দেয়। তাই বলে বুস্টার ডোজে অনীহা দেখানো উচিত হবে না। কারণ বুস্টারের চার মাস পর চতুর্থ ডোজ নেওয়ার ঘোষণা আসতে পারে। এটা উন্মুক্তও করতে হবে। চার মাস পরপর টিকা নেওয়াটা বৈজ্ঞানিকভাবে সমর্থনযোগ্য। অনীহা দেখালে এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তবে ভবিষ্যতে ভয়াবহতা ডেকে আনতে পারে।

করোনা বা মাঙ্কিপক্স নিয়ে অপপ্রচার বন্ধ করতে হবে। এ কথা বলেই শেষ করতে চাই- মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত রোগী যেন কোনো ধরনের বৈষম্য বা অপপ্রচারের শিকার না হন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে কেউ যেন না বলে, এটি পাপের ফল। তাহলে এই বিজ্ঞানের যুগে এটি হবে সবচেয়ে বড় মূর্খতা।

লেখক: রোগতত্ত্ববিদ; সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)

মনে রাখতে হবে, সাধারণ মানুষ সচেতন না হলে যে কোনো রোগই টিকা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। আমাদের দেশে করোনার পর্যাপ্ত টিকা রয়েছে। অথচ অনেকে বুস্টার ডোজ নিতে অনীহা দেখাচ্ছেন। সম্ভবত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এড়াতে এটা করছেন। কারণ বুস্টার নেওয়ার পর কারও কারও জ্বর আসে, চুলকানি দেখা দেয়। তাই বলে বুস্টার ডোজে অনীহা দেখানো উচিত হবে না। কারণ বুস্টারের চার মাস পর চতুর্থ ডোজ নেওয়ার ঘোষণা আসতে পারে।

এক দীর্ঘ লড়াইয়ের পথে শ্রীলঙ্কা

ড. ফরিদুল আলম

গত মে মাসে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে মাহিন্দা রাজাপক্ষে এবং গত ১৪ জুলাই প্রেসিডেন্ট পদ থেকে গোতাবায়া রাজাপক্ষের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে শ্রীলঙ্কার সরকার থেকে রাজাপক্ষে ভাইদের বিদায় নিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি দেশটির আন্দোলনকারী জনতার জন্য যে খুব একটা সুখকর হয়নি এর প্রমাণ রনিল বিক্রমাসিংহের নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া। আন্দোলনকারী জনতা রাজাপক্ষেদের ক্ষমতার বাইরে দেখতে যেমন মরিয়া হয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, ঠিক একইভাবে তারা রনিলের নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে দেশটির শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে না। আর এই কারণে তারা তাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়ে যখন নতুন করে তাদের সরকারবিরোধী কর্মসূচি শুরু করে, আমরা দেখতে পেলাম সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং কমান্ডোদের যৌথ অভিযানের মধ্য দিয়ে তাদের রাজপথ থেকে বিতাড়িত করা হলো।

এর আগে থেকেই এমনটা হবে বুঝতে পেরে নির্বাচিত হওয়ার পরপরই নতুন প্রেসিডেন্ট দেশের সব মানুষকে দেশের স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পরামর্শ দিয়েছেন। এর অন্যথা হলে কঠোরভাবে সরকার ব্যবস্থা নেবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, আর তা হচ্ছে, এর আগে মাহিন্দা এবং গোতাবায়ার বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন কর্মসূচিতে সেনাবাহিনীর দিক থেকে সাধারণ জনগণকে প্রতিহত করার চেষ্টা করা হয়নি। এর মানে এই নয় যে তারা প্রেসিডেন্ট গোতাবায়ার নির্দেশ পায়নি, বরং তাদের তরফ থেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয় সরকারবিরোধী জনতার কর্মসূচিতে তারা কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করবে না।

এখন কথা হচ্ছে, গোতাবায়ার পতনের পর নতুন প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করতে সেনাবাহিনী এবং অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী যে ভূমিকা পালন করছে, এটা আসলে কী বার্তা বহন করছে? এখানে বিষয়টিকে আমরা কিছু ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে বিশ্লেষণ করতে পারি। এর আগে ২০০৫ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মাহিন্দা রাজাপক্ষে প্রেসিডেন্ট থাকাকালে দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে চলমান দেশটির তামিল বিদ্রোহ দমনে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। সদ্য পদত্যাগকারী প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া তখন ছিলেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী। এই বিদ্রোহ দমনে মূল কৃতিত্ব এই দুই রাজাপক্ষে ভাইদের দেওয়া হলেও এর নেপথ্য কারিগর ছিলেন তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল শরৎ ফনসেকা। বলা যায়, সরকারের প্রতি আনুকূল্যের চেয়েও এক ধরনের রাজনৈতিক অভিলাষ থেকে তিনি মানবাধিকারের তোয়াক্কা না করে তাঁর সেনাবাহিনীকে এই তামিল বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দেন, ফলে বিদ্রোহ দমনকালে তামিল নেতা ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণসহ প্রধান তামিল বিদ্রোহীরা যেমন সেনাবাহিনীর হামলায় নিহত হয়েছেন, তেমনি অনেক নিরীহ তামিল এই হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন। জাতিসংঘের তরফ থেকে বলা হয়েছে, চূড়ান্তভাবে তামিল বিদ্রোহ দমনকালে কমপক্ষে ৪০ হাজার বেসামরিক তামিলকে হত্যা করা হয়। এই বিদ্রোহ দমন পরবর্তী সময়ে জেনারেল শরৎ ফনসেকা সেনাবাহিনী থেকে অবসরে গিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঘোষণা দিলে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষের সঙ্গে বিরোধ শুরু হয়। অন্যদিকে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে রাজাপক্ষে পরিবার যেভাবে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখতে প্রয়াসী হয়, এই বিষয়টি সেনাবাহিনী যে খুব ভালোভাবে নিয়েছে সেটি ভাবার কারণ নেই। বলা যায়, যদিও শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে দেশটির সেনাবাহিনী কখনো সেভাবে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেনি, তবে তাদের ইমেজ যে রাজাপক্ষেদের দ্বারা অনেকটা আন্তর্জাতিকভাবে মলিন হয়েছে এই বিষয়টা তাদের ভালো লাগেনি। বলা যায়, রাজাপক্ষেদের রক্ষার বিষয়ে তারা সেভাবে কাজ না করলেও নতুন প্রেসিডেন্টকে যে তারা রক্ষা করতে চাইছে, সেটাও নয়, বরং তারা তাদের নিজেদের ইমেজ রক্ষার স্বার্থে এবং একই সঙ্গে দেশকে কিভাবে বর্তমান আর্থিক দৈন্যদশা থেকে টেনে তোলা যায় সেই দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর, যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং হচ্ছেন দেশটির রাজনীতিবিদরা।

দেশটির বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা এবং নতুন প্রেসিডেন্টকে মেনে নেওয়া আন্দোলনকারী মানুষের জন্য বেশ কষ্টকর। এখানে আমরা সবাই জানি যে এই রনিল বিক্রমাসিংহে শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে গত ৫০ বছর ধরে দাপিয়ে বেড়ালেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তিনি কার্যত একজন জনবিচ্ছিন্ন নেতা হিসেবে পরিচিত। ভারতপন্থী হিসেবে তিনি শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে বেশ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলেও তামিল বিদ্রোহ দমনোত্তর সময়ে চীনপন্থী রাজাপক্ষেদের রাজনৈতিক প্রভাবের কাছে তিনি অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েন। মাঝে এক মেয়াদে মাইথ্রিপালা সিরিসেনা মাহিন্দা রাজাপক্ষেকে পরাজিত করে (২০১৫ সালে) শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে রনিলের ইউনাইটেড ন্যাশনালিস্ট পার্টি (ইউএনপি) পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং রনিল দেশটির প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ওই সময় বর্তমান বিরোধী দলনেতা সাজিথ প্রেমাদাসা ইউএনপি দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। ২০২০ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে সাজিথ প্রেমাদাসা ইউএনপি থেকে বেরিয়ে গেলে দেখা যায় জনসমর্থনের পাল্লাটা সাজিথ প্রেমাদাসার দিকেই বেশি ভারী। এর কারণ হিসেবে রনিলের ক্ষমতার মোহে যখন-তখন যে কারো সঙ্গে আপসকামিতাকেই দেখছেন অনেকে।

শ্রীলঙ্কার বিগত নির্বাচনটিও আমাদের আজকের শ্রীলঙ্কার অবস্থা বুঝতে সাহায্য করতে পারে। ২০১৯ সালের এপ্রিলে ক্যান্ডি বুদ্ধ মন্দিরসহ কিছু জায়গায় যে সন্ত্রাসী হামলা সংঘটিত হয়, মূলত এটির ওপর ভর করে গোতাবায়া রাজাপক্ষে প্রেসিডেন্ট হিসেবে সহজেই নির্বাচিত হয়ে আসেন। এই হামলার নেপথ্যে ছিল আইএসের সহযোগিতায় দেশটির কিছু উগ্র মুসলিমপন্থী গ্রুপ, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী দ্বারা দীর্ঘ সময় ধরে বৈষম্যের স্বীকার বলে দাবি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে তামিলদের সঙ্গে সিংহলীদের ঐতিহাসিক দূরত্ব। এই সব কিছুকে পুঁজি করে মাহিন্দা এবং গোতাবায়া রাজাপক্ষেরা সহজেই মানুষের মনকে জয় করে নেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধদের মনে এই ধারণাই কাজ করে যে তামিল বিদ্রোহ দমন করে রাজাপক্ষে পরিবার কার্যত শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে সিংহলীদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেটিকে অব্যাহত রাখতে গেলে তাদের রাজাপক্ষেদেরই দরকার। অন্যদিকে সাজিথ প্রেমাদাসার সমর্থনের মূল জায়গা ছিল তামিল এবং দেশটির মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ মুসলিমদের মধ্যে। এভাবে রাজাপক্ষেদের নির্বাচিত হয়ে আসার মধ্য দিয়ে আসলে শ্রীলঙ্কার গোটা রাজনীতি ত্রিধাবিভক্ত হয়ে ওঠে।

রাজনীতির এহেন ধোঁয়াশার মধ্যে অনেকটাই নিজের ঠিকানা হারিয়ে রনিল আশ্রয় খুঁজে পান রাজাপক্ষেদের মাঝে। শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্ট নির্বাচনে মোট প্রাপ্ত ভোটের হিসাব-নিকাশের কোটায় তিনি এমপি হিসেবে আসেন। ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখার ক্ষেত্রে রাজাপক্ষে পরিবারের বিরুদ্ধে সব বিরোধী দল, এমনকি ক্ষমতাসীন এসএলপিপির অনেক পার্লামেন্ট সদস্য যখন দেশবাসীর সঙ্গে প্রতিবাদে সরব, সেই সময় রনিলকেই দেখা গেল একমাত্র রাজাপক্ষে পরিবারের প্রতি আস্থাভাজন থাকতে। মাহিন্দা রাজাপক্ষের পতনের পর তাই প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে রনিলের ওপর আস্থা রেখে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে পরিস্থিতি আপাত সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ ক্ষেত্রে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে সেই রনিলের ওপরই আস্থা রেখে তিনি দেশত্যাগ করলেন এবং পরবর্তী সময়ে তাঁর দলের সমর্থনে পার্লামেন্টে জনগণের দিক থেকে সবচেয়ে কম সমর্থন পাওয়া রনিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়াকে প্রকারান্তরে রনিলের ভেতর রাজাপক্ষেদেরই দেখতে পাচ্ছে জনগণ।

এখন আসা যাক শ্রীলঙ্কাকে বর্তমান এই দুরবস্থা থেকে টেনে তুলতে কতটুকু সক্ষম হতে পারবেন রনিল এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনায়। শ্রীলঙ্কার মোট ঋণের পরিমাণ ৩৩ বিলিয়ন ডলার। দেশটির মোট জনসংখ্যা দুই কোটি ২০ লাখ, সেই হিসাবে মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ৬৫০ ডলার। এখন কথা হচ্ছে, কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগুলো কেন একক বা যৌথভাবে শ্রীলঙ্কাকে এই ঋণের জাল থেকে উদ্ধার করবে, বিশেষ করে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর কথাই এখানে আসে। আর যখন এই ঋণজালের মূল উৎস চীন সে ক্ষেত্রে সংগত কারণেই পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো চীনা ঋণের ফাঁদে পড়া শ্রীলঙ্কাকে উদ্ধার করতে আসবে না। এ ক্ষেত্রে ভারত এককভাবে চেষ্টা করেছে এবং করছে, তবে তারাও কতটা এই পরিস্থিতিতে পেরে উঠবে, সেটা সন্দেহ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে গোতাবায়ার একটা কৌশল হিসেবে এখানে রনিলকে টেনে আনা, যাতে ভারতের দিক থেকে সহায়তার দিকটি নিশ্চিত করা যায়, যা এই মুহূর্তে খুবই জরুরি। ভারত এ পর্যন্ত তাদের ক্রেডিট লাইন থেকে এক বিলিয়ন ডলার ঋণের বাইরেও আরো ৫০০ মিলিয়ন ডলারের জ্বালানি সরবরাহ করে শ্রীলঙ্কাকে যে সহায়তা করেছে, তা অনন্য। রনিল প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর তাই তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় ভারতের অব্যাহত সহায়তা কামনা করেছেন, যার বিশেষ ইঙ্গিত রয়েছে।

যে রাজনৈতিক সংকট শ্রীলঙ্কাকে ঘিরে আছে তা থেকে উত্তরণে রাজনৈতিক দলগুলোকেই ঠিক করতে হবে যে তারা এই মুহূর্তে কোন ধরনের রাজনীতি করবে, ক্ষমতা দখলের, নাকি দেশকে এই দুরবস্থা থেকে টেনে তোলার। আর এ ক্ষেত্রে যদি তারা ঐকমত্যে পৌঁছতে না পারে, তাহলে কিন্তু কোনো দেশই তাদের এই সংকট থেকে পার পেতে সাহায্য করতে আসবে না। ধরে নিলাম রনিলকে শ্রীলঙ্কার কেউই পছন্দ করছে না, কিন্তু সাংবিধানিক উপায়ে এই মুহূর্তে নতুন করে নির্বাচন দিয়ে নতুন নেতৃত্ব আনার সুযোগ সীমিত। দাতারাও চাইছে নতুন করে ঋণ আলোচনার মধ্য দিয়ে শ্রীলঙ্কার সহায়তায় এগিয়ে আসতে, এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি রনিলকে নিয়েও এগোতে পারে তাহলে ভালো, তবে বিষয়টি খুব একটা সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না।

লেখক: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দেশটির বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা এবং নতুন প্রেসিডেন্টকে মেনে নেওয়া আন্দোলনকারী মানুষের জন্য বেশ কষ্টকর। এখানে আমরা সবাই জানি যে এই রনিল বিক্রমাসিংহে শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে গত ৫০ বছর ধরে দাপিয়ে বেড়ালেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তিনি কার্যত একজন জনবিচ্ছিন্ন নেতা হিসেবে পরিচিত।

মুক্তধারা-জিএফবি সাহিত্য পুরস্কার পেলেন

(প্রথম পাতার পর)

পড়া দর্শক-শ্রোতাদের উপস্থিতিতে ঘোষিত হয় এই পুরস্কারের কথা। এবছর এই পুরস্কার পেলেন বাংলা ভাষা-সাহিত্যের শক্তিমান গবেষক, লন্ডন প্রবাসী লেখক অধ্যাপক ড. গোলাম মুরশিদ। এই পুরস্কারের অর্থমান ৩০০০ ইউএস ডলার। মেলার মূলমঞ্চে এই পুরষ্কারের কথা ঘোষণা করেন মেলার আহ্বায়ক গোলাম ফারুক ভূঁইয়া ও অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ।

২০১৬ সালে কবি নির্মলেন্দু গুণকে প্রদাণের মাধ্যমে ঐ বছর প্রথম ফাউন্ডেশন ' মুক্তধারা-জিএফবি সাহিত্য পুরস্কার' প্রবর্তন করে। এরপর শামসুজ্জামান খান, অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, দিলারা হাশেম, সেলিনা হোসেন ও সমরেশ মজুমদার এ পুরস্কারে ভূষিত হন। এ বছর পেলেন অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে ড. গোলাম মুরশিদ নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা উদ্বোধন করেন।

১৯৪০ সালের ৮ এপ্রিল বরিশালের উজিরপুর উপজেলার ধামুরা গ্রামে ড. গোলাম মুরশিদ জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ করেছেন। তার প্রথম কর্মজীবন ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এরপর প্রায় দু'দশক তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি লন্ডনে বিবিসি'র বাংলা বিভাগে কাজ করেছেন। এ ছাড়া ১৯৯১ সাল থেকে লন্ডনে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন।

ড. গোলাম মুরশিদের উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থের মধ্যে আছে- আশার ছলনে ভুলি, রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া : নারী প্রগতির একশো বছর, বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান, সংকোচের বিহ্বলতা, সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক, রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা, স্বাধীনতা সংগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমি, হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি, বিলেতে বাঙালির ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস, বিদ্রোহী রণক্লান্ত প্রভৃতি। সাহিত্য গষেণায় বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ১৯৮২ সালে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরষ্কার লাভ করেন। ২০০৭ সালে পান প্রথম আলো বইমেলা পুরষ্কার, ২০১৮ সালে পান 'আইএফআইসি সাহিত্য পুরষ্কার। ২০১৮ সালে পান একুশে পদক।

এদিকে ছুটির দিন শনিবার বইমেলায় তিল ধরণের জায়গা ছিলনা। আড্ডা, লেখালেখি, ছড়া নিয়ে আয়োজন, স্বরচিত কবিতা পাঠ, নতুন বই, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সাহিত্য : দুই বাংলার অভিমুখ, অনুবাদের ভাষা, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা নাটক 'রাক্ষুসী', বিতর্ক কি এবং কেনো, অভিবাসী লেখকদের গ্রন্থে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, নতুন প্রজন্মের পরিবেশনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান ছাড়াও শবনম আবেদীর গান শ্রোতাদের গভীর রাত পর্যন্ত মুগ্ধ করে। আজ রোববার (৩১ জুলাই) বইমেলার শেষদিন।

আইপিএল বয়কটের মানেই হয় না : সাকিব

(প্রথম পাতার পর)

অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। নায়ক শাকিব খান আর ক্রিকেটার সাকিব আর হাসান তাদের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন। এসময় সংশ্লিষ্টরা সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, অতীতে বাংলাদেশের এই দুই কৃতি সন্তানকে একাধিক টিভি অনুষ্ঠানে একসঙ্গে দেখা গেলেও এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে দর্শক-ভক্তদের সামনে এক সাথে উপস্থাপন করেছে শো টাইম মিউজিক। অনুষ্ঠানে দুজনই শোটাইম মিউজিক এর আলমগীর খান আলমের সঞ্চালনায় উপস্থিত অনুরাগীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। অনুষ্ঠানে ক্রিকেটার সাকিব আর হাসান বলেন, ২০১৯ বিশ্বকাপের আগেও আমি ম্যাচ খেলিনি। পুরো দেড় মাস আমি ওখানে বসেছিলাম। ওখানে থাকার কারণে জনি বেয়ারিস্টো, রশিদ খান, ডেভিড ওয়ার্নার, কেন উইলিয়ামসন ওদের সঙ্গে থেকে দেখেছি যে বিশ্বসেরা কীভাবে হওয়া যায়। বিশ্ব ক্রিকেটকে যে ওরা লিড করে সেটা কী কারণে করে, সেটা আমি ওখান থেকেই জেনেছি। ওখানে যদি না যেতাম কখনোই জানতে পারতাম না। চেষ্টা করেছি কীভাবে ওদের কাছাকাছি যাওয়া যায়। আমার মনে হয় যেটা আমাকে অনেকটা কাজে দিয়েছে। ২০১৯ বিশ্বকাপে তার ফল আমি পেয়েছি। আইপিএল বলেন সিপিএল বলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে যে অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় তা দেশের ক্রিকেটেরই লাভ হবে। শুধু আইপিএল না অন্য যে কোনো টুর্নামেন্ট বয়কট করার কোনো মানেই হয় না।

ক্রিকেটার সাকিব আর হাসান মনে করেন জীবনে শেখার কোনো শেষ নেই, 'শেখার তো শেষ নেই আপনি যত নতুন জায়গায় যাবেন ততই নতুন কিছু শিখতে পারবেন। আমি নিশ্চিত আপনি যখন নিউ ইয়র্কের বাইরে ডালাসে ক্যালিফোর্নিয়া বা অন্য কোথাও যাবেন কিছু না কিছু শেখার আসবেই। এই সুযোগগুলো হাতছাড়া করা ঠিক না। পৃথিবীর সব জায়গাতেই কিছু শেখার আছে। তো আপনি কেন সুযোগ হাতছাড়া করবেন।'

ইঞ্জিনিয়ার আবু বকর হানিপ এর এক প্রশ্নের জবাবে বিশ্ব ক্রিকেটের সুপারস্টার সাকিব আল হাসান বলেন, 'আমি বাস্তববাদী মানুষ। বর্তমান নিয়েই থাকি। তাই মারা যাওয়ার পর কে কী ভাবলেন সেটি তো আমি জানতে পারবো না। তবে আমি জানি যারা একান্তই কাছের মানুষ তারা স্মরণ করবেন, দোয়া করবেন। আর যদি সমগ্র জাতির কল্যাণে কিছু করছি বলে বিবেকসম্পন্নরা অনুধাবনে সক্ষম হন, তাহলে তারাও স্মরণ রাখবেন বহুদিন।'

বাংলাদেশের ক্রিকেটের উন্নয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেটের প্রসারে কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা জানতে চাইলে ক্রিকেটার সাকিব বলেন, 'অবশ্যই করার ইচ্ছা আছে। নতুন প্রজন্মে ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে ক্রিকেটের প্রতি। সেই আবেগ কাজে লাগাতে সচেষ্ট রয়েছেন সকলেই।'

অনুষ্ঠানে হলিউড সিনেমায় কাজ করলে কোন চরিত্রে কাজ করতে চান এমন প্রশ্নের উত্তরে শাকিব খান বলেন, সবে তো এখানে পা রাখলাম ভাই। আর এখানে বসেই তো পাশে একজন সুন্দরী বসিয়েছি। কিছুদিন সময় দেন। এছাড়া জেনে খুব ভালো লাগলো- বাংলাদেশের বংশোদ্ভুত অনেক টেকনেশিয়ান হলিউড সিনেমায় কাজ করছেন। যারা যারা এখানে ঢুকেছে তারা প্রত্যেকেই কিন্তু সফল।'

শাকিব খান আরো বলেন, 'নেটফ্লিক্সের সবচেয়ে জনপ্রিয় সিনেমা 'এক্সট্রাকশন'। এই সিনেমাটি কিন্তু আমাদের বাংলাদেশকে নিয়ে করা হয়েছিলো। রেটিংয়ের দিক থেকে এটি ছিলো কিন্তু সবার উপরে। এটা তো আমাদের দেশের জন্য খুশির একটি বিষয়। আগামী দিন চরিত্র কোনটা দেবে সেটা তো জানিনা তবে কাজ করবো।'

যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা অর্থাৎ গ্রীনকার্ড পাওয়া এবং বাংলাদেশে যাওয়ার বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে শাকিব খান বলেন, 'গ্রীনকার্ড অনেক আগেই গেয়েছি। এখন ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই দেশে চলে যাচ্ছি। তবে এবার আর তারিখ বলবো না। কারণ এর আগে দুই-তিনবার তারিখ বলে মিস হয়েছে। এবার দেশে ফিরেই বলবো।' বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান বলেন,'পরিশ্রম তো করতে হয়েছে এবং এখনো করছি। এরকম পরিশ্রম অনেকেই করেন। কিন্তু সবাই তো হতে পারেন না। এজন্য কপাল লাগে। মাশাআল্লাহ আমার কপাল বড়, সেটি বড় একটি ব্যাপার।'

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ইউএস সুপ্রিম কোর্টের বাংলাদেশী-আমেরিকান এটর্নী এবং কুইন্স ডেমক্রেটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক লীডার এট লার্জ মঈন চৌধুরী, ডা. চৌধুরী সারোয়ারুল

হাসান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রাহাত মুকতাদির, রায়হান জামান ও শাহনেওয়াজ, বিশিষ্ট রিয়েল এষ্টেট ইনভেষ্টর নুরুল আজিম, সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ, বারী হোম কেয়ার-এর আসেফ বারী টুটুল ও

মুনমুন হাসিনা বারী, জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন-জেবিবিএ'র একাংশের সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, খলিল বিরিয়ানী হাউজের কর্ণধার শেফ খলিলুর রহমান, কমিনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট ময়নুজামান চৌধুরী প্রমুখ।

চীনের 'হুমকির' মধ্যেই এশিয়া সফরে ন্যান্সি

(প্রথম পাতার পর)

নেই ওয়াশিংটনের। ন্যান্সি পেলোসি তাইওয়ান সফর করলে ওয়াশিংটনকেই 'পরিণতি বহন করতে হবে' বলে এর আগে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়েছিল চীন। এরপর এক ফোনালাপে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং তাইওয়ান ইস্যুতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে 'আগুন নিয়ে খেলা'র বিরুদ্ধে হুশিয়ার করে বলেন, যারা আগুন নিয়ে খেলে তারা কেবলই পুড়ে যাবে। আশা করি যুক্তরাষ্ট্র সেটি পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পেরেছে। এর আগেও পেলোসির এই সফরকে কেন্দ্রকে যুক্তরাষ্ট্রকে কড়া ভাষায় চিঠি দেওয়ার কথা স্বীকার করেছিলেন চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ঝাও লিজিয়ান।

তাইওয়ান, মানবাধিকার এবং প্রযুক্তি খাতের প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন ইস্যুতে বাইডেনের আমলে দুই বৈশ্বিক পরাশক্তির মধ্যে সম্পর্কের অবনতি অব্যাহত রয়েছে।

শোকের মাস শুরু

(প্রথম পাতার পর)

এ মাসেই একদল বিপথগামী সেনা সদস্য হত্যা করে 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের। দিনটি বাঙালী জাতির ইতিহাসে কলঙ্কিত একটি অধ্যায়। শোকের এ মাসটি নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলো।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট কালরাতে ঘাতকরা শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেনি, তারা বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরাধিকার নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল। ঘাতকরা সেদিন হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর সন্তান শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজি জামালকে। আরো দুটি বাড়িতে হামলা চালিয়ে হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর সহোদর শেখ নাসের, ভগ্নিপতি আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, ভাগ্নে যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি, তাঁর সহধর্মিণী আরজু মনিকেও।

১৫ আগস্টের ওই হত্যাকান্ড আলোড়ন তুলেছিল সারা বিশ্বে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর নোবেল জয়ী পশ্চিম জার্মানীর নেতা উইলি ব্রানডিট বলেন, 'মুজিবকে হত্যার পর বাঙালীদের আর বিশ্বাস করা যায় না। যে বাঙালী শেখ মুজিবকে হত্যা করতে পারে তারা যেকোনো জঘন্য কাজ করতে পারে।'

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নৃশংস হত্যাকান্ড ছাড়াও এ দেশের জন্য ঘটনাবহুল একটি মাস আগস্ট। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট রাজধানীতে আওয়ামী লীগের সমাবেশে দলের সভাপতি শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড হামলার ঘটনায় বড় ধরনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশের ৬৩ জেলায় একযোগে বোমা হামলা চালায় জঙ্গিরা। এদিকে ১৫ আগষ্ট সোমবার 'জাতীয় শোক দিবস' স্মরণে প্রতিবছরের মতো এবারও জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী ঐদিন দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ঐদিন বিকেল ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে (৩৭-২২ ৭৩ ষ্ট্রীট) এই কর্মসূচী পালিত হবে। এই কর্মসূচী সফল করতে মীর নিজামুল হককে আহ্বায়ক, সোহেল গাহী-কে সদস্য সচিব, মইনুল ইসলামকে প্রধান সমন্বয়কারী এবং আসিফ বারী টুটুলকে প্রধান পৃষ্ঠপোষক করে একটি কমিটি গ্রহণ করা হয়েছে। কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ এ আজাদ ও আব্দুল হামিদ, যুগ্ম সদস্য সচিব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ও হাজী এনাম, চেয়ারম্যান মামুন মিয়াজী, চেয়ারপার্সন বিপ্লব সাহা এবং কো চেয়ারপার্সন সাখাওয়াত বিশ্বাস।

'জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী'র সভাপতি শাকিল মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলম নমি ১৫ আগষ্টের কর্মসূচী সফল করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

আবার বিভক্তির ফোবানা

(প্রথম পাতার পর)

পাশাপাশি নেতৃত্বে আর এই বিভক্তির সম্মেলন ঘিরে অতিতের মতো এবারও যেমন লক্ষ, লক্ষ ডলারের শ্রাদ্ধ হতে চলেছে, তেমনী কমিউনিটির জনমনে নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।

সচেতন প্রবাসী বাংলাদেশীদের অভিমত কেন এই বিভক্তি, কেন নেতৃত্বের কোন্দল ফোবানায়, এই বিভক্তির শেষ কোথায়? আরো অভিযোগ উঠেছে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ফোবানা'র জন্ম হয়েছিলো, সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ফোবানা কি আছে? ফোবানায় কি আর্থিক স্বচ্ছতা বিদ্যমান? ফোবানায় কি যোগ্য নেতৃত্ব কি ছিলো, আছে? বা আসবে? ফোবানা-কে আর কতদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে? ইত্যাদি ইত্যাদি নানা প্রশ্ন।

অপরদিকে ফোবানায় চলছে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ, কারণ দর্শানোর নোটিশ, বহিষ্কার পাল্টা বহিষ্কারের ঘটনা। যা ফোবানা-কে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

গত সপ্তাহে জ্যাকসন হাইটসের একটি মিলনায়তনে ফোবানার নামে একটি অংশ শিকাগো সম্মেলন সফল করার জন্য কমিউনিটির সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন। 'মিট এন্ড গ্রীট' নামে সাংবাদ সম্মেলন করে তাদের পক্ষে সাফাই গাওয়ার আত্ন সমালোচনা করে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, আমরাও ধোঁয়া তুলসি পাতা নই, আমাদেরও ভুল-ত্রুটি রয়েছে। তবে আমরাা ফোবানার নির্বাচিত কমিটি। তাই আমরাই আসল ফোবানা।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে একই স্থানে আয়োজিত একই রকম অনুষ্ঠানে লসএঞ্জেলেসের ফোবানা সম্মেলন সফল করার আহ্বান জানিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরাই আসল ফোবানার দাবীদার। আমরা আমরা ফোবানায় কোন 'অপরাধী ব্যক্তি'র স্থান নেই। তাই আমরা কমিটির কয়েকজন ব্যক্তিকে বহিষ্কার করে দায়িত্ব পালন করছি। সেই ধারাবাহিতায় লস এঞ্জেলেস-এর বারব্যাঙ্ক ম্যারিয়ট হোটেলে ফোবানার সম্মেলনের ভেন্যু চূড়ান্ত করা হয়েছে।

অপরদিকে কানাডার মনট্রিয়ল-এ এবারের লেবার ডে উকেন্ডে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আরেকটি ফোবানা সম্মেলন। এই ফোবানার নেতৃবৃন্দ নিউইয়র্ক এসে সংবাদ সম্মেলন করে বিস্তারিত জনিয়েছেন।

কিন্তু ফোবানা নিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে তাতে ফোবানার প্রতি প্রবাসী বাংলাদেশীদের আস্থা, বিশ্বাস, আশা-প্রত্যাশা সবই হারিয়ে যাচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন আবারও করোনায় আক্রান্ত

(প্রথম পাতার পর)

অ্যান্টিভাইরাল থেরাপি দেওয়ার তিন দিন পর পরীক্ষায় করোনা সংক্রমণের বিষয়টি ধরা পড়ে। বিবিসি জানিয়েছে, হোয়াইট হাউসের চিকিৎসক কেবিন ধুকনোর স্থানীয় সময় শনিবার সকালে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। তবে তিনি জানিয়েছেন, বাইডেন করোনায় আক্রান্ত হলেও তার মধ্যে বিশেষ কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। তবে তাকে আইসোলেশনে থাকতে হবে।

প্রেসিডেন্ট বাইডেন নিজেও টুইটারে তার নতুন করে করোনা আক্রান্ত হওয়ার কথা জানিয়েছেন। তিনি এক পোস্টে বলেছেন, 'বন্ধুরা আজ আবার পরীক্ষায় করোনা আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হলাম। খুব সামান্য লোকজনেরই এটি হয়। আমার মধ্যে কোনো বিশেষ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আমি নিজেই আমার আশপাশের লোকজনের নিরাপত্তার জন্য আইসোলেশনে যাচ্ছি। আমি এখনো কাজ করছি এবং খুব শিগগিরই আবার ধারাবাহিক হব।'

আলোচনায় নির্বাচনকালীন

(প্রথম পাতার পর)

তিন শতাধিক প্রস্তাব। লিখিত ও মৌখিক বক্তব্যে ঘুরেফিরে বারবার আলোচনায় ছিল নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা কী হবে, তা নিয়ে। উঠে আসে বিগত দুটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রাজনৈতিক দলগুলোর অভিজ্ঞতাও। আওয়ামী লীগসহ ১৪টি রাজনৈতিক দল সরাসরি নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা নিয়ে তাদের অবস্থান জানিয়েছে।

এর মধ্যে চারটি রাজনৈতিক দল বর্তমান সরকার রেখেই নির্বাচনের পক্ষে মত দিয়েছে। আওয়ামী লীগ ছাড়া বাকি তিনটিই দল ওই সরকারকে দৈনন্দিন কাজে সীমাবদ্ধ রাখার প্রস্তাব করেছে। বাকি ১০টি রাজনৈতিক দল বর্তমান সরকার রেখে নির্বাচন আয়োজনের বিপক্ষে মত দিয়েছে।

বিএনপিসহ ৯টি রাজনৈতিক দল সংলাপে অংশ নেয়নি, যাদের বেশির ভাগই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করছে। এছাড়া নির্বাচনে 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' নিশ্চিত করতে ৯টি রাজনৈতিক দল তফশিল ঘোষণার পর সংসদ ভেঙে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

আওয়ামী লীগের সঙ্গে বসার মধ্য দিয়ে রোববার কার্যত এ সংলাপ শেষ হয়েছে। এতে নিবন্ধিত ৩৯টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২৮টি অংশ নিয়েছে। বিএনপিসহ ৯টি দল সংলাপ বর্জন করেছে। বাকি দুটি দল জাতীয় পার্টি-জেপি ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সংলাপের জন্য ভিন্ন সময় চেয়েছে।

যদিও এসব দাবি সম্পর্কে বিভিন্ন সংলাপে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল জানিয়েছেন, এসব প্রস্তাব বাস্তবায়নের এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের নেই। বিষয়টি সাংবিধানিক ও রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা দরকার।

এসব বিষয় সমাধানে রাজনৈতিক দলগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, সংলাপে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল আগামী নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহারের বিপক্ষে মত দিয়েছে।

জাতীয় পার্টিসহ ১৫টি রাজনৈতিক দল এ মেশিনে ভোটগ্রহণের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। অপরদিকে আওয়ামী লীগসহ ১১টি রাজনৈতিক দল (ইভিএম) ব্যবহারের পক্ষে মত দিয়েছে। পক্ষে মত দেওয়া কয়েকটি দল ইভিএমে পেপার অডিট ট্রেইল যুক্তের শর্ত জুড়ে দিয়েছে। এছাড়া সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিল নির্বাচন কমিশনের আস্থা অর্জন ও ক্ষমতায়নের বিষয়টি।

নির্বাচনের সময় স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, জনপ্রশাসনসহ কয়েকটি মন্ত্রণালয় ইসির অধীনে ন্যস্তের কথা বলেছে আওয়ামী লীগসহ ১৭টি রাজনৈতিক দল। জেলা প্রশাসকদের রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগের বিরোধিতা করেছে অন্তত ১০টি দল।

আটটি রাজনৈতিক দল ইসির নিজস্ব কর্মকর্তা ও দুটি দল জেলা জজদের রিটার্নিং কর্মকর্তা নিয়োগের দাবি জানিয়েছে। জাতীয় পার্টিসহ পাঁচটি দল একাধিক দিনে ভোটগ্রহণ এবং ছয়টি দল ভোটের আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছে। অন্তত ১২টি রাজনৈতিক দল ইসির তত্ত্বাবধানে নির্বাচনি প্রচারের ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছে। নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সেনাবাহিনী মোতায়েনের সুপারিশও করেছে কয়েকটি দল।

অবশেষে ৩ মিশনে নতুন

(৪ পাতার পর)

সুফিউর রহমান। আর অস্ট্রেলিয়ায় পরবর্তী হাই কমিশনার হিসেবে পাঠানো হচ্ছে ডেনমার্কে বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রদূত আল্লামা সিদ্দিকীকে। চেইন বদলি হিসেবে ডেনমার্ক যাচ্ছেন রাষ্ট্রদূত হিসেবে ভুটানে এতোদিন ধরে দায়িত্ব পালন করে আসা এ কে এম শহিদুল করিম। তিনি আল্লামা সিদ্দিকীর শূণ্যস্থান পূরণ করবেন। জেনেভাস্থ জাতিসংঘ অফিস এবং সুইজারল্যান্ড দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি মোস্তাফিজুর রহমানকে হাই কমিশনার করে দিল্লিতে পাঠানোর কথা আগেই জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। জেনেভায় পরবর্তী স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পাওয়া সুফিউর ১৯৯৯-২০০২ সময়ে ওই মিশনে কাউন্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

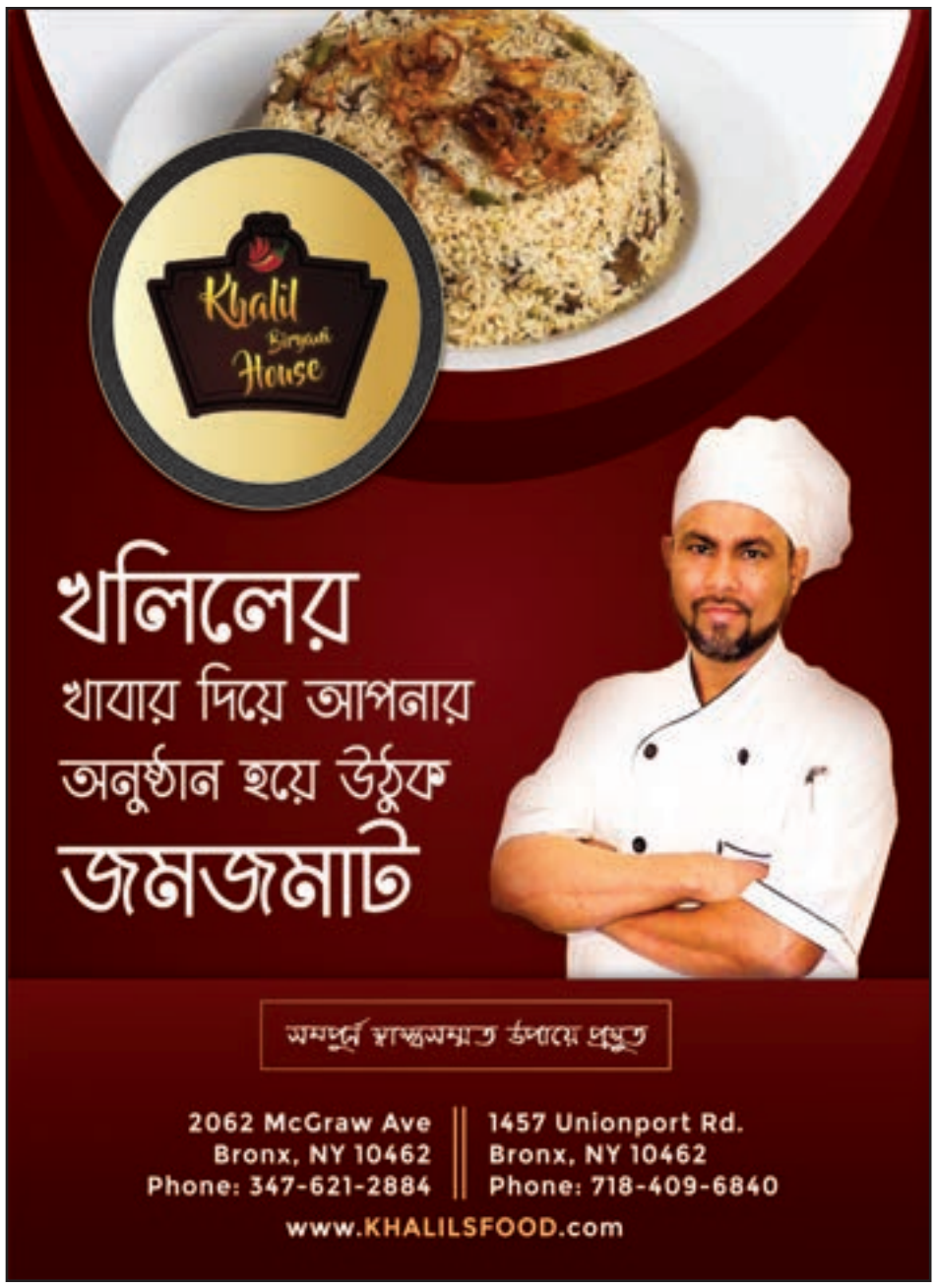
২০১৮ সালের জানুয়ারীতে অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের হাই কমিশনারের দায়িত্ব গ্রহণের আগে মিস্টার রহমান শ্রীলঙ্কায় হাই কমিশনার ও মিয়ানমারে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব সামলেছেন। ৩২ বছরের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে তিনি বহু ইনোভেটিভ আইডিয়া বাস্তবায়ন করেছেন। ঢাকায় মাল্টিলেটারাল ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স, সার্কসহ বিভিন্ন অনুবিভাগের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এক্সপার্ট খ্যাত সুফিউর রহমান দিল্লি ও ইসলামাবাদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তাছাড়া ২০০৪ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত কাঠমান্ডুস্থ সার্ক সচিবালয়ের পরিচালক ছিলেন নবম ব্যাচের পেশাদার ওই কূটনীতিক।

কোপেনহেগেন টু ক্যানবেরা:

এদিকে অস্ট্রেলিয়ায় পরবর্তী হাই কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পাওয়াবিসিএস পররাষ্ট্র ক্যাডারের দশম ব্যাচের কর্মকর্তা আল্লামা সিদ্দিকী ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডেনমার্কে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কোপেনহেগেনে যাওয়ার আগে তুরস্কে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন তিনি। বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে মিস্টার সিদ্দিকী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন ও আফ্রিকা অনুবিভাগের মহাপরিচালকসহ নানা পদে সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাছাড়া টোকিও, কলকাতা, ইসলামাবাদ এবং লন্ডন মিশনে বিভিন্ন দায়িত্ব সামলেছেন।

ডেনমার্ক পাঠানো হচ্ছে শহীদুল করিমকে:

ওদিকে ডেনমার্কে পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ পাওয়া শহীদুল করিম বিসিএস অষ্টাদশ ব্যাচের কর্মকর্তা। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ভুটানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। রাষ্ট্রদূত হিসেবে এটি তার দ্বিতীয় পোস্টিং। থিম্পু যাওয়ার আগে ঢাকায় রাষ্ট্রাচার প্রধানের (চিফ অব প্রটোকল) গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন। তারও আগে সৌদি আরবের জেদ্দায় বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ছিলেন। হেড কোয়ার্টারে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও মিস্টার ইসলাম স্টকহোম, কায়রো ও লন্ডন মিশনে কাজ করেছেন।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


গর্ভপাত।
নিউ ইয়র্ক সিটির সবার জন্য
নিরাপদ+বৈধ।
nyc.gov/abortion
NYC Health
Eric Adams
মেয়র
Ashwin Vasan, MD, PhD
কমিশনার



২০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান

South East Group

আমরা শত শত প্রবাসীর ক্রেডিট লাইন
রিপেয়ার করে ঘরে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি।

Southeast USA Group Inc.

জ্যাকসন হাইটসঃ
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

ব্রংক্সঃ
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

আইসিসি সভায় প্রশংসিত বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক: ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে আইসিসির বার্ষিক সভায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন বিসিবির সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন। যেখান থেকে ঘোষণা এসেছে- ২০২৪ সালে নারী টি২০ বিশ্বকাপের স্বাগতিক বাংলাদেশ। দেশের নারী ক্রিকেটের জন্য এই বিশ্বকাপকে বড় অর্জন হিসেবে দেখছেন বোর্ড সভাপতি। বুধবার ইংল্যান্ড থেকে ফোনে পাপন জানান, এবারের সভায় নানা ইস্যুতেই প্রশংসিত হচ্ছে বাংলাদেশ। বিশেষ করে পেস বোলিং ইউনিটের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন সদস্য দেশগুলোর কর্মকর্তারা।



বিশ্বকাপ: আমরা ২০২৭ সালে টি২০ বিশ্বকাপের স্বাগতিক। এর আগে আরেকটি টুর্নামেন্ট করতে চাচ্ছিলাম। ২০২৪ সালের নারী টি২০ বিশ্বকাপ পেয়ে গেলাম। টুর্নামেন্টটা ২০২৫ সালের দিকে হলে ভালো হতো, নতুন স্টেডিয়ামে (শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম) করতে পারতাম। জানি না ২০২৪ সালের মধ্যে স্টেডিয়ামটি খেলার মতো অবস্থায় উন্নীত করা সম্ভব হবে কিনা। নতুন স্টেডিয়াম প্রস্তুত না হলেও বিশ্বকাপ পাওয়ায় আমাদের জন্য ভালো হয়েছে। ভেন্যুগুলো প্রস্তুত করা যাবে।

নারী ক্রিকেটার গড়ে তোলা: আইসিসি নারী ক্রিকেটকে বেশ গুরুত্ব দিচ্ছে। এফটিপিতে প্রচুর খেলা। মেয়েদের জন্য এত ম্যাচ খেলা কঠিন। কারণ, অত বেশি নারী ক্রিকেটার আমাদের নেই। তাই দেশে প্রচুর নারী ক্রিকেটার তৈরি করতে হবে। ছেলেদের মতো মেয়েদের ক্রিকেটেও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় যেতে হবে। দেশে ফিরে আমার প্রথম কাজই হবে নারী ক্রিকেট নিয়ে পরিকল্পনা করা। বিশ্বকাপের মতো ইভেন্ট পাওয়া মেয়েদের জন্য সত্যিই বড় ঘটনা।

পেস বোলিংয়ের প্রশংসা: এজিএমে যোগ দেওয়ার পর থেকেই আমাদের পেস বোলিংয়ের প্রশংসা শুনছি। নিউজিল্যান্ডে টেস্ট জয় এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়ানডে সিরিজ জেতাতে পেস বোলারদের অবদানকে উন্নতি হিসেবে দেখছেন তাঁরা। দুই বোর্ডের কর্মকর্তারাই বলছেন, 'তোমরা পেস বোলিং দিয়ে হারিয়ে দিলে আমাদের। বাংলাদেশ পেস বোলিংয়ে এত উন্নতি করেছে, কল্পনাতেও ছিল না।'

কীভাবে সম্ভব হলো তাঁরা জানতে চান। সবাই বলছেন, টেস্টে আমরা ভালো করতে পারব দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিলে। ওয়ানডেতে তো আগে থেকেই ভালো। টেস্টে এক বছর ফোকাস করলে ভালো করা সম্ভব হবে। এজন্য লাল বলের ক্রিকেট নিয়ে নানা পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। অনূর্ধ্ব-১৭ দল আসামে খেলতে গেছে। 'এ' দল যাচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। জিম্বাবুয়েতে নতুন টি২০ দল পাঠালাম। আশা করি, ভালো কিছু হবে।

বিসিবির গুরুত্ব: আইসিসিতে বিসিবির গুরুত্ব আগের চেয়ে বেড়েছে। সদস্য দেশগুলোর কাছ থেকে ভালো সাড়া পাচ্ছি। বিশেষ করে বিসিবির আর্থিক সক্ষমতাকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। কারণ, সব বোর্ডই আর্থিক সমস্যায় আছে। আইসিসির কাছে ফান্ড চেয়ে আবেদন করেছে। কিন্তু আমরা বিসিবি থেকে কোনো টাকা চাইনি। এই দিকটা সবার নজরে এসেছে।

ক্রিকেটারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি: বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টেও এখন লাল বলের খেলা হয়। যেটার সুফল দুই তিন বছরের মধ্যে পাওয়া যাবে। বেসিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ফোকাস দেওয়া হচ্ছে। তরুণদের সুযোগ দিয়ে টি২০ দলটাকেও শক্তিশালী করতে পারব আশা করি।



আইপিএল নিয়ে যে অভিযোগ করলেন অস্ট্রেলিয়ান তারকা

স্পোর্টস ডেস্ক: ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) শুরুর পর থেকেই বিশ্ব ক্রিকেটে আধিপত্য বিস্তার করে যাচ্ছে। আইপিএলে তারকা ক্রিকেটাররা চলে যাওয়ায় অনেক দেশ তাদের পূর্বনির্ধারিত দ্বিপাক্ষিক সিরিজ পিছিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। আইপিএল ভারতের পাশাপাশি অন্য দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেও আধিপত্য বিস্তার করছে। বিভিন্ন দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে দল কিনছে আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকরা। আগামী বছর প্রথমবার শুরু হতে যাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের ছয়টি দলই কিনে নিয়েছে আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকরা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আরব আমিরাতের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেও বেশ কিছু দলের মালিকানা কিনেছে আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকরা। বিশ্ব ক্রিকেটে আইপিএলের এই আধিপত্য বিস্তারকে সাংঘাতিক বলছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক তারকা ক্রিকেটার অ্যাডাম গিলক্রিস্ট।

অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগে খেলতে চান না সে দেশের তারকা ক্রিকেটার ডেভিড ওয়ার্নার। তিনি বিগ ব্যাশের পরিবর্তে সংযুক্ত আরব আমিরাতে টি-টোয়েন্টি লিগ খেলতে আগ্রহী। এমন খবর প্রকাশ হতেই আশঙ্কা প্রকাশ করেন গিলক্রিস্ট।

সম্প্রতি একটি রেডিও অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে গিলক্রিস্ট বলেন, ডেভিড ওয়ার্নারকে বিগ ব্যাশ লিগে খেলতে বাধ্য করা যাবে না। শুধু ওয়ার্নার নয়, আরও অনেক ক্রিকেটারই হয়তো চলে যাবে। কাউকেই আটকানো যাবে না। সারা বিশ্বে আইপিএলের আধিপত্যের কারণেই এমটি হচ্ছে। ক্যারিবীয়ান প্রিমিয়ার লিগেও তাদের একাধিক দল রয়েছে। এটা কিন্তু সাংঘাতিক হতে যাচ্ছে। কোন দেশের লিগে কে খেলবে সেটা যদি কেউ একা ঠিক করে তাহলে সেটা কি সাংঘাতিক ব্যাপার নয় কি?

অস্ট্রেলিয়ার তিনবারের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য গিলক্রিস্ট আরও বলেন, ডেভিড ওয়ার্নার যদি কোনো একদিন বলে, দুঃখিত অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট, আমি ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের বন্দুক। ওরা যেখানে গুলি করতে বলবে, সেখানেই করব। এটা নিয়ে কোনও প্রশ্নও করা যাবে না। এটা তো ওর অধিকার। ওয়ার্নার সবকিছু করেছে যাতে বাজারে তার এই বিশাল মূল্য হয়। তরুণ ক্রিকেটাররাও যদি এভাবে ভাবতে থাকে তাহলে কিন্তু মুশকিল হবে।

গিলক্রিস্ট যে আশঙ্কা করেছেন তা যে সত্যি হতে পারে সেটার জ্বলন্ত উদাহরণ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট। ক্রিস গেল, সুনিল নারিন, কায়রন পোলার্ড, ডোয়াইন ব্র্যাভো, আন্দ্রে রাসেলের মতো ক্রিকেটাররা দেশের হয়ে খেলতে চান না। তারা বিভিন্ন দেশে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলতে ব্যস্ত।

ইতিহাস গড়লেন মইন আলি, রেকর্ড গড়ে জিতল ইংল্যান্ড



স্পোর্টস ডেস্ক: রাবাদা-মহারাজদের তুলোধোনা করলের জনি বেয়ারস্টো ও মইন আলি। এ দুই তারকার টর্নেডো ইনিংসে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে ২৩৫ রানের পাহাড় গড়ল ইংল্যান্ড, যা ঘরের মাঠে ইংলিশদের সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ। আর কুড়ি ওভারের ম্যাচে ২৩৫ রানের অসম্ভব লক্ষ্য ছুঁতে পারলেন না ডি কক-রাইলি রুশোরা। ১৯৩ রানের বেশি যেতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। ইংল্যান্ডের কাছে ৪১ রানে হেরে গেছেন প্রোটিয়ারা।

ব্রিস্টলে বুধবার রাতে টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে টস জিতে ইংল্যান্ডকে প্রথম ব্যাট করতে পাঠিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সুযোগটা যেন মইন আলি ও জনি বেয়ারস্টোর হাতে তুলে দিলেন প্রোটিয়া অধিনায়ক ডি কক। ৫৩ বলে ৩ বাউন্ডারি ও ৮ ছক্কায় ৯০ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেললেন দুর্দান্ত ছন্দে থাকা বেয়ারস্টো। মইন আলি গড়লেন ইতিহাস। ১৬ বলে ৫০ ছুঁয়ে ইংল্যান্ডের পক্ষে টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম হাফসেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েন তিনি। দুটি বাউন্ডারি ও ৬ ছক্কায় ১৮ বলে ৫২ রানের ইনিংস খেলে আউট হন ইংলিশ এই অলরাউন্ডার। এ ছাড়া ডেভিড মালান ২৩ বলে ৪৩ রান করলে নির্ধারিত ২০ ওভারে ২৩৪ রান সংগ্রহ করে ইংল্যান্ড। ৩৯ রানে ৫ উইকেট নেন লুঙ্গি এনগিদি।

জবাবে ২৩৫ রানের তাড়ায় শুরুতেই মাত্র ২ রানে বিদায় নেন ডি কক। হতাশ করেন মারকুটে ব্যাটার রাইলি রুশো। মাত্র ৪ রানে বিদায় নেন তিনি। এর পর রিজা হেনড্রিকসের ৩৩ বলে ৫৭ আর ত্রিস্টান স্টাবসের ২৮ বলে ২ চার আর ৮ ছক্কায় ৭২ রানের বিধ্বংসী ইনিংসে অনেকটা পথ এগিয়ে নেয়।

কিন্তু ২৩৫ রানের প্রায় অসম্ভব লক্ষ্য ছোঁয়া হয়নি প্রোটিয়াদের। ৮ উইকেটে ১৯৩ রানে শেষ হয়ে যায় কুড়ি ওভার। ইংল্যান্ডের রিচার্ড গ্লিসেন ৪ ওভারে ৫০ রান খরচা করে নেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট শিকার রিস টপলে আর আদিল রশিদের।

বার্মিংহামে পর্দা উঠলো কমনওয়েলথ গেমসের

স্পোর্টস ডেস্ক: কমনওয়েলথ গেমসআনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে আলেকজান্ডার স্টেডিয়াম। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় রাত ১২টায় শুরু হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। প্রায় তিন ঘণ্টার অনুষ্ঠানকে মনোমুগ্ধকর করার জন্য আয়োজনের কোনো ত্রুটি রাখেনি আয়োজকরা।

'সবার জন্য খেলা' মূলমন্ত্রে এবারের গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইংল্যান্ড তথা যুক্তরাজ্যের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ফুটিয়ে তোলা হয়। গেমসের রীতি অনুযায়ী রানি এলিজাবেথের উদ্বোধন করার কথা থাকলেও রানির পরিবর্তে প্রিন্স চার্লস বার্মিংহাম গেমসের উদ্বোধন করেন।

৭২টি দেশের ৫০৫৪ জন অ্যাথলেট ২০টি ডিসিপ্লিনের ২৮০টি ইভেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ডিসিপ্লিনগুলো হলো-সুইমিং, অ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, বিচ, ভলিবল, বক্সিং, টি ২০ ক্রিকেট, সাইক্লিং, জিমন্যাস্টিক্স, হকি, জুডো, লনবল, নেট বল, রাগবি, স্কোয়াশ, টেবিল টেনিস,ট্রাইথলন, ভারোত্তোলন, প্যারা পাওয়ার, লিফটিং ও কুস্তি।

১৯৩০ সালে 'মানবতা-সমতা-লক্ষ্য' মন্ত্র নিয়ে শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ-এশিয়ার গেমস, ১৯৫৪ সালে ব্রিটিশ-এশিয়ার ও কমনওয়েলথ গেমস নামকরণ হয় গেমসটির। ১৯৭০ সালে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ গেমস নামে আবার নামকরণ হয়। ১৯৭৮ সালে স্থায়ী নামকরণ হয় কমনওয়েলথ গেমস।

১৯৩০ সালে হ্যামিলটনে শুরু হওয়া এই গেমসে এরই মধ্যে আভিজাত্যের লেবাস লেগেছে। ওই বছরই শুরু হয়েছিল বিশ্বকাপ ফুটবল। কালের পরিক্রমায় গেমসের ২১তম আসরের সফল সমাপ্তি হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালে দুবার আলোর মুখ দেখেনি এই গেমস।

তৃতীয়বারের মতো ইংল্যান্ডে বসছে কমনওয়েলথ গেমসের আসর। ১৯৩৪ সালে লন্ডন, ২০০২ সালে ম্যানচেস্টারের পর ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই গেমস। তবে যুক্তরাজ্যে এ নিয়ে সপ্তমবারের মতো বসছে কমনওয়েলথ গেমসের আসর।

কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন একজন ক্রীড়া সাংবাদিক। শুধু খেলাধুলা নয়, মানবতার জয়গান গাওয়া হচ্ছে কমনওয়েলথ পরিবারে। গেমসের সফল আয়োজনে বর্ণিল সাজে সেজেছে বার্মিংহাম নগরী। যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা। কোথাও কোনো খুঁত রাখা হয়নি। গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলছে এখানে। স্কুল, কলেজসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ। স্বাভাবিকভাবেই নগরীতে ব্যস্ততা নেই।

গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রিন্স চার্লসের হাতে ঐতিহ্যবাহী কুইন্সব্যাটন তুলে দেওয়া হবে। গত বছর বার্মিংহাম প্যালেস থেকে বের হয়ে ব্যাটনটি ৭০টি দেশ ঘুরেছে। ৬৫০ সেন্টিমিটার ব্যাটনের ওজন ১ কেজি ৪০০ গ্রাম। স্বর্ণ ও ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর সংমিশ্রণে নির্মিত ব্যাটন কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য ও সংস্কৃতির প্রতীক। বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসের মাসকটের নাম পেরি। এটি একটি অ্যাথলেটিক বিল্ডসহ একটি বহু রঙের ষাঁড়। প্রকৃতপক্ষে পেরির নামকরণ করা হয়েছে পেরিবার বার্মিংহামের সেই এলাকার নামে যেখানে রূপান্তরিত আলেকজান্ডার স্টেডিয়ামে হবে গেমসের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশ সময় রাত ১২টায় শুরু হওয়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভিন্নমাত্রা দেওয়ার সব আয়োজন সম্পন্ন। বিশ্বকে জানাতে কমনওয়েলথের নাগরিকরা একসূত্রে গাঁথা রয়েছেন।

ইকবাল খানের পরিচালনায় বার্মিংহামের ঐতিহ্যবাহী ব্র্যান্ড 'ডুরান ডুরান' সংগীত পরিবেশন করবে। প্রায় ৩০ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কী কী থাকছে তা গোপন রেখেছেন আয়োজকরা।

'সবার জন্য খেলা' মূলমন্ত্র নিয়ে শুরু হবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। গ্র্যান্ড ইউনিয়ন নদীবেষ্টিত এই নগরীতে আগামী ১১ দিন উৎসবের জোয়ারে মাতোয়ারা থাকবেন সবাই। আর টেলিভিশনের কল্যাণে মোহনীয় অনুষ্ঠানে মাতবে সারা বিশ্ব-এমনটাই প্রত্যাশা আয়োজকদের।





শ্রাবন্তী-প্রসেনজিৎকে নিয়ে নতুন খবর

বিনোদন ডেস্ক: টালিউডের দুই জনপ্রিয় তারকা প্রসেনজিৎ ও শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি। একজন কিংবদন্তির পর্যায়ে চলে গেছেন, অন্যজন হালে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। শ্রাবন্তীর অভিনয় জীবন শুরু হয়েছিল 'মায়ার বাঁধন' নামের একটি সিনেমা দিয়ে। সেখানে তিনি প্রসেনজিতের মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।

১৯৯৭ সালে মুক্তি পেয়েছিল 'মায়ার বাঁধন'। এর পর দীর্ঘ ২৫ বছর হয়ে গেল। এই লম্বা সময়ে কেবল একটি সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করেছিলেন প্রসেনজিৎ ও শ্রাবন্তী। 'কাবেরী অন্তর্ধান' নামের সেই সিনেমায় প্রসেনজিৎ ছিলেন শিক্ষক, আর তার ছাত্রী চরিত্রে অভিনয় করেন শ্রাবন্তী।

বহু বছর পর এই দুজনকে নিয়ে নতুন খবর টালিউড দর্শকদের মনে আনন্দ জুগিয়েছে।

জনপ্রিয় এই দুই তারা এবার নতুন রুপে পর্দায় হাজির হচ্ছেন তারা। সায়ন্তন ঘোষালের পরিচালনায় নতুন সিনেমায় যুক্ত হয়েছেন এই তারকাদ্বয়। সিনেমাটিতে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকায় দেখা যাবে প্রসেনজিৎ ও শ্রাবন্তীকে। এমন এক দম্পতির গল্প এতে উঠে আসবে, যাদের বয়সের মধ্যে অনেক পার্থক্য। আগামী সেপ্টেম্বরেই সিনেমাটির শুটিং শুরু হবে বলে জানা গেছে।

কিছু দিন আগেই লন্ডন থেকে শুটিং করে এসেছেন শ্রাবন্তী। আবারও উড়াল দিতে হবে সেখানে। কারণ নতুন সিনেমাটির চিত্রায়ণ হবে সেখানেই। সিনেমাটির নাম অবশ্য এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

সিনেমার গল্প নিয়ে নির্মাতা সায়ন্তন জানিয়েছেন, এই দম্পতির বয়সের মধ্যে অনেক ফারাক। তারা থাকেন লন্ডনে, সেখানেই এক সাময়িক ক্রাইসিসের মধ্যে পড়েন। কীভাবে সেই ক্রাইসিস থেকে বের হয়ে আসেন, সেটি নিয়েই সিনেমার গল্প এগোবে।

পর্তুগালে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বিপ্লব ও হাসান

বিনোদন ডেস্ক: দুই বছর করোনাকালীন পরিস্থিতির কারণে বন্ধ থাকার পর আবারও পর্তুগালে হলো আন্তর্জাতিক আভাঙ্কা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। ২৭ জুলাই থেকে শুরু হওয়া এ আয়োজন চলে থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত।

বিশ্বের মৌলিক চলচ্চিত্র শিল্পীদের কাছে এ উৎসবটি অনেক আকাঙ্ক্ষিত। শুধু ইউরোপ নয়; আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক বরেণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা, প্রযোজক ও শিল্পীরা অংশ নেন এ উৎসবে। প্রতি বছরই বিভিন্ন মহাদেশের একাধিক চলচ্চিত্রকর্মী, সমালোচক ও জুরি এ আয়োজনে অংশ নেন। উৎসবে এ বছর বাংলাদেশ থেকে জুরি হিসেবে অংশ নিচ্ছেন চলচ্চিত্র



পরিচালক গোলাম রাব্বানী বিপ্লব এবং কবি ও শিল্পী হাসান মাহমুদ। এরই মধ্যে পর্তুগাল গেছেন।

চলচ্চিত্র পরিচালক গোলাম রাব্বানী বিপ্লব বাংলাদেশে স্বতন্ত্র ধারার চিত্র পরিচালক হিসেবে পরিচিত। 'স্বপ্নডানা' সিনেমার মাধ্যমে তিনি বড়পর্দায় পরিচালনার কাজ শুরু করেন। এর পর 'বৃত্তের বাইরে' সিনেমা দিয়ে তিনি আলোচনায় আসেন।

অন্যদিকে হাসান মাহমুদ সাংবাদিকতার পাশাপাশি কবিতা লিখেন ও গান করেন প্রায় তিন দশক ধরে। তার উল্লেখযোগ্য কবিতার বই– 'মুগ্ধতা রূপকথা নদী', 'জলে দোলে চাঁদ', 'মায়াবী আঁচল', 'দুরাগত মাদলের ধ্বনি', 'যেদিকে তাকাই উপকূল', 'দিগভ্রান্ত সহিস', 'মধ্যাহ্নের স্বরলিপি' ও 'আরও কিছু পথ'। এ ছাড়া তার লেখা উল্লেখযোগ্য গান হচ্ছে– 'ভাবের মানুষ', 'রঙিলা মন', 'রসিকজন', 'জল থৈ থৈ করে', 'আমার মন', 'আমি ডাকব কেমন করে'।

আভাঙ্কা উৎসব শেষে হাসান মাহমুদ পর্তুগালের লিসবন, ফ্রান্সের প্যারি, সুইজারল্যান্ডের জুরিখ, ইতালির ভেনিস ও রোমে একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একক সংগীত পরিবেশন করবেন বলে জানিয়েছেন।



অহনার 'ক্রাশ যখন বেয়াইন'

বিনোদন ডেস্ক: ভিন্ন ধরনের গল্পের প্রতিই বেশি মনোযোগী হয়ে উঠছেন এই প্রজন্মের ভার্সেটাইল অভিনেত্রী অহনা রহমান। রোমান্টিক গল্পের চেয়ে সমাজের বর্তমান প্রেক্ষাপটের নানান ধরনের বার্তাধর্মী গল্পের প্রতিই মনোযোগ তার। যে কারণে যেসব নাটকে অহনা অভিনয় করছেন, সেগুলোই দর্শকপ্রিয়তা পাচ্ছে।

এবারের ঈদে বেশ কিছু ভালো গল্পের নাটকে অভিনয় করেছেন অহনা রহমান। এখন পর্যন্ত যেসব নাটক প্রচার হয়েছে বলা যায় সব নাটকেই তার অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। এরই মধ্যে তিনি ঈদের জন্য মোহন খানের রচনা ও পরিচালনায় 'ক্রাশ যখন বিয়াইন' নাটকেও অভিনয় করেছেন। এতে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রে তিনিই অভিনয় করেছেন বলে জানিয়েছেন।

নাটকটিতে অভিনয় প্রসঙ্গে অহনা রহমান বলেন, এই নাটকে আমার বিপরীতে অভিনয় করেছেন জাহের আলভী। আলভী এখন অভিনয়ে খুব ভালো করছে। তার সঙ্গে অভিনয় করতে আমার খুবই ভালোলাগে। ক্রাশ যখন বেয়াইন নাটকেও তার সঙ্গে অভিনয় করে ভীষণ ভালো লেগেছে আমার। এই নাটকটি বলা যায় কমেডি ঘরানার গল্পের নাটক। আমি শুধু এতটুকু বলতে পারি যে, এমন কোনো দৃশ্য নেই যে, যা দেখে দর্শক হাসবে না। আমরা নিজেরাও অভিনয় করতে গিয়ে হেসেছি। তাই নাটকটি দেখার জন্য দর্শকের কাছে অনুরোধ রইল।

অহনা জানান, এরই মধ্যে নাটকটি ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশের পর এই নাটকে অভিনয়ের জন্য দারুণ সাড়া পাচ্ছেন তিনি। এরই মধ্যে অহনা ও আলভীর 'ফাহাদের কুকুর ভার্সেজ জুঁইয়ের বিড়াল' নাটকটি দর্শকের মধ্যে বেশ সাড়া ফেলেছে। এদিকে এবারের ঈদে অহনা তিন বছর পর একই নাটকের সিক্যুয়ালে অভিডনয় করেছেন।

স্বপ্নে নিজেকে জ্বলন্ত কবরে দেখতাম, তাই অভিনয় ছেড়েছি : সানা খান

বিনোদন ডেস্ক: সানা খান বলিউডে রাতারাতি নাম পেয়ে যান, অর্জন করেন খ্যাতি। মডেলিংয়ের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করলেও পরে অভিনেত্রী হিসেবেও পরিচিতি পান। কিন্তু ক্যারিয়ারে ভালো অবস্থান থাকা সত্ত্বেও হুট করে ঘোষণা দিয়েই অভিনয় জগৎ থেকে চিরবিদায় নেন বলিউডের এই অভিনেত্রী। ১৫ বছরের সুদীর্ঘ অভিনয় জীবনে ইতি টেনে ইসলাম নির্দেশিত ধর্মীয় জীবনের পথে নিজেকে সমর্পিত করেন তিনি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নতুন এক সাক্ষাৎকারের একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন সানা। সেখানে আবেগপ্রবণ হয়ে তিনি জানিয়েছেন ঠিক কী কারণে নাম, খ্যাতি, অর্থ এবং শোবিজ ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ছিলেন।



প্রকাশিত ভিডিওতে সানা বলেছেন, অতীত জীবনে খ্যাতি, নাম অর্থ সব ছিল তার কাছে। কোনো কিছুর কমতি ছিল না। সেই সঙ্গে সানা বলেছেন, তিনি যা চেয়েছেন সব কিছুই করতে পেরেছেন। এত সব কিছু থাকার পরও তার মতে, সব কিছুর মাঝে একটি জিনিসের অনুপস্থিতি বোধ করছিলেন তিনি। সেটা হলো 'শান্তি'। কোনো কিছুতেই তখন যেন শান্তি পাচ্ছিলেন না তিনি।

সময়টা ছিল ২০১৯ সালের রমজান মাস। সেই সময় তিনি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অসুস্থতার কারণে ওই সময় তিনি বিষণ্নতায় ভুগছিলেন। 'মুত্তাবিফি হুজ্জাজ' দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে সানা বলেন, 'আমি স্বপ্নে নিজেকে জ্বলন্ত কবরে জ্বলতে দেখতাম। এই স্বপ্ন আমার কাছে মনে হয়েছিল কোনো বিশেষ বার্তা।' তিনি জানান, এরপর তিনি গ্ল্যামার জগৎ ছেড়ে দেন। নিজেকে সমর্পণ করেন ধর্মের পথে।

দুই বছর আগে অর্থাৎ ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে সবাইকে চমকে দিয়ে বলিউডকে বিদায় জানান সাবেক অভিনেত্রী সানা খান। সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছিলেন, বিনোদন জগৎ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন। কারণ ইসলামের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চান তিনি।

এক মাসের মধ্যে গুজরাটের হিরে ব্যবসায়ী মুফতি আনাসকে বিয়ে করেন তিনি। এ বছর তিনি জীবনের প্রথম হজ পালন করছেন স্বামীর সঙ্গে। তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মালয়ালাম ভাষায় একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছিলেন সানা। ২০১২ সালে রিয়ালিটি শো 'বিগ বস'-এ অংশগ্রহণ করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি।

সুপারস্টার সালমান খানের 'জয় হো', 'ওয়াজা তুম হো', 'স্পেশাল অপস' ছবিতেও কাজ করেছেন সানা। বর্তমানে স্বামীর সঙ্গে সুখে সংসার করছেন সাবেক এই বলিউড অভিনেত্রী।



জাতিসংঘে নবনিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মাদ আব্দুল মুহিত

(শেষের পাতার পর)

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ তাকে স্বাগত জানান। এসময় তাকে ফুল দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়।

রাষ্ট্রদূত মোহাম্মাদ আবদুল মুহিতকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান ও তোফায়েল চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহীম বাদশা প্রমুখ। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রদূত মোহাম্মাদ আবদুল মুহিত বিদায়ী রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন।

যেসব লক্ষণে যকৃৎ পরীক্ষা জরুরি

(শেষের পাতার পর)

উচিত। শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর মধ্যে 'লিভার' বা যকৃৎ অন্যতম। শরীরে প্রবেশ করা সবকিছুর বিপাক ও শরীরের বর্জ্য অপসারণের কাজটি করে যকৃৎ। তবে গুরুত্বপূর্ণ এই অঙ্গের কোনো ক্ষতি হলে প্রাথমিক অবস্থায় তার লক্ষণ দেখা যায় খুবই সামান্য। তাই এই লক্ষণগুলো চোখে পড়লে যকৃৎ পরীক্ষা করিয়ে নেয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

হলুদাভ চোখ কিংবা ত্বক: জন হপকিন্স মেডিসিনের বরাত দিয়ে জানানো হয়– ত্বক ও চোখ হলুদ হওয়ার কথা শুনলে জন্ডিসের কথাই মনে পড়ে। আর এই রোগ যকৃতের সাথেই জড়িত।

যকৃৎ যখন সঠিকভাবে রক্ত থেকে 'বিলিরুবিন' নামক উপাদানটি ছেঁকে অপসারণ করতে পারে না তখনই এই রোগ দেখা দেয়। রক্তের লোহিত কণিকা জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার এই 'বিলিরুবিন' যা শরীরে অতিরিক্ত হয়ে গেলে চোখ ও ত্বকে হলুদ আভা দেখা দেয়। যকৃতের রোগের প্রথম এবং অনেকসময় একমাত্র লক্ষণ হয় এই জন্ডিস।

শরীরের বিভিন্ন অংশে ফোলাভাব: পা, গোড়ালি বা পেটের জায়গায় যদি লম্বা সময় ধরে ফুলে থাকে তবে সেটিও হতে পারে যকৎ নষ্ট হওয়ার পূর্বাভাস। যকৃতের সবচেয়ে মারাত্মক রোগ হলো 'সিরোসিস'। আর এই রোগে আক্রান্ত প্রায় অর্ধেক রোগীর মাঝেই দেখা যায় শরীরের বিভিন্ন অংশ ফুলে যাওয়ার ঘটনা। আর যকৃৎ যখন 'অ্যালবিউমিন' তৈরি করতে ব্যর্থ হয় তখনই 'সিরোসিস' হয়।

চুলকানি: যকৃতের কার্যক্ষমতা কমে গেলে শরীরের প্রায় সব জায়গায় চুলকানি দেখা দেয়। কর্মক্ষমতা কমার কারণে ত্বকের নিচে 'বাইল সল্ট' জমতে থাকে, শরীরে 'হিস্টামিন'-এর মাত্রা বেড়ে যায়, কমে যায় 'সেরোটনিন' হরমোনের মাত্রা। এসব মিলিয়ে চুলকানি দেখা দেয় প্রচন্ড মাত্রায়।

রাশ: চুলকানির পাশাপাশি ত্বকে র‍্যাশও দেখা দিতে পারে যকৃৎ দুর্বল হওয়ার কারণে। এই রাশ হয় লালচে বেগুনি রঙের। সাথে থাকতে পারে ছোট কিংবা বড় ফুসকুড়িও। শাখা রক্তনালী থেকে হওয়া রক্তক্ষরণ এর প্রধান কারণ।

কালশিরা পড়া: একই রক্তক্ষরণের কারণে সামান্য আঘাতেই ত্বকে দাগ বসে যায়। ত্বকের নিচে রক্ত জমাট বাঁধে। আর সেটিও যকৃৎ নষ্ট হওয়ার লক্ষণ।

চর্বি জমা : যকৃৎ নষ্ট হওয়ার কারণে ত্বক ও চোখের পাতায় হলুদাভ ফোলাভাবের সৃষ্টি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত যকৃতের কারণে কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ত্বকে ও চোখের পাতায় চর্বি জমার কারণে।

আল-কুরআন বিশ্বশান্তির একমাত্র গ্যারান্টি

(শেষের পাতার পর)

নিয়ামত দান করেছেন, যার নাম 'আল কুরআন'। আল্লাহর আরো মেহেরবানী এই যে, তাঁর দেয়া অন্যান্য আসমানী কিতাবগুলো মানুষের ছোঁয়ায় বিকৃত হয়ে অস্তিত্ব বিলিন হয়ে গেলেও একমাত্র গ্রন্থ আল কুরআন স্বমহিমায় এখনো অবিকৃত অবস্থায় আমাদের প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানের কাছে আছে। আর এই কিতাব দান করার প্রাক্কালে কুরআনের মালিক বলে দিয়েছেন যে. "আর বাণী, আমিই এটি অবতীর্ণ করেছি আর নিজেই এর সংরক্ষক।" (সুরা হিজর:৯) এটি সরাসরি আল্লাহর হিফাজতে রয়েছে। কোন শক্তি, পরাশক্তি একে বিলুপ্ত করতে পারবে না। তারা একে ধামাচাপা দিতে চাইলেও দিতে পারবে না। একে বিকৃত বা এর মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা সুযোগও কেউ কোনদিন পাবে না।

আল-কুরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সর্বশেষ বিশ্ব মানবতার একমাত্র মুক্তির সনদ। এ মহাগ্রন্থ ছাড়া মানুষের মুক্তির চিন্তা করা মানে একটি বাস্তবতাকে উপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই নহে। বর্তমান এ বিপর্যস্ত পৃথিবীটাই প্রধান স্বাক্ষী। সারা পৃথিবী জুড়ে মানব রচিত বা মানুষের মস্তিষ্ক তৈরী আইন ও কানুন দিয়ে শান্তি আনয়নের চেষ্টা সাধনা করা হচ্ছে। কিন্তু শান্তি তো দুরের কথা, বরং মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। আমরা অবশ্যই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবো যে, আল্লাহ আমাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, তার পাশাপাশি অবশ্যই আমাদেরকে একথাটিও স্বীকার করতে হবে যে, সেই সৃষ্টিকর্তাই একমাত্র জানেন, কিসে মানুষের শান্তি এবং কিসে অশান্তি। আমরা প্রত্যেক দিন সুরায়ে ফাতেহার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সরল সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা বা হিদায়াত চাচ্ছি। আর আল্লাহ তা'আলা দয়া করে সুরা বাকারা এর মাধ্যমে বলে দিলেন "এই নাও সেই কিতাব (আল কুরআন) যার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই, মুত্তাকীদের পথ দেখাবে।" (সুরা বাকারা ঃ১-৩)

আল্লাহর সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে কুরআন একমাত্র নিশ্চিত গাইড। দৈনন্দিন জীবনে কুরআন আমাদের শক্তিশালী মিত্র। শয়তানের বিরুদ্ধে এবং কুরআনের পথের সংগ্রামে এ কিতাব আমাদেরকে শক্তি যোগাবে। আর আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী ও আমাদের সৃভাগ্য যে, আজো অবিকৃত অবস্থায় আল-কুরআন আমাদের কাছে আছে যা অন্য কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের কাছে নাই। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, কুারআন তেলাওয়াত, অধ্যয়নে আমরা আমাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এর সাথে জড়িত হই না । কুরআন থেকে পুরোপুরি ও সত্যিকার হেদায়াত লাভ সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত এর অর্থ অনুধাবন করা না যায়। শুধু মাত্র সওয়াবের উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করা এবং পবিত্র গ্রন্থ, আধ্যাতিকতার প্রতীক, পবিত্র মু'জেজা ইত্যাদি বলে চিত্তকে শান্ত করার জন্য এ কিতাব অবতীর্ণ হয়নি। বরং কুরআন এসেছে মানব জীবনের আমূল পরিবর্তন করে দিতে এবং নবজীবনের দিকে পরিচালিত করতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আর হে নবী, যারা এ কিতাবের ওপর ঈমান আনবে এবং (এর বিধান অনুযায়ী) নিজেদের কার্যধারা সংশোধন করে নেবে তাদেরকে এ মর্মে সুখবর দাও যে, তাদেও জন্য এমন সব বাগান আছে যার নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝর্ণাধারা। সে বাগানের ফল দেখতে দুনিয়ার ফলের মতই হবে। যখন কোন ফল তাদের দেয়া হবে খাবারের জন্য. তারা বলে উঠবে: এ ধরণের ফলই ইতিপূর্বে দুনিয়ায় আমাদের দেয়া হতো। তাদের জন্য সেখানে থাকবে পাক-পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে তাকবে চিরকাল।"(সুরা বাকারা:২৫)

আল্লাহ বলেন "তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমান এসেছে গেছে সুতরাং কেউ তা দেখলে তা দ্বারা সে নিজেই লাভবান হবে। আর কেউ না দেখলে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আমি তোমাদের তত্বাবধায়ক নই।" (সুরা আনয়াম ঃ ১০৪)

হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত রাসুল সাঃ বলেন, যার অন্তরে কুরআনের কিছুই নেই সে পরিত্যক্ত ঘর তুল্য।(সহীহ মুসলিম) আল-কুরআন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে সকল মানুষের হেদায়াতের মশাল, দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির সনদ। এটি একক কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের সম্পদ নয়। বরং কুরআন সকল মানুষের এক অতুলনীয় ও অমুল্য এক সম্পদ। যা অবতীর্ণ করা হয়েছে মানুষদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আলিফ-লাম-রা। হে মুহাম্মদ! এটি একখান কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যেন তুমি মানুষদেরকে জমাট বাঁধা অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে লয়ে আস।" (সুরা ইবরাহিমঃ ১)

আল্লাহর রাসুল সাঃ বলেছেন "আবু মুসা রাঃ থেকে বর্ণিত। নবী সাঃ বলেছেন, যে জ্ঞান ও সঠিক পথ–নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন, তার দৃষ্টান্ত মাটির ওপর বর্ষিত প্রচুর বৃষ্টির মত। যে মাটি পরিস্কার ও উর্বর, তা ঐ পানি গ্রহণ করে অনেক ঘাস ও শস্য উৎপন্ন করে। আর যে মাটি শক্ত, তা ঐ পানি ধরে রাখে। আল্লাহ তার সাহায্যে মানব-জাতির কল্যাণ করেন। মানুষ তা নিজেরা পান করে, পশুদেরকে পান করায় এবং সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন করে। আর কিছু অনূর্বর মাটি থাকে যা বৃষ্টির পানি ধরে রাখেনা এবং ঘাসও উৎপন্ন কওে না। এটাই হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত যে আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং তাতে লাভবান হয়। আল্লাহ আমাকে যা দিয়ে পাঠিয়েছেন তা নিজে শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। আর ঐ লোকেরও দৃষ্টান্ত যে, তার দিকে মাথা তুলেও তাকায় না এবং আমাকে আল্লাহর যে পথ-নির্দেশ দিয়ে পাঠান হয়েছে তাও গ্রহণ করেনা। (বুখারী ঃ কিতাবুল ইলম)

আল্লাহ বলছেন "ত্বা-হা। হে নবী আমি এ কোরআন এ জন্যে নাযিল করিনি যে, তুমি এর দ্বারা কষ্ট পাবে।" (সুরা ত্বাহা-১-২) তাহলে স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে পৃথিবী জুড়ে এ কুরআন ওয়ালা মুসলমানরাই আজ কষ্ট পাচ্ছে কেন, গোটা পৃথিবী তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে কেন? এর উত্তর খুব সহজ। এর উত্তর হচ্ছে, আল কুরআন থেকে দুরে সরে যাওয়ার কারনে এবং কুরআনের কিছু অংশ মানা ও কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়ার কারনে। ঐ সুরা ত্বা-হা তেই আল্লাহ বলেন: "আর যে ব্যক্তি আমার যিকির (কুরআন) হতে বিমুখ হবে তার জন্য দুনিয়া হবে সংকীর্ণ জীবন, আর কিয়ামতের দিন আমরা তাকে অন্ধ করে উঠাবো। সে বলবে "হে আমার রব! দুনিয়ায় আমি তো চক্ষুস্মান ছিলাম। কেন আমাকে আজ অন্ধ করে তুললে?" আল্লাহ বলবেনঃ হাঁ এমনি ভাবেই তো আমার আয়াতগুলো যখন তোমার নিকট এসেছিল তুমি তখন তা ভূলে গিয়েছিলে। ঠিক সে ভাবেই আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হচ্ছে। এ ভাবেই আমরা সীমালংঘনকারী এবং যে তার রবের আয়াতের উপড় ঈমান আনে না আর পরকালের আযাবই হচ্ছে খুব কঠিন এবং অধিক স্থায়ী।" (সুরা ত্বা-হা-১২৪-১২৭)

দুনিয়ায় সংকীর্ণ জীবন মানে শুধু এই নয় যে, তাকে অভাব-অনটনের মধ্যে জীবন যাপন করতে হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে এই যে, এখানে মানসিক স্থিরতা লাভ করতে পারবে না। কোটিপতি হলেও মানসিক যন্ত্রনায় থাকতে হবে। মহাদেশের মহাপরক্রমশালী সম্রাট হলেও মানসিক অস্থিরতা ও অতৃপ্তির হাত থেকে মুক্তি পাবে না। তার পার্থিব সাফল্যগুলো হবে হাজারো ধরণের অবৈধ কলাকৌশল অবলম্বনের ফল। এগুলোর কারণে নিজের বিবেকসহ চারপাশের সমগ্র সামাজিক পরিবেশের প্রত্যেকটি জিনিসের সাথে তার লাগাতর দ্বন্ধ চলতে থাকবে। যার ফলে সে তথনো মানসিক প্রশান্তি ও প্রকৃত সুখ লাভ করতে পারবে না।

কিয়মতের দিন অভিযোগ করা হবে, "হে আমার আল্লাহ, আমার জাতির লোকেরা এই কুরআনকে উপহাসের বস্তু বানিয়ে নিয়েছিল।"(সুরা ফুরকান-৩০) তদ্রুপ যারা কুরআনের সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের দাওয়াত দেয়না বরং এর আদেশ-নিষেধকে গোপন করে তাদের শাস্তি সম্পর্কে আল কুরআনের ঘোষনা হচ্ছে:-"ারা আমার নাযিল করা উজ্জল আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা গোপন করে রাখবে অথচ আমরা তা সমগ্র মানুষের পথ-প্রদর্শনের জন্য নিজ কিতাবে সুস্পষ্টভাবে বর্ণণা করেছি। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ তাদের উপড় লানত করছেন, আর অন্যান্য সকল লানতকারীও তাদের উপড় অভিশাপ নিক্ষেপ করছে।" (আল-বাকারা-১৫৯) আল কুরআনে আরো বলা হয়েছে,"বস্তত যারা আল্লাহর দেয়া কিতাবের আদেশ-নিষেধ গোপন করে এবং সামান্য বৈষয়িক স্বার্থের জন্য তাকে বিসর্জন দেয়, তারা মূলতঃ নিজেদের পেট আগুনের দ্বারা ভর্তি করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ কখনই তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্র বলেও ঘোষনা করবেন না। তাদের জন্য কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে।" (আল-বাকারা-১৭৪)

এমনিভাবে যারা কুরআনের কিছু অংশ পালন করে কিছু অংশের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করে না তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "তবে তোমরা কি কিতাবের একটি অংশ বিশ্বাস কর এবং অন্য অংশ অবিশ্বাস কর? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এ রূপ আচরণ হবে, তাদের এতদ্ব্যতীত আর কি শাস্তি হতে পারে যে, তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু করছ,তা আল্লাহ মোটেই অজ্ঞাত নন।" (সুরা আল-বাকারা-৮৫)

বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের অবস্থা এ আয়াতের বর্ণনার সাথে হুবহু মিলে যায়। প্রকৃতপক্ষেই আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আল কুরআনের সহজ ও সরল হুকুম গুলো ঘটা করে পালন করে যাচ্ছি, কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সমস্যার সমাধানের জন্য ধারস্থ হচ্ছি মানব রচিত মতবাদের কাছে। যার ফলে পার্থিব জীবনে আমরা বিশ্বময় অপমানিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছি। কুরআনের সাথে কি ধরনের আচরণ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাস করবেন. "যারা কুরআনকে টুকরো টুকরো করেছে। সুতরাং তোমার মালিকের শপথ, ওদের সবার কাছে আমি অবশ্যই প্রশ্ন করবো। সে সব বিষয়ে, যা কিছু আচরণ তারা (কুরআনের সাথে) করতো।" (সুরা হিজর-৯১-৯৩)

এখানে মূলতঃ ইয়াহুদীদের কথা বলা হয়েছে। তারা দ্বীনকে ভাগ ভাগ করে ফেলেছিল। তারা কোন কোন কথা মেনেছিল এবং কোন কোন কথা মানেনি। ইহার কারনে ইয়াহুদীরা চরম দূর্দশার সম্মুখীন হয়েছিল। আমাদের অবস্থাও আজ সেখানেই গিয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আমরা কুরআনের হুকুম অনুযায়ী নামায, রোযা, হজ্জ পালণ করছি কিন্তু আল কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছি না। এর মাধ্যমে আমরা ও ইয়াহুদীদের মত কুরআনকে টুকরো টুকরো করছি। যার ফলে আমাদের জন্য পৃথিবীটা আজ ছোট হয়ে আসছে। একটার পর একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমাদেরকে ঘিরে ধরছে। সারা পৃথিবীতে আমরা লাঞ্ছিত, অপমানিত ও বঞ্চিত হচ্ছি। এ করুন পরিণতি থেকে বাঁচতে হলে দ্রুত আমাদেরকে কুরআনের কাছে ফিরে আসতে হবে এবং আল কৃরআনের সমাজ কায়েমের সংগ্রামকে অবশ্যই জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বানাতে হবে।



ফাইনাল নিশ্চিত বাংলাদেশের!

(শেষের পাতার পর)

সবুজের প্রতিনিধিরা। শেষ ম্যাচে নেপালের সঙ্গে ড্র করতে পারলেই ফাইনাল খেলবে বাংলাদেশ। এর আগে ভারত নেপাল ম্যাচ ড্র হলে এক ম্যাচ হাতে রেখে ফাইনাল নিশ্চিত করবে বাংলাদেশ।

শুক্রবার ভারতের ভুবনেশ্বরে কালিঙ্গা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছেন মিরাজুল ইসলাম। এদিন প্রথমার্ধের শুরুতেই মালদ্বীপকে চেপে ধরে লাল-সবুজ দল। একের পর এক আক্রমণ হেনে সফলও হয়েছে তাতে। মিরাজুল ইসলামের হ্যাটট্রিকে বিরতির আগেই চার গোলে এগিয়ে বসে যায় চালকের আসনে। বিরতির পর মালদ্বীপ গোল করে ফেরার ইঙ্গিত দিলেও শেষ রক্ষা হয়নি। এ জয়ে এখন তিন ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে বাংলাদেশ। লীগ পর্বে আগামী ২ আগস্ট নেপালের বিপক্ষে এক পয়েন্ট নিতে পারলেই নিশ্চিত হবে ফাইনাল।

এছাড়া আগামী রবিবার ভারত ও নেপালের মধ্যে ম্যাচে পয়েন্ট ভাগাভাগি হলেও ফাইনাল পৌঁছানো যাবে।

যে কারণে আট বছরের জেল হতে পারে শাকিরার

(শেষের পাতার পর)

াট বছরের জেলও হতে পারে কলম্বিয়ান এই সঙ্গীত শিল্পী। করফাঁকির অভিযোগে এ শাস্তি হতে পারে তার। জানা গেছে, ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত নিজের আয়ের ওপর ১৪ দশমিক ৫ মিলিয়ন ইউরো কর দেওয়ার কথা ছিল শাকিরার। তবে তিনি সেটা দিতে অস্বীকার করেন।

স্পেন সরকারের আইনজীবী শাকিরাকে বিষয়টি চুক্তির মাধ্যমে মীমাংসার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তবে চুক্তিতে কী ধরনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তা জানা যায়নি। শাকিরা বলে আসছেন তিনি নির্দোষ। পুরো বিষয়টি আইনের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন তিনি।

বার্সেলোনার ফুটবল তারকা জেরার্ড পিকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান শাকিরা। দীর্ঘ ১১ বছরের সম্পর্ক ছিল তাদের। জেরার্ডের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানোর পর বার্সেলোনাতে থাকতে শুরু করেন সঙ্গীতশিল্পী। ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন শাকিরা। তবে তার আইনজীবীর দাবি, ২০১৫ সাল পর্যন্ত বাহামসের করদাতাদের তালিকায় ছিল শাকিরার নাম।

১২ বছরের সম্পর্ক শেষ করে চলতি বছরের শুরুতে পিকের সঙ্গে বিচ্ছেদের পথে হাঁটেন শাকিরা। তাদের দুই সন্তান আছে এবং এই সন্তানরা কাদের কাছে থাকবে তা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি।

সাহিত্য সাময়িকী



ফজলুল হক-এর কবিতা

শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে নির্বাসনের দিনে

এখন ধন্য মানি নির্বাসন দিন। সবার কামনা ছিল
কবির নরকবাস, নিজের নির্জনে অজ্ঞাত প্রস্থান;
প্রিয়ঋতু শীত এসে ডাক দিলে ছেড়ে গেছি ত্রস্ত ডাঙা
শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে, পথ পেরিয়ে ইক্ষুনদীর
অতল উজানে।

আজ দেখছি ঝলমল হয়ে উঠেছে আমার নির্বাসন চত্বর
রৌদ্র দাঁড়িয়ে আছে দূরে। আরণ্যক ভূ-আবাসন পেরিয়ে
গভীর ভিক্ষায় পূর্ণ রাত্রির প্রান্তরে নিশিপরিদের দেশে
যাদের নৌকো ভাসে তারা সাদা মেঘ-
ইক্ষুনদীর জলে এখন ধর্মপীঠের ছায়া দেখছি।

এই কি গন্তব্য তবে? কি নির্বাসনে কি উৎসের আশ্রয়ে
করতল শূন্য নয়, পেয়েছি সূর্যের আলো
ঐতিহ্যের শুশ্রুষার মাটি : শ্রীহট্টপুরাণের যৌথ প্রসাদ

শ্রীবাস পন্ডিতের গ্রামে ফিরে গেলে গত হবে শঙ্খদিন
অতুল গৌরবে দিনের ছায়ারা পাবে কুহকী বিস্মৃতি,
প্রতিভোরে জেগে ওঠে অন্য আঙিনায় অমরতা,
বিপন্ন প্রকৃতি
নক্ষত্রের বাকল সরিয়ে কাগজবনের ছায়ায় দাঁড়াই।

নিষ্ঠুর ধনুক হাতে জ্যোতির্বিন্দুর মতো জ্বলজ্বল
ওই নির্বাসন দিন
ধর্মবকের অবিকল্পে ইক্ষুনদীর চরায় কবির শবদেহ
ছায়াচ্ছন্ন সূর্যের চিত্ররেখায় শরণাগত মুখ
অবিরাম অশ্রু ও ছলনার মিতাক্ষর ছায়া

সকলে জানে না

তোমার ফাল্গুনের জন্য কিছু-কিছু
অপ্রতিসাম্যের মূর্তি এঁকে রেখে চলে যাচ্ছি
পুষ্প ও ফুলের দূরত্বে বিশাল বাংলাদেশ,
এই দেশে ব্রাত্যজনের স্বপ্নও বিশাল

সকলে জানে না মেঘনার স্রোতের পড়শী যে বুক,
গঙ্গার ঢেউয়ের মতো শুধু সে-ই জানে
আসন্ন বসন্তদিন ।
চুড়ির টুকরোর মতো কয়েকটি কাচের সন্ধ্যা
তোমার চিবুকে রইল ধ্রুবক

অসম্মত বসন্তদিনে, চিহ্নসাম্যে বাংলাদেশের কথা
গান হয়ে এলে দেখে নিও,
ফেলে-যাওয়া ছবির দুরূহ পথের কষ্ট কিংবা
লুকোনো ঈর্ষার অঙ্গার,
মানবরেখার মতো পরিত্যক্ত আমারই স্পন্দন।

প্যাগান

হাফিজ রশিদ খান

বড় ধর্মগুলোর মতোই তুমি ভারি প্রচ্ছন্ন- প্রভাবী, বাহিরে কোমল

তোমার নিকটে গেলে কুকুরের মতো লেজ নাড়ি
ভাঙা-ভাঙা ঘেউ-ঘেউ শব্দ তুলি
ইংরেজি ও মেন্ডারিন, আরবি ও সংস্কৃতে

অতুল হৃদয় তোমার, বিশাল ধন
তুমি ভাবো ঠিকই আহা দলিত সে, সুবিধাবঞ্চিত
কিছু বারবিকিউর্ড মাংসের দলা
ঠেলে দাও বিপুল হেলায়
স্মিত মায়ামাখা খল হাসির আড়ালে

পোড়া মাংসের সেই গন্ধ চোয়ালে ঝুলিয়ে
ছুটতে-ছুটতে যাই

গুহায় অপেক্ষাতুর আমার পরান-প্রেয়সীর কাছে ...

স্বর্গের দিকে ভ্রমণ

আবু আফজাল সালেহ

লাল, জ্বলন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে
ঢেউ আছড়ে পড়ছে পায়ে
ঠান্ডা বাতাস বইছে, নোনতা গন্ধ
পর্যটকের মৃদু স্বর, নিজেদের মধ্যে কথা বলছে
নীড়ের দিকের দু-একটি ছোটপাখি
অষ্টাদশীর খালি পায়ে হাঁটা আর আফ্রেদিতির হাসি।

গন্তব্য কোথায় আমারও
স্বর্গের দিকে হেঁটেই চলেছি...
এই সূর্য যে ডেকেই চলেছে।

বৃষ্টি এলেই

জাকির আবু জাফর

পকেট ভরা বৃষ্টি নিয়ে ছুটছি আমি
শুকনো বুকে বৃষ্টি ধারা অনেক দামী।
অঝোর ধারা ঝরছে যখন আমার হাতে
তুমি তখন বৃষ্টি দেখো মধ্যরাতে।

তুমি নাকি বৃষ্টি এলেই গন্ধ শুঁকো
উদাস মনে বৃষ্টি ফোঁটায় হৃদয় ঠুকো
তখন তোমার মন থাকে না মনের কাছে
মনের ভেতর চঞ্চলা এক স্বপ্ন নাচে।

এই পৃথিবীর জন্যে যেটি আঁধারপুরী
তোমার জন্য আনন্দময় জল ময়ূরী।
অন্ধকারের অঙ্গে তোমার রঙের রেখা
জোনাকিদের জ্যোতির দেহে গল্প লেখা।

একলা হলেই তোমার হৃদয় উড়তে থাকে
তাও ভাবে না পড়েছে কোথায় কোন বিপাকে।
এক জানালায় একটি মুখের কল্পনা তার
মিলবে যদি একটুখানি মনের আহার।

বৃষ্টি এলেই তোমার নাকি হৃদয় জ্বলে
নিজকে লুকাও রাতের কালো আঁচল তলে।
মুখের ভাষা বুকের খৈয়ে ফুটতে গেলে
মন ভাজা হয় দূর বিরহী আগুন তেলে!

বৃষ্টি তোমার ভাঙে বুঝি চোখের নদী
তাই কি তোমার চোখ দুটি নয় জল বিরোধী!

‘আগামী বছর থেকে পথমেলার পাশাপাশি চাঁদ রাত পালনের ঘোষণা’

























(শেষের পাতার পর)

বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীরা দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রাণভরে মেলাটি উপভোগ করেন। এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইনক রোববার (২৪ জুলাই) এই মেলার আয়োজন করে। বেলা তিনটার দিকে একগুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ইউএস কংগ্রেসওম্যান নিদিয়া ভেলাসকুয়েজ, ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান জহরান মামদানি ও সিটি কাউন্সিলওম্যান জুলি উন, আগামী নির্বাচনে ষ্টেট সিনেটর প্রার্থী নিয়ো মিকি। এসময় মেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ সহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএনএ'র।

মেলায় আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন কুইন্স কাউন্টির ডিষ্ট্রিক্ট জজ এটর্নী সোমা সাঈদ, কুইন্স টুগেদার-এর পরিচালক জর্নাথন ফর্গাস, ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট ডেভেলোপার ক্যারোলিনা ফ্রাঙ্কো, উডসাইড অব দ্যা মুভ-এর স্টীভ রেগা। এছাড়াও পথমেলায় ইউএস কংগ্রেসওম্যান ক্যারোলিন মেলোনির অফিস থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন আরনি ব্রুক।

মেলায় কমিউনিটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ইউএস কংগ্রেসওম্যান ক্যারোলিন মেলোনির অফিস থেকে সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, টাইম টেলিভিশন-এর (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

আলোচকদের মাঝে প্রশ্ন আমাদের নতুন প্রজন্ম কোথায়?









(শেষের পাতার পর)

অতিথিবৃন্দ বিস্তারিত তুলে ধরেন। এই সভা পরিচালনা করেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক বিশ্বজিৎ সাহা।

মেলার প্রথমদিন সন্ধ্যা ৬টার দিকে জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টার ক্যাম্পাসে ঢাকা-ঢোল পিটিয়ে একগুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে ও ফিতা কেটে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কলকাতার কথা সাহিত্যিক অমর মিত্র। এসময় দেশ-বিদেশ ও প্রবাসের কবি-সাহিত্যিক এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এরপর মূল মঞ্চে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেলার আহ্বায়ক গোলাম ফারুক শাহীন। পরবর্তীতে ৩১তম মেলা উপলক্ষ্যে ৩১টি প্রদীপ প্রজ্জলন করা হয়। এরপর উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন অমর মিত্র। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন ফেরদৌস সাজেদীন, কবি আসাদ মান্নান, বাংলাদেশ কনস্যুলেটের ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল এস এম নাজমুল হাসান, ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন, অনন্যা প্রকাশনীর (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)











কোনো ষড়যন্ত্রই দেশের অগ্রগতি থামাতে পারবে না : প্রধানমন্ত্রী



ঢাকা, ২৭ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলীয় নেতাকর্মীদের সরকারের উন্নয়নমুলক কর্মকাণ্ড দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার আহবান জানিয়ে বলেছেন, কোনো ষড়যন্ত্রই দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে থামাতে পারবে না।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের অগ্রগতি ব্যাহত করার অনেক ষড়যন্ত্র আছে। কিন্তু উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য গতিকে কেউ বাধাগ্রস্থ করতে পারবে না ইনশাল্লাহ।

শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে অনেক চক্রান্ত চলছে। আমি বিশ্বাস করি যত চক্রান্তই করুক বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা কেউ থামাতে পারবে না। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি অপ্রতিরোধ্য গতিতে, ইনশাল্লাহ এগিয়ে যাব।'

তিনি বলেন, 'ঝড়-ঝাপটা এবং আন্তজাতিক পরিবেশের কারণে অনেক কিছুই মোকাবিলা করতে হবে। আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করে যেমন চলি তেমনি বৈশ্বিক যে দুর্যোগ সেটাও মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে পারবো, সে বিশ্বাস আমার আছে।'

প্রধানমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ২৮তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি'র ভাষণে এ কথা বলেন।

তিনি তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে রাজধানীর ফার্মগেটস্থ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বেচ্ছাসেবক লীগকে আজ এটাই বলবো তোমাদের কাজ হবে আমরা যে মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি, যে উন্নতি দেশের হয়েছে, শিক্ষার দ্বার অবারিত হয়েছে, বহুমুখি শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি, কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছি সেই সাথে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি- এসব দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা। আমরা মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপন করেছি, গ্রামে গ্রামে ব্রডব্যান্ড সেবা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে ডিজিটাল ব্যবস্থপনায় মানুষের ঘরে বসে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, ফ্রিলান্সার সৃষ্টি হয়েছে। বেকারদের ব্যাপক কর্মসংস্থান হয়েছে, রাস্তা-ঘাট, পুল, ব্রিজ নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটিয়েছি- এই উন্নয়নের কথাগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। প্রত্যেকটি অঞ্চলে গিয়ে মানুষের কাছে বারবার বলতে হবে। কে কি বললো সেদিকে কর্ণপাত করার কোনো দরকার নেই। আমরা কি করেছি তা মানুষের কাছে তুলে ধরতে পারলে সেটাই হবে আসল জবাব।

প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো পৌঁছে দেয়া, স্বাস্থ্য সেবা ও শিক্ষাকে জনগণের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসার পাশাপাশি গৃহহীনকে ঘর করে দেয়ার উদ্যোগ তুলে ধরেন। দেশে কোনো গৃহহীন পরিবার থাকলে স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকমীদের নিজ এলাকায় খুঁজে দেখার আহবান জানান তিনি। কারণ, সরকার সবাইকে ঘর করে দিবে। এ থেকে দলিত শ্রেণী পেশার মানুষ এমনকি হিজড়া ও বেদী শ্রেণীও বাদ যাচ্ছে না। তার সরকার তাদের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার থেকে সকলের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে পরিকল্পনা সেটা থেকেই এটা করছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, কে কি বললো সেদিকে না গিয়ে আমরা মানুষের জন্য যে উন্নয়ন করেছি সেই উন্নয়নের কথাগুলো একেবারে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। বারবার বলতে হবে। এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং এই কাজটা করতে হবে।

আমরা বিস্মিত জাতি বিধায় এগুলো বারবার মানুষের কাছে তুলে ধরায় গুরুত্বারোপ করে সরকার প্রধান বলেন, 'ষড়ঋতুর দেশ আমাদের। দুই মাস পর পর ঋতু বদলায়, মানুষের মনও বদলায় এবং ভুলেও যায়। কাজেই দুই মাস পর ভুলে যেন না যায়, সে জন্য আমরা কি কাজ করেছি মানুষের কাছে বারবার সেটা বলতে হবে, বোঝাতে হবে। কারণ একটা শ্রেণী আছে যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। এই জ্ঞানপাপীদের কথা শুনে অজ্ঞান হয়ে কেউ যেন বিভ্রান্ত না হয়।'

'আগামী বছর থেকে পথমেলার পাশাপাশি চাঁদ রাত পালনের ঘোষণা'

(২৭ পাতার পর)

সিইও আবু তাহের, বাংলা পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি সালাহউদ্দিন আহমেদ ও সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক সাহাব উদ্দিন সাগর সহ কয়েকজন কমিউনিটি নেতৃবৃন্দকে কংগ্রেশনাল সম্মাননা প্রদান করা হয়। আরো যারা কংগ্রেশনাল সম্মাননা পান তারা হলেন- ডা. মোছাম্মৎ রওনক জাহান, মোহাম্মদ ইউনুফুল মামুন, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ রহমান (সায়েম), মোহাম্মদ আলী, আমীন মেহেদী, সিরাজ উদ্দিন আহমেদ সোহাগ ও এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক।

এছাড়াও সিটি কাউন্সিলওম্যান জুলি উন-এর পক্ষ থেকে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সাইটেশন প্রদান করা হয়। এরা হলেন- আব্দুল হাসিম হাসনু, সাব্বির আহমেদ, কাজী কায়নাত মরিয়ম, মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, তানিম চৌধুরী, নিউজ প্রেজেন্টার ও উপস্থাপিকা দিমানেফার তিতি এবং এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাবেদ উদ্দিনের সার্বিক তত্ত্বধানে মেলায় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সহ সভাপতি মিজানুর রহমান জগলু ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিসবা মজিদ, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী ও হাজী আব্দুর রহমান, মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ ফজলুর রহমান, মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ রুহুল, বিশ্বনাথ সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি মনির আহমেদ, কুলাউড়া এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি জালাল আহমেদ সহ বসির খান, সালেহ চৌধুরী, জুনেদ চৌধুরী, তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী, আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, সৈয়দ এনায়েত আলী, আহবাব চৌধুরী খোকন, আবুল বাসার মিলন, আজহারুল হক খোকা, আবুল কালাম, ফেরদৌস ভূইয়া, এহসানুল হক, এরশাদুল আমীন, মীর জাকির, কয়েস আহমেদ, এমদাদ রহমান তরফদার, আবু সোলায়মান, সাব্বির আহমেদ, আনোয়ার হোসেন, হারুনুর রশীদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী কালা মিয়া ও মরিয়ম মারিয়া সহ প্রবাসী শিল্পী কামরুজ্জামান বকুল, মনিকা দাস, বাউল ফখরুল, আমানত হোসেন আমান, গাজী এস এ জুয়েল, শাহেদ আহমেদ, বাবলী হক, মোহর খান ও শাহাদৎ সিয়াম। এাড়াও নৃত্য পরিবেশন করেন নিতুন নেহার হেরা। সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থানায় ছিলেন টাইম টেলিভিশনের নিউজ প্রেজেন্টার দিমানেফার তিতি।

সবশেষে ছিলো র‍্যাফল ড্র। এতে স্বর্ণের চেন, টিভি, ট্যাব সহ আকর্ষনীয় পুরষ্কার ছিলো। কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আবু হামিদ আহমেদ সহ যারা মেলা আয়োজন ও সফলতায় যারা বিশেষ সহযোগিতা করছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন জাবেদ উদ্দিন।

উল্লেখ্য, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় আগামী শুক্রবার (২৯ জুলাই) বাদ জুমা ২০০০ পরিবারে মাঝে খাবার ফুড সামগ্রী বিতরণ করা হবে বলে জাবেদ উদ্দিন জানিয়েছেন।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.





BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School
• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮



ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:

ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721
বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142

সজীব ওয়াজেদ জয়র শুভ জন্মদিন

এম নজরুল ইসলাম

অন্তরে যাঁর দেশমাতৃকাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্রত, তিনি যেকোনো বাধাকেই তুচ্ছ জ্ঞান করে এগিয়ে যেতে পারেন। ইসক্রা থেকে যেমন জ্বলে ওঠে মশাল, তেমনি আজকের দিনের তারুণ্যই আগামী দিনের নেতৃত্বের পথটি দেখিয়ে দিতে পারেন। যেমন দেখিয়ে দিয়েছেন সজীব ওয়াজেদ জয়। উত্তরাধিকার সূত্রেই এখন রাজনীতির মঞ্চে তিনি।

ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক উত্তরাধিকার টেনে নিয়ে যাওয়ার ঐতিহ্য রয়েছে। ভারতের রাজনীতির পারিবারিক ধারায় লক্ষ করলে দেখা যায়, জওয়াহেরলাল নেহরুর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী তাঁর পিতার যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন। জুলফিকার আলী ভুট্টোর কন্যা বেনজীর ভুট্টো, বেনজীরের স্বামী ও ছেলের রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা যেমন সত্য, তেমনি শ্রীলঙ্কার বন্দরনায়েক পরিবারের রাজনৈতিক পরিচয় লক্ষণীয়। ঠিক একইভাবে আওয়ামী লীগের ত্যাগী নেতারা ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনাকেই রাজনৈতিক মঞ্চে নিয়ে এসেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় যেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে সজীব ওয়াজেদ জয়ের অভিষেক। বিভিন্ন সভা-সমাবেশে তাঁর প্রাণময় উপস্থিতি যে কর্মীদের উজ্জীবিত করে, নতুন প্রত্যাশার সৃষ্টি করে–তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। যেকোনো অনুষ্ঠানেই তিনি সপ্রতিভ।



নানা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মা শেখ হাসিনার মতো আন্তরিক হৃদ্যতায় সাধারণ মানুষকে কাছে টানার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে তাঁর। তিনি দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সহজেই। রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান হিসেবে জয় রাজনীতিতে আসবেন, এটাই স্বাভাবিক। বিভিন্ন সময় কিছু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগদান এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। একটু অতীতের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখব সজীব ওয়াজেদ জয় ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের হয়ে কিছু কিছু প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন। ২০০৯ সালে রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সদস্য পদও গ্রহণ করেন।

সজীব ওয়াজেদ জয় যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনিবার্য হয়ে উঠবেন, এটা স্বাভাবিক ঘটনা। বাংলাদেশের রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক ধারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। স্বাভাবিকভাবেই 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যোগ্য উত্তরসূরি সজীব ওয়াজেদ জয়। সংগত কারণেই তৃতীয় প্রজন্মের এই নেতৃত্বের প্রতি কেন্দ্রীভূত দেশের বেশির ভাগ মানুষের দৃষ্টি ও আকর্ষণ। বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পর বাংলাদেশে নেতৃত্বের বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল।

সজীব ওয়াজেদ জয়ের জন্ম ১৯৭১ সালের ২৭ জুলাই ঢাকায়। তিনি যে ভবিষ্যতে যেকোনো দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারত থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ডিগ্রি এবং যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোকপ্রশাসনে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ২০০৭ সালে তিনি ২৫০ তরুণ বিশ্বনেতার মধ্যে একজন হিসেবে সম্মানিত হন। আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার উপদেষ্টা হিসেবে তিনি অনেক আগে থেকেই রাজনীতিসচেতন। ২০০৮ সালের জুন মাসে শেখ হাসিনাকে সামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কারাগার থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

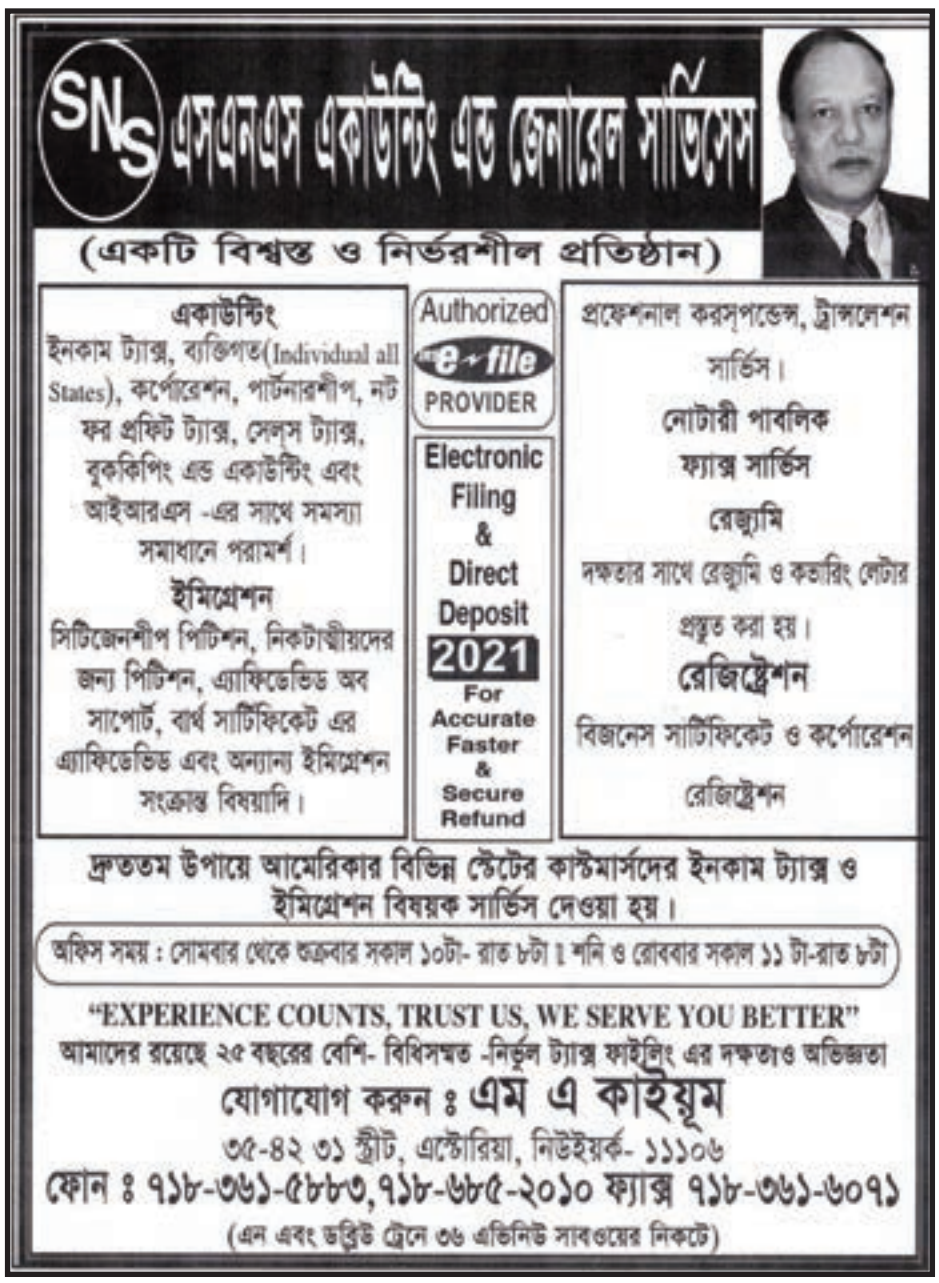
বঙ্গবন্ধুর মতো পরিশ্রমী তিনি। তারুণ্যের প্রাণময়তায় আওয়ামী লীগকে গড়ে তুলতে চান নতুন দিনের একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে। যদিও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ এখনো রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় দল। আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশকে আগামী দিনের স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের স্বপ্নদ্রষ্টা তিনি।

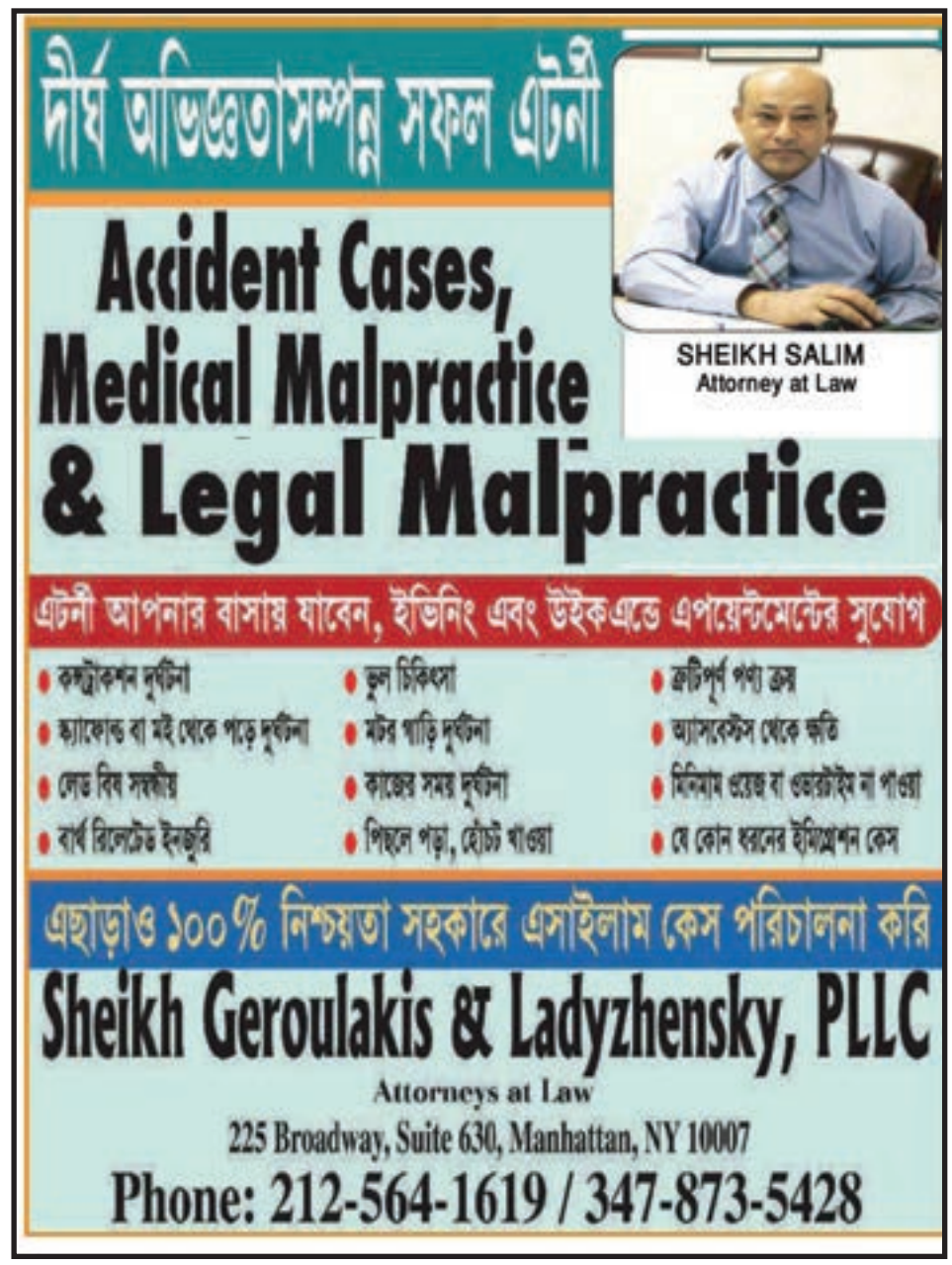
মানুষের ধর্ম প্রবন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর একটা বিশ্বভাব।' জীব আছে আপন উপস্থিতকে আঁকড়ে, জীব চলছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এই আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এই আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন দিকে নির্দেশ। যেদিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যেদিকে তার পূর্ণতা, যেদিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যেদিকে বিশ্বমানব।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'মানুষও আপন অন্তরের গভীরতর চেষ্টার প্রতি লক্ষ্য করে অনুভব করেছে যে সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম।'

সজীব ওয়াজেদ জয় রবীন্দ্রনাথের সেই মানুষ, যিনি ব্যক্তিগত নন। ব্যক্তিগত সীমাকে ছাড়িয়ে তিনি পৌঁছে গেছেন মানুষের কাছে। আজ ২৭ জুলাই তাঁর জন্মদিনে তাঁকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

লেখক: সর্ব ইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং অস্ট্রিয়া প্রবাসী লেখক মানবাধিকারকর্মী ও সাংবাদিক





Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি সম্পূর্ণ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সব ধর্মাবলম্বীর সমান নাগরিক অধিকার চাই

রণেশ মৈত্র

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু পীড়নের এক নতুন স্টাইল চালু হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে নানা জাতীয় পোস্টের মধ্যে কোথা থেকে যেন কোনো এক সংখ্যালঘু তরুণের নামে ধর্ম অবমাননাকর পোস্ট দেখা যায়। তারপর তা মুখে মুখে বা মোবাইল ফোনে বা মাইকে এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়- সংশ্লিষ্ট হিন্দু তরুণটি ধর্ম অবমাননা করেছে। কথা কয়টি মুখ থেকে বেরোনোর পর ফুরসত নেই; নিমেষেই এলাকাটি লোকে লোকারণ্য। সবাই উত্তেজিত। কারও হাতে লাঠি বা অন্য কোনো দেশীয় অস্ত্রও দেখা যায়। তারপর ভাঙচুর, হামলা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, হতাহতের ঘটনা।

দেশের বিভিন্ন হিন্দুপল্লি এমন জমায়েতের সঙ্গে পরিচিত। তারা সবাই আতঙ্কে শিউরে ওঠে। আতঙ্কিত বোধ করে। কারণ, তারা তাদের জীবনের অভিজ্ঞতায় পাকিস্তান আমল থেকে আজতক এভাবে নিজেদের আক্রান্ত হতে দেখেছে। তখন হাজার ডাকলেও পুলিশ আসবে না; প্রশাসনের কেউ আসবে না। এমপি নন, চেয়ারম্যান নন- কেউ না। অসহায়ভাবে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের একতরফা হামলার শিকার হতে হবে। অথচ এই দেশে তো জন্ম হিন্দুদেরও। এই একই দেশের সমধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতিসম্পন্ন নাগরিক তো তারাও। তারা তো বেশি কিছু চাইছে না। চাইছে শুধু সংবিধান সব নাগরিকের যে অধিকার দিয়েছে সেটুকুই। সংবিধান তো বলেনি- হিন্দুরা এক ধরনের অধিকার ভোগ করবে; মুসলিমরা তার চেয়ে বেশি অধিকার ভোগ করবে; খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের চেয়ে কম অধিকার ভোগ করবে; বৌদ্ধরাও তা-ই। না, এমন কোনো বিধান, এমন কোনো ধর্মীয় বৈষম্যমূলক বিধির অস্তিত্ব নেই আমাদের সংবিধানে। তবু রাষ্ট্র কেন বৈষম্যমূলক আচরণ করেই চলেছে?

সত্য-মিথা যাই হোক- সংখ্যাগুরুর ধর্মের প্রতি সামান্য কটাক্ষ প্রকাশ হলে তৎক্ষণাৎ প্রকাশকারী বা অভিযুক্ত সংখ্যালঘু ব্যক্তি তো বটেই, তার সম্প্রদায়ের সবার বাড়িঘর, তার পাড়া ও গ্রাম ব্যাপক ভাঙচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও নির্যাতনের শিকার হয়। অপরদিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন্দির বা ধর্মীয় স্থাপনা আক্রান্ত হচ্ছে; দেব-দেবীর মূর্তি ভাঙচুর করা হচ্ছে; তাতে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে কোনো মোকদ্দমা হয় না। কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় না। কারও বিন্দুমাত্র শাস্তি দেওয়া হয় না! আবার যদি একটি মুসলিম বাড়ি আক্রান্ত হয়; আক্রমণকারীকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়। হিন্দুদের গ্রামের পর গ্রাম আক্রমণ, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের শিকার হলেও কোনো মামলা হয় না হামলাকারীদের বিরুদ্ধে। এই বৈষম্য সৃষ্টি করে চলেছে আমাদের রাষ্ট্র।

দেশে কিছুদিন পরপরই নানা অজুহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর যেসব হামলার ঘটনা ঘটে; প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যায় তা ঘটে থাকে ধর্ম অবমাননার গুজব রটিয়ে বা মিথ্যা অভিযোগ করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর পেছনে চিহ্নিত সাম্প্রদায়িক অপশক্তির ইন্ধনের প্রমাণ মেলে। সম্পত্তি দখল বা স্থানীয় বিরোধ নিয়েও এ জাতীয় ঘটনা ঘটানো হয়। ঘটনা ঘটার পর আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে ঠিকই; কিছু দিন যেতে না যেতেই ইস্যু চাপা পড়ে যায়। অপরাধীরাও বীরদর্পে ঘুরে বেড়ায়।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, বাংলাদেশের জন্মের শুরু থেকেই সংখ্যালঘুরা ছিল অপশক্তিগুলোর টার্গেট। একাত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বেছে বেছে হিন্দুদের ওপর হামলা চালিয়েছে। লক্ষ্য হিন্দু জনগোষ্ঠীকে উৎখাত করা। পাকিস্তানিদের হাত থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হলেও স্বাধীনতার ৫০ বছরেও হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ কমেনি। ধর্ম অবমাননা, জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচন কিংবা তুচ্ছ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে।

> *বারবার হামলা, টার্গেট, সংখ্যালঘু দেখে ধর্মের নামে উগ্রবাদ, অসহিষ্ণুতা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। মৌলবাদী গোষ্ঠী ও তাদের নানা বর্ণের পৃষ্ঠপোষকরা বা তাদের লালিত গোষ্ঠী যে কোনো ছুতায় হামলে পড়ছে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর। এসব ঘটনা যারা ঘটিয়ে যাচ্ছে, বছরের পর বছর ধরে কখনও প্রকাশ্য দিবালোকে আবার কখনও রাতের অন্ধকারে- কোনো ঘটনা প্রতিরোধেই পুলিশকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। ভিকটিমরা মামলা দিলে হয়তো তা রেকর্ড করা হয়, কিন্তু পুলিশি তদন্ত কিছুতেই এগোয় না; যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হুঙ্কার ছাড়েন- 'অপরাধীদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না' বাস্তবে যা ঘটে তা হলো, 'অপরাধীদের কাউকেই শাস্তি দেওয়া হবে না।*

২০০১ সালের নির্বাচনের পর একটি বিশেষ ভোটব্যাংকের তকমা নিয়ে সংখ্যালঘুদের ওপর যে হামলা চালানো হয়, তা ১৯৪৭, ১৯৫০, ১৯৬৪, ১৯৯০, ১৯৯২ সালের সংখ্যালঘু নির্যাতনেরই ধারাবাহিকতা মাত্র। পরবর্তী সময়ে ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৮ সালে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। এ ছাড়া ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন যেন নতুন মাত্রা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

মানবাধিকারকর্মী ও সংখ্যালঘু নেতারা বলছেন, স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিটি নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রাম আক্রান্ত হয়। বিশেষ করে ১৯৭৫-পরবর্তী কোনো জাতীয় নির্বাচন সংখ্যালঘুদের জন্য সুফল বয়ে আনেনি। নির্বাচনের আগে ও পরে, দুর্গোৎসবে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়টি এখন যেন নির্ধারিত হয়ে গেছে। বসতবাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, এমনকি দেবালয়ও এসব হামলার লক্ষ্যবস্তু। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশাসন, রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্রের ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা সংখ্যালঘু অজুহাতে নির্যাতনের সময় নীরব ভূমিকা পালন করেন।

বারবার হামলা, টার্গেট, সংখ্যালঘু দেখে ধর্মের নামে উগ্রবাদ, অসহিষ্ণুতা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। মৌলবাদী গোষ্ঠী ও তাদের নানা বর্ণের পৃষ্ঠপোষকরা বা তাদের লালিত গোষ্ঠী যে কোনো ছুতায় হামলে পড়ছে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর। এসব ঘটনা যারা ঘটিয়ে যাচ্ছে, বছরের পর বছর ধরে কখনও প্রকাশ্য দিবালোকে আবার কখনও রাতের অন্ধকারে- কোনো ঘটনা প্রতিরোধেই পুলিশকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। ভিকটিমরা মামলা দিলে হয়তো তা রেকর্ড করা হয়, কিন্তু পুলিশি তদন্ত কিছুতেই এগোয় না; যদিও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হুঙ্কার ছাড়েন- 'অপরাধীদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না' বাস্তবে যা ঘটে তা হলো, 'অপরাধীদের কাউকেই শাস্তি দেওয়া হবে না।

বহু ঘটনায় এটা প্রমাণিত। হিন্দুরা দেশ ছাড়বে না। এসব ঘটনার পেছনে হিন্দুদের এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্য কাজ করে। এমন উদ্দেশ্য বহু ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে। যথেষ্টসংখ্যক হিন্দু ১৯৪৭ বা তারও আগে থেকে দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে নারী-শিশুদের নিরাপত্তা ও আস্থাহীনতার কারণে। তবু যে দেড় কোটি আজও আছে, তারা চায় তাদের মাতৃভূমিতেই থাকতে। তবে আতঙ্ক নিয়ে নয়; অধিকারহীনতা নিয়েও নয়; পরিপূর্ণ নাগরিক অধিকার ও ধর্মীয় বৈষম্যমুক্ত হয়ে। সব ধর্মাবলম্বীর জন্য সমান নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করাতেই সমাধান। সে পরিবেশ যাঁরা গড়বেন, তাঁদের আজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে রাস্তায় নামা প্রয়োজন।

লেখক: কলাম লেখক, সভাপতিমন্ডলীর সদস্য, ঐক্য ন্যাপ

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইড কাটকিন, স্নালবন, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্নেপার, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমন ফ্রাইস	$ 17.99
আমিন স্যালমনেলস ফ্রাইস	$ 9.99
ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস	$ 18.99
সাধারণ স্যালমন ফ্রাইস	$ 13.99
সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

বেসিক ব্যাংকের ৪ হাজার কোটি টাকা লোপাট

সাত বছর ধরে ঝুলছে ৫৬ মামলার তদন্ত

*হাইকোর্টের নির্দেশনা ও আইনের ১৮০ দিনের বাধ্যবাধকতা উপেক্ষিত * অধরা সাবেক চেয়ারম্যান বাচ্চু, ২৮ জন গ্রেফতার হলেও জামিনে মুক্ত*

ঢাকা ডেস্ক: বেসিক ব্যাংকের আর্থিক কেলেঙ্কারির মামলা তদন্তে হাইকোর্টের নির্দেশনা আমলে নিচ্ছে না দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বিভিন্ন সময়ে আসামিদের জামিন আদেশের পর্যবেক্ষণে হাইকোর্ট দ্রুত মামলার তদন্ত শেষ করার নির্দেশ দেন। আইনের বিধান অনুযায়ী ১৮০ দিনের মধ্যে মামলার তদন্ত শেষ করার কথা থাকলেও ৭ বছর ধরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ৫৬ মামলার তদন্ত।

ঋণ বিতরণের নামে ব্যাংকটির প্রায় চার হাজার কোটি টাকা লোপাটের অভিযোগ অনুসন্ধান শেষে ২০১৫ সালে ৫৬টি মামলা দায়ের করে দুদক। এসব মামলায় ব্যাংক কর্মকর্তা, ব্যবসায়ীসহ ১২০ জনকে আসামি করা হয়। কিন্তু অর্থ লোপাট সিন্ডিকেটের হোতা ব্যাংকের তৎকালীন চেয়ারম্যান আব্দুল হাই বাচ্চুকে কোনো মামলায় আসামি করা হয়নি। এই রাঘববোয়ালের প্রভাবেই মামলার তদন্ত আটকে আছে বলে দুদকের ভেতরে বাইরে গুঞ্জন রয়েছে।

এদিকে, মামলা তদন্তে বিলম্বের বিষয়ে দুদকের ব্যাখ্যা হাইকোর্ট গ্রহণ না করে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। সম্প্রতি হাইকোর্ট বলেছেন, মামলা তদন্তে 'ফলো দ্য মানি' নীতি অনুসরণ করার দাবি করে মূলত তদন্তকে অহেতুক প্রলম্বিত করে আসামিদের রক্ষা করার একধরনের চেষ্টা কি না সে প্রশ্ন উদ্ভব হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। মামলায় ফৌজদারি অসদাচরণ এবং আসামিদের দ্বারা অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ হয়েছে কি না এটাই তদন্তের বিষয় হওয়া উচিত। কমিশন 'ফলো দ্য মানি'-এর নীতি অনুসরণ করে যেভাবে তদন্ত করছে তাতে আদালতের বলতে বাধা নেই যে, কমিশন বর্তমান মামলা তদন্তে ভুল পথ অনুসরণ করেছে এবং করছে।'

তদন্ত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মামলাগুলোর তদন্ত শেষ পর্যায়ে। অনেক মামলা চার্জশিট দাখিলের জন্য প্রস্তুত আছে। এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। না হলে হাইকোর্ট থেকে কমিশনের ওপর নির্দেশনামূলক কোনো আদেশ প্রদান করা হলে ভবিষ্যতে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির অবতারণা হতে পারে।

জানতে চাইলে দুদক সচিব মো. মাহবুব হোসেন বলেন, 'বেসিক ব্যাংকের মামলা সংক্রান্তে হাইকোর্টের কোনো পর্যবেক্ষণের কথা আমার জানা নেই। তবে কমিশন নিশ্চয়ই দেখছে মামলাগুলোর তদন্ত ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে কি না। এতগুলো মামলার তদন্ত শেষ করতে অনেক সংস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। বারবার তথ্য চেয়েও অনেক সংস্থার কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায় না। তদন্তের নানা জটিল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতেই সময় লেগে যায়।'

দুদক আইনের ২৮ ধারায় বলা আছে, মামলা দায়েরের পর ১২০ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করে আদালতে চার্জশিট জমা দিতে হবে। এ সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ না হলে আরও ৬০ দিন সময় নিতে পারবেন। কিন্তু মোট ১৮০ দিনের মধ্যে চার্জশিট দাখিলে ব্যর্থ হলে তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগের বিধান রয়েছে। কিন্তু সাত বছরেও বেসিক ব্যাংকের অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় দায়ের করা ৫৬টি মামলার তদন্ত শেষ হয়নি।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ঋণ বিতরণের নামে বেসিক ব্যাংকের ৩ হাজার ৭২৩ কোটি ২ লাখ ৯ হাজার ৮০৭ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ অনুসন্ধান শেষে ২০১৫ সালে ৫৬টি মামলা দায়ের করে দুদক। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে আরও সাতটি মামলা দায়ের করা হয়। বেসিক ব্যাংক দুর্নীতি সংক্রান্ত দুদকের দায়ের করা মোট মামলা ৬৩টি। সমানসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলাগুলো দায়ের করা হয়।

মামলায় ৮২ জন ঋণগ্রহীতা ছাড়াও বেসিক ব্যাংকের তৎকালীন এমডি কাজী ফখরুল ইসলাম, ডিএমডি ফজলুস সোবহান, সাবেক ডিএমডি শেখ মঞ্জুর মোরশেদ, জেনারেল ম্যানেজার এ. মোনায়েম খান, মোহাম্মদ আলী চৌধুরীসহ ব্যাংকের ২৭ কর্মকর্তাকে আসামি করা হয়। এ ছাড়াও বেসরকারি সার্ভেয়ার ১১ জনসহ মোট আসামি ১২০ জন। রহস্যজনক কারণে কোনো মামলাতেই ব্যাংকের তৎকালীন চেয়ারম্যান আব্দুল হাই বাচ্চুকে আসামি করা হয়নি।

জানা গেছে, ২০১৫ সালে পল্টন মডেল থানায় দায়ের করা ৩৭ নম্বর মামলার আসামি ব্যাংক কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলী চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয়। দীর্ঘ দিনেও মামলার তদন্ত শেষ না হওয়ার কারণ দেখিয়ে জামিন পেতে হাইকোর্টে যান আসামির আইনজীবী। মামলা তদন্তে বিলম্ব ও আসামিকে কেন জামিন দেওয়া হবে তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। রুলের জবাবে দুদকের আইনজীবী খুরশীদ আলম খান আদালতে জবাবি হলফনামা দাখিল করে আসামির জামিনে বিরোধিতা করেন। হলফনামার সঙ্গে মামলা সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হয়।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অব মানি লন্ডারিং (এপিজি) বাংলাদেশ বিষয়ে ইতঃপূর্বেকার তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে এ ধরনের তদন্তের ক্ষেত্রে 'ফলো দ্য মানি' অর্থাৎ টাকার গতিপথ শনাক্তকরণ বিষয়ে তাগিদ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী টাকার গন্তব্য পথ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হচ্ছে। সব টাকাই নগদ উত্তোলন করা হয়েছে বিধায় সম্পূর্ণ টাকার গতিপথ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। মামলাগুলো তদন্তাধীন আছে। যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ে তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করা হবে। এই রুলের শুনানি শেষে হাইকোর্ট অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন, দুর্নীতি দমন কমিশন মামলার তদন্তে ভুল পথ অনুসরণ করেছে এবং করছে। ব্যাংকের কর্মকর্তারা নিয়মনীতি ভঙ্গ করে অর্থাৎ অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ এবং অপরাধজনক অসদাচরণ ঘটিয়ে ঋণ দেওয়ার নামে টাকা আত্মসাতের সুযোগ করে দিয়েছেন কি না সেটাই তদন্তের মুখ্য বিষয় হওয়া উচিত।

প্রসঙ্গত, ঋণ বিতরণের নামে বেসিক ব্যাংকের প্রায় চার হাজার কোটি টাকা লোপাটের অভিযোগ উঠলে ২০১৪ সালের ১৪ আগস্ট অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। বাংলাদেশ ব্যাংকের পাঠানো নথির সূত্র ধরে চালানো হয় অনুসন্ধান। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ১২৯টি প্রতিষ্ঠানের হদিস পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৬৩টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। আত্মসাৎ করা টাকা বর্তমানে সুদাসলে ৮ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।

বাংলাদেশের এক কোটি মানুষ ভাইরাল হেপাটাইটিসে আক্রান্ত

ঢাকা ডেস্ক: হেপাটাইটিস রোগের সংক্রমণ, প্রতিরোধী এবং এ নিয়ে করণীয় সম্পর্কে দেশের বেশির ভাগ মানুষ অজ্ঞাত। দেশে মোট জনসংখ্যার ৫.৫ শতাংশ হেপাটাইটিস 'বি' এবং ০.৬ শতাংশ হেপাটাইটিস 'সি' দ্বারা আক্রান্ত। এ ছাড়া এক কোটি মানুষ ভাইরাল হেপাটাইটিসে আক্রান্ত। সর্বশেষ 'ডাইরেক্টর জেনারেল হেলথ বুলেটিন ২০১৯' অনুযায়ী, ক্যান্সারে মৃত্যুর জন্য তৃতীয় সর্বোচ্চ দায়ী লিভার ক্যান্সার। ৮০ শতাংশ লিভার ক্যান্সার হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ অবস্থার মধ্যে গত ২৮ জুলাই বৃহস্পতিবার দেশে বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস পালিত হলো। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিলেঅ 'হেপাটাইটিস, আর অপেক্ষা নয়'।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও) এবং ওয়ার্ল্ড হেপাটাইটিস অ্যালায়েন্সের আহ্বানে বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হয়। দিবসটিকে কেন্দ্র করে ন্যাশনাল লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ ভাইরাল হেপাটাইটিসের বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। রোগটি সম্পর্কে ন্যাশনাল লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের মহাসচিব অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী বলেন, 'সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। গ্রামে বসবাসরত ৬৪ শতাংশ মানুষ এই রোগ সম্পর্কে জানেই না। লিভার রোগ বলতে তারা মনে করে জন্ডিস।'

গর্ভবতী মায়েদের অবশ্যই হেপাটাইটিস টেস্টের আওতায় নিয়ে আসার জোর দেন বিশেষজ্ঞরা। তারা সংক্রমিত হলে তার সন্তানের সংক্রমণের হার ১০-২০ শতাংশ। আর যদি ই অ্যান্টিজেন পজিটিভ হয় তাহলে ৮০-৯০ শতাংশ আক্রান্তের আশঙ্কা। অন্যদিকে সন্তান যদি মায়ের থেকে সংক্রমিত হয় তাহলে লিভার সিরোসিস হওয়ার আশঙ্কা ৮০-৯০ শতাংশ। পরে ২০-২৫ শতাংশ সন্তান বড় হয়ে লিভার সিরোসিস অথবা ক্যান্সার হয়ে মারা যায়।

বিশেষজ্ঞরা জানান, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ জীবনের কোনো না কোনো সময় হেপাটাইটিস 'বি' ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। এ রোগ প্রতিকার ও প্রতিরোধে দেশে আধুনিক নানা সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও তা ঠিকভাবে কার্যকর নয়। বাংলাদেশে শিশুদের মধ্যেও লিভার রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে। প্রতিবছর প্রায় দেড় লাখ নবজাতক হেপাটাইটিস 'বি'তে আক্রান্ত হয়, তাই হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' উভয়ই উদ্বেগের কারণ। যত কম বয়সে হেপাটাইটিসে সংক্রমিত হবে ততই জটিলতা বাড়তে থাকে। কিন্তু ০-৫ বছরের নিচে সংক্রমিত রোগীদের ৮০-৯০ শতাংশ ক্রনিক হেপাটাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা। পরবর্তী সময়ে সিরোসিস ও লিভার ক্যান্সারের আশঙ্কা অনেক বেশি। শিশুরা দুইভাবে সংক্রমিত হয়–মায়ের থেকে পেতে পারে অথবা কাটাছেঁড়ার মাধ্যমে সংক্রমিত হতে পারে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে হেপাটাইটিস সংক্রমণের হার ১০-২০ শতাংশ। সে ক্ষেত্রে এটি কম ঝুঁকিপূর্ণ।

ডাব্লিউএইচও ২০১৬ সাল থেকে 'অ্যালিমিনেশন ২০-৩০'-এর আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে ভাইরাল হেপাটাইটিস নির্মূল করার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এটির জন্য পাঁচটি মূল বিষয়কে সামনে রেখে কাজ করছে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন। প্রথমত, নবজাতক ও শিশুদের ভ্যাক্সিনেশনের আওতায় নিয়ে আসা; দ্বিতীয়ত, গর্ভবতী মায়েদের থেকে সংক্রমিত হওয়ার হার কমিয়ে আনতে হবে; তৃতীয়ত, ইনজেকশন, ব্লাড ও সার্জিক্যাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে; চতুর্থত, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা ও একই সুচ বারবার ব্যবহার থেকে বন্ধ থাকাসহ সচেতনতা বৃদ্ধি করা; পঞ্চমত, চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসা রোগীদের থেকে সংক্রমণ রোধ করা।

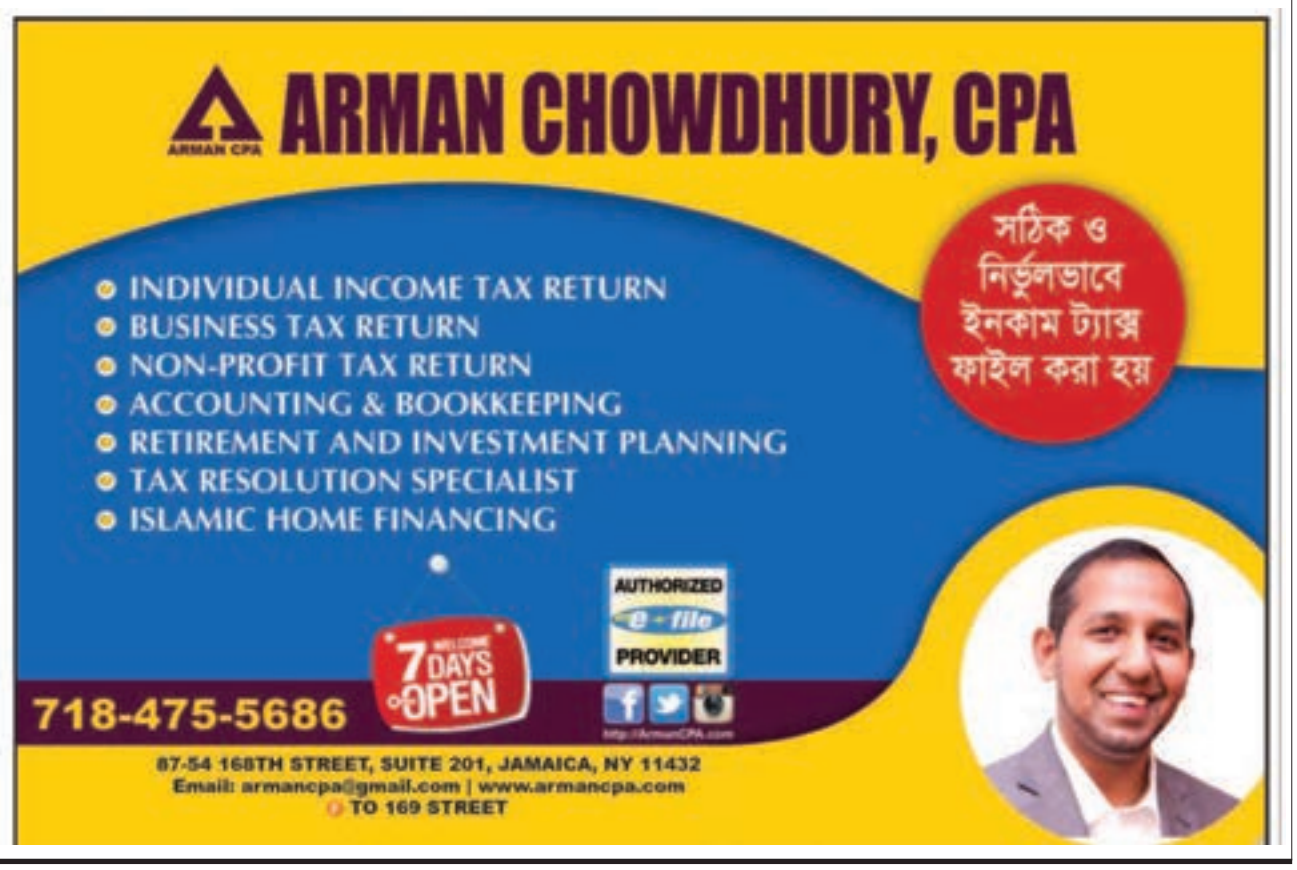
বৈদেশিক ঋণ বাড়ছেই

ঢাকা ডেস্ক: বিদেশি উৎস থেকে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ বাড়ছেই। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিদেশি উৎস থেকে দেশের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৫ দশমিক ৮১ বিলিয়ন ডলার। ৫ বছর পর গত অর্থবছরের মার্চ শেষে এই ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৩ দশমিক ২৩ বিলিয়ন ডলার। দেশি মুদ্রায় এ ঋণের পরিমাণ ৮ লাখ ৭৬ হাজার ৩০০ কোটি টাকারও বেশি। এটি দেশের মোট জিডিপি'র প্রায় ২১ শতাংশ। এই ঋণের প্রায় ৭৩ শতাংশই সরকারের নেয়া। বাকি ঋণ নিয়েছে বেসরকারি খাত। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী গত মার্চ শেষে বিদেশি উৎস থেকে সরকারের নেয়া ঋণের পরিমাণ ছিল ৬৮ বিলিয়ন ডলার। এরমধ্যে প্রায় ৫৭ বিলিয়ন ডলার ঋণ নেয় সরকার সরাসরি। এ ঋণের পুরোটাই দীর্ঘমেয়াদি।

বাকি ১১ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছে সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এই সময়ে বিদেশি উৎস থেকে বেসরকারি খাতের নেয়া ঋণের পরিমাণ ২৪ দশমিক ৯৮ বিলিয়ন ডলার। একক প্রকল্পে সরকার সবচেয়ে বড় ঋণ গ্রহণ করছে রাশিয়া থেকে। টাকার হিসাবে দেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে এ ঋণ নেয়া হচ্ছে। রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তায় বিদ্যুৎকেন্দ্রটি তৈরি করতে খরচ হচ্ছে ১ লাখ ১৩ হাজার ৯২ কোটি টাকা। এরমধ্যে ৯১ হাজার ৪০ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে দিচ্ছে রাশিয়া। বাকি টাকার জোগান দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। একইভাবে কক্সবাজারের মাতারবাড়ীতে ৫১ হাজার ৮৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হচ্ছে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। এ প্রকল্পে জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা) ঋণ দিচ্ছে ৪৩ হাজার ৯২১ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে বিদেশি উৎস থেকে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৪৫ দশমিক ৮১ বিলিয়ন ডলার। ওই অর্থবছরে বিদেশি ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল ১১ দশমিক ৩ শতাংশ। যে সময় বিদেশি ঋণ ছিল দেশের মোট জিডিপি'র ১৫ দশমিক ৬ শতাংশ।

এরপর থেকে বিদেশি ঋণের প্রবৃদ্ধি বেড়ে চলছে। সর্বশেষ ২০২০-২১ অর্থবছরে বিদেশি ঋণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ১৯ শতাংশ। ওই সময়ে দেশে মোট বিদেশি ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮১ দশমিক ৫৭ বিলিয়ন ডলার। এরপর চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত ৯ মাসে তা আরও প্রায় ১১ দশমিক ৬৬ বিলিয়ন ডলার বেড়েছে। সরকারের পাশাপাশি দেশের বেসরকারি খাতেও বিদেশি ঋণ বেড়েছে দ্রুতগতিতে। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর শেষে দেশের বেসরকারি খাতে বিদেশি ঋণের পরিমাণ ছিল ১২ দশমিক ২৮ বিলিয়ন ডলার। পাঁচ বছরে বেসরকারি খাতে বিদেশি এ ঋণের পরিমাণ প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। চলতি বছরের মার্চ শেষে বেসরকারি খাতে বিদেশি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৪৯৮ কোটি ডলারে।





কী ঘটতে যাচ্ছে দেশের অর্থনীতিতে?

ড. মো: মিজানুর রহমান

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের এ পর্যায়কে বিশেষজ্ঞরা ভাদিমির পুতিনের 'শীতকালীন কৌশল' বনাম ন্যাটোর 'গ্রীষ্মকালীন কৌশল' হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। বাস্তবতার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, ইউক্রেন যুদ্ধ নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এ যুদ্ধের কারণে ইতোমধ্যে ইউরোপে প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রল ও খাদ্যের দাম অনেক বেড়ে গেছে। দ্য টাইমস পত্রিকা গত সপ্তাহে একটি প্রতিবেদনে বলেছে, এ বছরের শেষের দিকে রাশিয়া তেল ও গ্যাসের সরবরাহ কমিয়ে দেয়ায় জ্বালানির দাম আরো একদফা অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে পারে এবং তখন ইউরোপকে নতুন করে মূল্য দিতে হবে বলে হোয়াইট হাউজের কর্মকর্তারা মনে করছেন। এটি যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য বড় অর্থনীতিগুলোর ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। একই সঙ্গে তীব্র খাদ্যসংকটও দেখা দিতে পারে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ন্যাটো ও ইইউ ইউরোপে রাশিয়ার তেল রফতানি কমানোর যে চেষ্টা চালাচ্ছে, তার ফল হিসেবে শিগগিরই তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ২০০ ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে ধারণা করা যায়, যুদ্ধ শিগগিরই থামছে না বরং আরো সম্প্রসারিত হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্থনীতির কী অবস্থা হবে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করব এই প্রবন্ধে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহ অথবা মন্দার প্রভাব কোনো দেশের ওপর বিশেষ করে আমদানিনির্ভর উন্নয়নশীল দেশে আমদানি, রফতানি ও রেমিট্যান্স এই তিনভাবে পড়ে। প্রথমে আমরা রফতানি নিয়ে আলোচনা করি। এটি আশার কথা, দেশের পণ্য রফতানি ২০২১-২২ অর্থবছরে পাঁচ হাজার কোটি ডলারের মাইলফলক ছাড়িয়ে আরো ২০৮ কোটি ডলার বেশি হয়েছে, যা দেশীয় মুদ্রায় চার লাখ ৮৬ হাজার ৬৮৭ কোটি টাকার সমান। এই আয় গত অর্থবছরের তুলনায় ৩৪ দশমিক ৩৮ শতাংশ বেশি।

এখন আমরা দেখব, প্রকৃত অর্থে আমাদের রফতানি বেড়েছে কিনা; বিশেষজ্ঞদের মতে বাড়েনি। একটি উদাহরণ দিয়ে বলি, গত বছর যে ট্রাউজারটা ছয় ডলারে বিক্রি হতো সেখানে ১০ সেন্ট লাভ হতো। সেই ট্রাউজারটা এখন সাত ডলারে বিক্রি করে লাভ হচ্ছে সেই ১০ সেন্ট। কারণ এই ট্রাউজারটা বানানোর জন্য যে সুতা ও তুলার দরকার ছিল তার ফোরটি পার্সেন্ট দাম বেড়েছে। আমরা যদি শুধু এক ইউনিট নিয়ে কথা বলি তাহলে দেখা যাবে, ছয় ডলারের ট্রাউজার সাত ডলারে বিক্রি হলে ন্যাশনাল এক্সপোর্ট এক ডলার বেড়েছে। কিন্তু এই সাত ডলার পেতে গিয়ে যে, ছয় ডলার ইম্পোর্ট করতে হচ্ছে। অর্থাৎ আমরা যে এক্সপোর্ট প্রবৃদ্ধি শতকরা ৩৭ থেকে ৪০ ভাগ বলছি সেটা স্ফীত প্রবৃদ্ধি, প্রকৃত প্রবৃদ্ধি নয়। কারণ পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়েছে ফলে ক্রেতা ক্রয় দাম কিছু বেশি দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০১৯ সালে দেশের এক্সপোর্ট ছিল ৩২ বা ৩৩ বিলিয়ন ডলার। সেই ব্যবসায় যদি ৪০% আপ চার্জ যোগ করেন তাহলে এক্সপোর্ট ১৫-১৬ বিলিয়ন বেড়ে ৫০ বিলিয়ন ডলারই হয়। অর্থাৎ গত তিন-চার বছরে প্রকৃত রফতানি বাড়েনি; আসল এক্সপোর্ট হয়েছে ৩৩-৩৪ বিলিয়ন ডলারের পণ্য; আমাদের কিন্তু কোয়ান্টিটি বাড়েনি। সংখ্যাতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের এক্সপোর্ট বাড়েনি। যুদ্ধ পরিস্থিতির পঞ্চম মাসে এসে বরং রফতানি কমার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশের মোট পণ্য রফতানির প্রায় ৮২ শতাংশ আসে তৈরি পোশাকশিল্প থেকে। তার পরের চার শীর্ষ রফতানি খাত হচ্ছে হোম টেক্সটাইল, চামড়া আর চামড়াজাত পণ্য, কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য এবং পাট ও পাটজাত পণ্য। এর মধ্যে খাদ্য এবং হোম টেক্সটাইল ছাড়া বাকি সব সেক্টরের রফতানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এর কারণ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতি ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। ফলে মানুষ অতিপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বাইরে কেনাকাটা কমিয়ে দিয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে তার নেতিবাচক প্রভাব পরিষ্কার হবে। একদিকে ক্রয় আদেশ কমছে, অন্য দিকে গ্যাস-বিদ্যুতের সঙ্কটে পণ্য উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় বাড়ছে উৎপাদন ব্যয়। সব মিলিয়ে, তাই দুশ্চিন্তায় পড়ছেন রফতানিকারকরা।

এখন আসুন, আমদানি বিষয়ে। বাংলাদেশের ২০২০-২১ অর্থবছরের মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে আট হাজার ৭৮৭ কোটি ডলার। তার আগের অর্থবছরের পণ্য আমদানি ব্যয় ছিল ছয় হাজার ৫৫৫ কোটি ডলার। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে

গত ৩০ জুন ২০২১-০২২ অর্থবছর বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার। আগের অর্থাৎ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের একই সময়ে এই ঘাটতি ছিল মাত্র ২ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলার। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল, খাদ্যপণ্যসহ সব ধরনের জিনিসের উর্ধ্বমূল্য আমদানি খরচ বাড়ার একটি কারণ। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নানা উদ্যোগ নেওয়ার পরও আমদানি ব্যয়ের লাগাম টেনে ধরা যাচ্ছে না।

পণ্য আমদানিতে ব্যয় ৩৩ শতাংশ বা দুই হাজার ২৩২ কোটি ডলার বাড়তি ব্যয় হয়েছে। রাজস্ব বোর্ডের প্রাথমিক হিসাবে, ২০২১-২২ অর্থবছরে পণ্য আমদানি হয়েছে ১৩ কোটি ৯৪ লাখ টন। ২০২০-২১ অর্থবছরে পণ্য আমদানির পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ৫০ লাখ। অর্থাৎ পণ্য আমদানি ৫৬ লাখ টন বা ৩ দশমিক ৮৬ শতাংশ কমেছে। আমদানি ব্যয়ের লাগাম টেনে ধরতে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে; তার পরও তেমন আমদানি কমছে না অথচ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ধাক্কায় রফতানি আয় কমছে। আমদানিতে জোয়ারের পাশাপাশি বিশ্ববাজারে খাদ্যপণ্য, জ্বালানিসহ সব ধরনের পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে বাণিজ্য ঘাটতি ৩৭ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে ঠেকতে পারে বলে ধারণা করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বিদায়ী অর্থবছরে এই ঘাটতি ছিল ৩৩ বিলিয়ন ডলার।

ধারণা করা হচ্ছে, নতুন অর্থবছরে পণ্য রফতানিতে প্রবৃদ্ধি কমে ১৩ শতাংশে নেমে আসবে। আমদানি ব্যয় বাড়বে ১২ শতাংশ; ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি ২৫ শতাংশ। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সও নিম্নমুখী। সব মিলিয়ে দিন যত যাচ্ছে, অর্থনীতিতে সঙ্কট ততই বাড়ছে। ব্যালেন্স অব পেমেন্টে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে অন্তত ১৬ দশমিক ৫৪ বিলিয়ন ডলার।

সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, জুন মাসে খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ৩৭ শতাংশে, যা মে মাসে ছিল ৮ দশমিক ৩০ শতাংশ যদিও বাস্তব মূল্যস্ফীতি এর চেয়ে অনেক বেশি বলে ধারণা করেন অভিজ্ঞরা।

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪০ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে গেছে যদিও আইএমএফের হিসাব মতে, রিজার্ভের পরিমাণ ৩১ বিলিয়ন ডলার। এ হিসাবেই বর্তমানের রিজার্ভ দিয়ে তিন মাসের বেশি আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী, একটি দেশের কাছে অন্তত তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানোর সমপরিমাণ বিদেশী মুদ্রা মজুদ থাকতে হয়, সেই হিসেবে বাংলাদেশ এখনো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। তবে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে সার্বিক পরিস্থিতি। রিজার্ভের ওপর চাপ কমানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। তার মধ্যে জ্বালানি সঙ্কট মেটানোর জন্য বিদ্যুতে লোডশেডিং অন্যতম। এই লোডশেডিংয়ে শিল্প-কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হয়ে দেশের রফতানির জন্য বুমেরাং হতে পারে। এ ছাড়াও লোডশেডিংয়ের কারণে বেশির ভাগ জায়গায় ডিজেলচালিত জেনারেটর চালানোর ফলে জ্বালানি খরচ আরো বেড়ে যেতে পারে। সুতরাং, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ছাড়া সব ধরনের আমদানি নিরুৎসাহিত নয়, নিয়মের মধ্যে থেকে বন্ধ করা প্রয়োজন। সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশ ভ্রমণ বন্ধ করার কথা বলা হলেও এখনো ব্যাপকভাবে কম প্রয়োজনীয়, এমনকি অপ্রয়োজনীয় কাজে বিদেশ ভ্রমণের খবর বিভিন্ন পত্রিকায় আসছে।

রিজার্ভের চাপে বৈদেশিক মুদ্রাবাজার অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে। সরকারিভাবেই দেশীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে প্রায় শতকরা ১৫ ভাগ; খোলাবাজারে এই অবমূল্যায়ন আরো অনেক বেশি। ব্যাংক আমদানির দায় মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে, ফলে পণ্যের দাম আরো বেড়ে যাচ্ছে।

সেবা খাতের বাণিজ্য ঘাটতিও বেড়েছে। আলোচিত সময়ে সেবা খাতে বাংলাদেশ আয় করেছে ৮৮১ কোটি ডলার। একই সময়ে সেবা খাতে ব্যয় হয়েছে এক হাজার ২৩৪ কোটি ডলার। ফলে সেবা খাতের ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৩৫৩ কোটি ডলার যা আগের অর্থবছরের (২০২০-২০২১) একই সময়ে ছিল ২৫৩ কোটি ডলার।

গত ৩০ জুন ২০২১-০২২ অর্থবছর বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার। আগের অর্থাৎ ২০২০-২০২১ অর্থবছরের একই সময়ে এই ঘাটতি ছিল মাত্র ২ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলার। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল, খাদ্যপণ্যসহ সব ধরনের জিনিসের উর্ধ্বমূল্য আমদানি খরচ বাড়ার একটি কারণ। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নানা উদ্যোগ নেওয়ার পরও আমদানি ব্যয়ের লাগাম টেনে ধরা যাচ্ছে না। আমদানি ব্যয় বাড়লেও এর সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে না রফতানি। করোনাভাইরাস নতুন করে চোখ রাঙাচ্ছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আঘাত তো লেগেই আছে। সিলেট-সুনামগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বন্যায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) জ্বালানি পলিসি নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন। দেশের সর্বোচ্চ মহল থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, আমরা যদি সাশ্রয়ী না হই আমাদের সামনে ভয়াবহ সময় আসছে। দিন শেষে কিন্তু যে ক্রাইসিস ডিমান্ড ও সাপ্লাইয়ের মধ্যে যে গ্যাপ হয়ে গেছে সে গ্যাপ পূরণ করার জন্য আমাদের ইমিডিয়েটলি পদক্ষেপ নিতে হবে। গ্যাস-বিদ্যুতের অপচয় তো বন্ধ করতে হবেই পাশাপাশি কম প্রয়োজনীয় ব্যবহার বন্ধ করতে হবে, যেমন বেপরোয়া গাড়ি চলাচল, এসিতে বসে সারাক্ষণ অফিস করা ইত্যাদি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, আমাদের সবচেয়ে স্বস্তির জায়গা কৃষি উৎপাদন। সুতরাং এই সেক্টরের সার, বীজ, পানি সরবরাহ যেন কোনোভাবেই ব্যাহত না হয়। বিশেষ করে বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ের কারণে আমন ধানের পানি সরবরাহ কোনোভাবেই যেন ব্যাহত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সর্বোপরি শ্রীলঙ্কা যে ভুলটা করেছে সেই ভুলের দিকে খেয়াল রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। শ্রীলঙ্কান অর্থনৈতিক সঙ্কটের পেছনে রাজনৈতিক সঙ্কটও ছিল; দীর্ঘদিন জনমতের বিপক্ষে সরকারের থাকা পরিবারটা ভাবতেই পারেনি শ্রীলঙ্কার মানুষ বিপ্লব ঘটাবে। আমাদের রাজনীতিও পরিবারকেন্দ্রিক। সুতরাং সাবধান হতে হবে, না হয় আমাদেরও শ্রীলঙ্কার মতো ভাগ্য বরণ করতে হতে পারে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হলো, জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হচ্ছে, কী হতে যাচ্ছে তাদের ভাগ্য-জীবন যাপন। এর চেয়েও চ্যালেঞ্জিং হলো, দেশের বিরোধী মত দেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে কেবল বৈশ্বিক কারণ মনে না করে সরকারের ব্যর্থতা, দুর্নীতি, লুটপাট, অব্যবস্থা এবং অপ্রয়োজনীয় অথবা কম প্রয়োজনীয় বৈদেশিক ঋণ নেয়ার কারণে মনে করছে, ফলে তারা সরকারকে সহযোগিতা না করে বরং হাতে তালি দিচ্ছে; অথচ এই সময় প্রয়োজন সবাই মিলে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা, অন্যথায় ভয়াবহ মন্দায় পড়তে পারে দেশ।

লেখক: অর্থনীতিবিদ ও গবেষক

তারুণ্যের অহংকার

বাহাদুর বেপারী

'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্র এবং টানা তিনবারের প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সুযোগ্য সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয়ের আজ ৫২তম জন্মদিন। এ উপলক্ষে তাঁকে জানাই প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর হাতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন জয় ছিলেন মাতৃগর্ভে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে, আর তাঁর পরিবারকে আটকে রাখা হয় ধানমন্ডিরই আরেকটা বাড়িতে। এ পরিস্থিতিতেই জয় জন্মগ্রহণ করেন একই বছরের ২৭ জুলাই। অর্থাৎ জন্মের পর জয় বাংলাদেশের মতোই ছিলেন বন্দি। আবার বাংলাদেশের মতোই জয় মুক্ত হয়েছেন ওই বছরের ১৬ ডিসেম্বর। জয় শুধু বাংলাদেশের সমবয়সীই নন, জন্ম থেকেই উভয়ে চলেছেন পরস্পরের হাত ধরে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে খুন হওয়ার পর বাংলাদেশ আবারও বন্দি হয়ে পড়ে। এবার বাঙালিরূপী ছদ্মবেশী পকিস্তানিদের হাতে। একই সঙ্গে জয়কেও তাঁর মা-বাবার সঙ্গে বরণ করতে হয় নির্বাসিত জীবন। ওই বছরের জুলাই মাসে মা শেখ হাসিনা, খালা শেখ রেহানা ও বোন পুতুলের সঙ্গে পরমাণুবিজ্ঞানী বাবার কর্মস্থল জার্মানিতে না গেলে হয়তো তাঁকেও নানার ভাগ্যই বরণ করতে হতো। কারণ খুনিরা শিশু রাসেলকেও রেহাই দেয়নি। বঙ্গবন্ধুর রক্তের কোনো উত্তরাধিকারকেই ওরা বাঁচিয়ে রাখতে চায়নি। তৎকালীন সামরিক শাসক জিয়ার অনেক বাধাবিপত্তি পেরিয়ে ১৯৮১ সালে ভারতে নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে শেখ হাসিনা দেশে ফেরেন। কিন্তু প্রচন্ড বৈরী পরিবেশের কারণে জয়কে দেশ ছেড়ে প্রথমে ভারত, তারপর যুক্তরাষ্ট্রে চলে যেতে হয়; নির্বিঘ্নে শিক্ষাজীবন শেষ করার জন্য।

১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে জনরায় পেয়ে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে। সেই সঙ্গে শুরু হয় বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের ধারায় ফিরিয়ে আনার কর্মযজ্ঞ। ততদিনে জয়ের শিক্ষাজীবনও প্রায় শেষ হয়ে আসে। মাকে রাষ্ট্র পরিচালনায় সহযোগিতাদানের প্রস্তুতিও নিতে থাকেন তিনি। তারই অংশ হিসেবে তিনি মনোযোগ দেন রাষ্ট্রের ডিজিটাইজেশনের দিকে।

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জন এফ কেনেডি স্কুল অব গভর্নমেন্ট থেকে লোকপ্রশাসনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিলেও জয় তাঁর স্নাতক পর্ব সেরেছেন কম্পিউটার সায়েন্সে- প্রথমে ভারতের বেঙ্গালুরু বিশ্ববিদ্যালয়ে, পরে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ে।

আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ২০০৮ সালের সংসদ নির্বাচনে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ঘোষণার মধ্য দিয়ে। এ ডিজিটাল বাংলাদেশের গুরুত্ব শেখ হাসিনার পাশাপাশি দলের নীতিনির্ধারকদের উপলব্ধি করতে সহায়তা করেন সজীব ওয়াজেদ জয়। এটা নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না যে, ওই নির্বাচনে তাঁর ভূমিকায় শুধু আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা নন, সাধারণ মানুষের মাঝেও এ প্রতীতি জন্মে- তিনি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নেতা।

রাষ্ট্রের উন্নয়ন কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করার জন্য সারা দুনিয়ায় যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তার মধ্যে এটুআই খুবই উদ্ভাবনমূলক বলে ইতোমধ্যে বিশ্বস্বীকৃতি পেয়েছে। এর অংশ হিসেবে জাতিসংঘসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা কর্মসূচিটির সঙ্গে এর উদ্গাতা সজীব ওয়াজেদ জয়কেও পুরস্কৃত করেছে। তিনি যে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম কর্তৃক গত বছর অন্যতম বিশ্ব যুবনেতার (ইয়ং গ্লোবাল লিডার) স্বীকৃতি পেয়েছেন, তার পেছনেও ভূমিকা রেখেছে তাঁর তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশকে পাল্টে দেওয়ার চিন্তা। দেশের তরুণ সমাজকে একদিকে নানা উদ্ভাবনী কাজে উৎসাহ দেওয়া, আরেকদিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্যে তিনি ইয়ং বাংলা নামে যে অভিনব প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। ইয়ং বাংলা একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের তারুণ্যনির্ভর হাজার হাজার সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনকে নানা উদ্ভাবনী কাজে উৎসাহ দিচ্ছে ও তাঁদের মধ্যে সেরাদের বাছাই করে প্রতি বছর পুরস্কার দিচ্ছে।

তরুণদের নিয়ে জয়ের নানা কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা বিষয় বেশ স্পষ্ট- নানা ও মায়ের মতো সহজাত নেতৃত্বগুণ অনেকাংশেই তাঁর মধ্যে আছে। নেতৃত্বগুণ তাঁর বাবা ড. ওয়াজেদ মিয়ারও ছিল। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসরণকারী কিছু মহল বাদে সবাই মনে করে, আওয়ামী লীগের আগামী নেতৃত্বও আসতে হবে বঙ্গবন্ধুর উত্তরাধিকার থেকে। এ অবস্থায় যদি বলা হয়, বাংলাদেশ তাকিয়ে আছে সজীব ওয়াজেদ জয়ের দিকে, তাহলে নিশ্চয় ভুল বলা হবে না।

লেখক: সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ



মুসলিম বিশ্বে অনাগ্রাসন চুক্তি

মাসুম খলিলী

বর্তমানে বিশ্বব্যবস্থা এক নতুন ক্রান্তিকালে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠান্ডাযুদ্ধ-পরবর্তী নিরাপত্তাব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার পর, তার প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়নি। পেশা, আয় বণ্টনে বৈষম্য ও বাস্তুচ্যুত মানব প্রবাহে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের পরিস্থিতি মনে করিয়ে দেয়। বিদ্যমান একমেরু ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমের যে একতরফা আধিপত্য রয়েছে তাকে চ্যালেঞ্জ করতে শুরু করেছে চীন ও রাশিয়া।

এই চ্যালেঞ্জ শুধু সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব বা আধিপত্যের ক্ষেত্রে সীমিত নেই। চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যেটি শুরু হয়েছিল এবং যার পথ ধরে বৈশ্বিক বিনিময় মুদ্রা হিসাবে ডলারের একচ্ছত্র প্রাধান্য ও বাণিজ্য লেনদেনে তথ্য পরিষেবা ব্যবস্থা সুইফটের নিয়ন্ত্রক ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২০০৩ সালে ব্রিকসের যাত্রার পরবর্তী দশক থেকে বিকল্প বিশ্বব্যবস্থা নির্মাণের উদ্যোগ গতি লাভ করে। ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া দখলের পর রাশিয়ার উপর পশ্চিমা দেশগুলোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আর ডোনাল্ড ট্রাম্পের চীনের বিরুদ্ধে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু করার পর এই রূপান্তর প্রক্রিয়া দ্রুততা লাভ করে এবং রাশিয়া ও চীনের মধ্যে কৌশলগত মৈত্রী দৃঢ়তা পায়। রাশিয়া গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে হামলা চালালে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা দেশগুলো চরম অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্বশক্তিগুলোর সুস্পষ্ট বিভাজন ও মেরুকরণ হয়। ৫ মাস ধরে চলা ইউক্রেন যুদ্ধের সমাপ্তির কোনো লক্ষণ এখনও নেই। তবে বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থায় একটি ফাটল ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থায় মুসলিম দেশগুলো

বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থায় মুসলিম দেশগুলোর জোরালো উপস্থিতি নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মুসলিম দেশগুলো মূলত দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি উদ্যোগ ছিল ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা বা ওআইসি গঠন এবং ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা। বিশ্বের সব মুসলিম দেশ ওআইসির সদস্য হিসাবে একধরনের ঐক্যের সুতায় বাঁধা থাকলেও ঔপনিবেশিক শক্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে এমনই বিভাজন রেখা টেনে গেছে যাতে এক দেশের সাথে আরেক দেশের শত্রুতার বীজ বপন হয়ে আছে। জাতিরাষ্ট্র হিসাবে অধিকাংশ দেশই উম্মাহর স্বার্থকে জাতি স্বার্থের পরে স্থান দেয়। এতে এক দেশের সাথে আরেক দেশের ভৌগোলিক সীমারেখা, নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস এবং জাতিগত ধারণা ও বিশ্বাসের সূত্রে বিরোধ আরো গভীরে শিকড় ছড়ায়। এই বিভাজন এমনভাবে বজায় রাখা হয়েছে যাতে বৈরিতা মাঝে মধ্যে বৈশ্বিক সমরাস্ত্রশিল্প চাঙ্গা থাকার মতো যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়। আর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিকাশের পরিবর্তে এসব দেশ পশ্চিমের উপর নির্ভরশীল থেকে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকান ও এশীয় দেশগুলোর স্বাধীনতা লাভের সুযোগ ছিল, কারণ ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স দুর্বল হয়ে ঔপনিবেশিক শক্তি হারিয়েছিল। এসব অঞ্চলে পশ্চিমা প্রভাব হ্রাস পাচ্ছে। উপনিবেশবাদীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব দুর্বল। পশ্চিমের নেতা যুক্তরাষ্ট্র, যে দেশেই হস্তক্ষেপ করেছে সেখানেই কখনো শৃঙ্খলা ফেরাতে পারেনি। সঠিকভাবে কোনো কর্মসূচিও পরিচালনা করতে পারেনি। আফগানিস্তান বা ইরাকের অভিজ্ঞতা ছিল বিপর্যয়কর।

ইসলামী দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃবিরোধ এসব দেশে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর প্রভাব ও দখল সহজতর করে। বর্তমানে সৌদি আরব ও ইরান পরস্পরকে হুমকি হিসেবে দেখছে। ইরান এবং তুরস্কের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে হলেও তাদের মধ্যে আঞ্চলিক শক্তি হওয়ার লড়াই সবসময় চলে। পাকিস্তানের সমস্যা ভারত থেকে উদ্ভূত। উপসাগরীয় দেশগুলো রয়েছে সৌদি আরবের অন্তস্তলে। কয়েক বছর আগে কাতার সঙ্কটে তারা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। কুয়েতে ইরাকের আক্রমণ ও মার্কিন দখলদারিত্ব তাদের কারো পক্ষেই যায়নি। আফ্রিকার বেশির ভাগ দেশে স্থিতিশীলতার সমস্যা আছে, প্রশাসনে রয়েছে দুর্বলতা।

ইসলামী বিশ্বের জন্য দু'টি অস্তিত্বগত বিপদ অপেক্ষা করছে। প্রথমটি হলো ইসলামী বিশ্বের অভ্যন্তরীণ পতন। দ্বিতীয়টি হলো ইসলামের অভ্যন্তরীণ 'পতন'। এর সাথে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা উৎস, যেমন কুরআন এবং নবী মুহাম্মদ সা:-এর ঐতিহ্যের সাথে সংযোগ দুর্বল করা এবং সময়ের সাথে সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছিন্ন করা জড়িত। অভ্যন্তরীণভাবে ইসলামিক বিশ্বকে ভেঙে ফেলার লক্ষ্যে নেয়া প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো সুন্নিবিশ্ব এবং শিয়াবিশ্বকে একে অপরের বিরুদ্ধে নিয়ে আসা। দেশগুলোকে মুখোমুখি দাঁড় করানো। ইসলামের মূল বিশ্বাস আদর্শের সুতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আত্মপরিচয় ভুলিয়ে দেয়া।

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে অনাগ্রাসন চুক্তি

এমনই অবস্থায় একটি গুণগত পরিবর্তনের জন্য ২০১৮ সালে তুরস্ক যখন ওআইসির সভাপতির দায়িত্বে ছিল তখন তুর্কি শিক্ষাবিদ লেখক ও ইস্তাম্বুল মেডিপোল ইউনিভার্সিটির যোগাযোগ বিভাগের অধ্যাপক ইহসান আকতাস মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে একটি অনাগ্রাসন চুক্তির প্রস্তাব করেন। সম্প্রতি কাতারের আমির তুরস্ক ও ইরানের কাছে একই ধরনের প্রস্তাব দিয়েছেন। এর পথ ধরে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ব্যাপকভিত্তিক বা অঞ্চলভিত্তিক এই অনাক্রমণ চুক্তি হতে পারে।

অধ্যাপক ইহসান আকতাস উল্লেখ করেন, প্রথম ধারণা হিসাবে, শক্তিশালী মুসলিম রাষ্ট্রগুলো একত্র হতে পারে এবং একটি অ-আগ্রাসন চুক্তি গঠন করতে পারে। তুলনামূলকভাবে নিরাপদ তুর্কি রাষ্ট্রগুলো এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, লিবিয়া গৃহযুদ্ধে টুকরো টুকরো হবার উপক্রম হয়। তখন লিবিয়া ইস্যুতে পাঁচটি মুসলিম দেশ তুরস্কের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তুরস্ক সক্রিয় ভূমিকা না নিলে লিবিয়া আজ সিরিয়ায় পরিণত হতে পারত। অনেক পশ্চিমা দেশ হানাদার হয়ে আসত; লিবিয়ানরা হয়তো আরো ৫০ বছর ধুঁকতে থাকত।

অনাগ্রাসনের একটি ইসলামী চুক্তির ধারণা প্রথম নজরে অনেকের বিরক্তিকর মনে হতে পারে। কারণ ২০০ বছর ধরে, পশ্চিমারা বিশ্বব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা স্থাপত্যের অবয়ব দিয়েছে। মুসলিম দেশগুলো নিজেদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের কারণে পশ্চিমাদের দখলদারিত্ব, শোষণ বা কারসাজির শিকার হয়েছে। এ ধরনের চুক্তি মুসলমানদের একে অপরের সাথে সম্পর্কিত নিরাপত্তা উদ্বেগ হ্রাস করবে এবং একইভাবে তারা পশ্চিমাদের অবাঞ্ছিত প্রভাব থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে সক্ষম হবে।

একটি বিষয় স্মরণীয়, ইসলামের উত্থান ও প্রাধান্য যে এশিয়ায়, সেই মহাদেশটিই ইতিহাসের বেশির ভাগ সময় বিশ্ব শাসন করেছে। উপরন্তু, অটোমান রাষ্ট্র ৪০০ বছর ধরে ইউরোপীয় ব্যবস্থার মধ্যে দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান ছিল। বিশ্বের ঐতিহ্যগত নিরাপত্তা দৃষ্টান্ত আজ ভেঙে পড়েছে। এখন ন্যায়বিচার ও সহানুভূতিভিত্তিক একটি নতুন ব্যবস্থা প্রয়োজন। নতুন বিশ্বব্যবস্থাকে অবশ্যই উন্নত মানব মনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আধুনিক সমাজের নিরাপত্তা ও কল্যাণের চাহিদা পূরণে সক্ষম হতে হবে।

ইউরোপের পক্ষে এমন নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা আর সম্ভব বলে মনে হয় না। এ ধরনের পদক্ষেপের জন্য মুসলমানদেরকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। ইসলামিক দেশগুলোর অনাগ্রাসন চুক্তি প্রতিষ্ঠা তৃতীয় মুসলিম পুনর্জাগরণের সূচনাও হতে পারে- কারণ এই জাতীয় ধারণাগুলো কেবল নিরাপদ পরিবেশে বিকাশ লাভ করে। ইসলামিক দেশগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর এসব দেশের উপর প্রভাব ও শোষণকে শক্তিশালী করে। অনেকের মতে, পশ্চিমা দেশগুলো এই ধরনের পরিস্থিতিতে সরাসরি হস্তক্ষেপ করবে। ধারণা হিসাবে এটি ওআইসিতে সভায় গৃহীত হলে পরে পর্যায়ক্রমে বা অঞ্চলভিত্তিক তা বাস্তবায়ন হতে পারে।

পশ্চিমা ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসলামী দেশগুলোর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। বর্তমানে ইরান, সৌদি আরব, ইয়েমেন, মিসর, লেবানন, কাতার, সিরিয়া প্রভৃতি ইসলামী দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ তাদের দুর্বল করে দিচ্ছে। ফলে এসব দেশের প্রায় সব সম্পদই অস্ত্রের জন্য পশ্চিমাদের কাছে চলে যাচ্ছে। তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, আফ্রিকার সমস্ত সম্পদ- যে অর্থ মানব কল্যাণে ব্যয় করার কথা তা অস্ত্র এবং স্বৈরশাসকদের উচ্ছৃঙ্খলতায় ব্যয় করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা তার প্রতিপক্ষ শক্তি প্রকৃতপক্ষে মুসলিম বিশ্বে কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র চায় না, যার মধ্যে রয়েছে তুরস্ক, ইরান বা সৌদি আরব। ফলে তারা এসব রাষ্ট্রের বিরোধ নানাভাবে জাগিয়ে রাখতে চায়। ইসলামী সম্মেলনে ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্রগুলো অর্থাৎ তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মিসরের ক্ষমতাবান হওয়া ভবিষ্যতের জন্য আশাব্যঞ্জক। আগে তেলসমৃদ্ধ আরব দেশগুলো বেশি কার্যকর ছিল। এখন এর সাথে প্রযুক্তি ও সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক অগ্রসর দেশগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এখন, ওআইসি, বিশেষ করে শক্তিমান ইসলামী দেশগুলো একটি অনাগ্রাসন চুক্তির উদ্যোগ নিতে পারে। তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান, মিসর এবং সৌদি আরব যদি একটি অনাগ্রাসন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে তবে ক্ষমতাধর পশ্চিমা কোনো দেশ এদের শাসকের দিকে আঙুল নাড়তে অক্ষম হবেন এবং বলতে পারবেন না, এটি যদি আমার জন্য না হয় তবে আপনি ১৫ দিনের বেশি সময় টিকে থাকতে পারবেন না। অথবা অন্য কোনো দেশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আগে সাতবার ভাবতে হবে।

২০১১ সালে তুর্কি অর্থনীতি একটি মডেল অর্থনীতি ছিল। আরব বসন্তের সময় যে যুবকরা রাজপথে সমবেত হয়েছিল, তারা বিদ্রোহ করেছিল, তুরস্কের মতো দেশে থাকতে চায়। অর্থনীতি, গণতন্ত্র এবং চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তুরস্কের অর্জন আরবকে প্রভাবিত করেছিল। একইভাবে, ইরানও অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করে। আজ তুরস্ককে বাধা দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, ২০১১ সালে তুরস্কের অর্থনীতিতে আক্রমণ করে দেশটিকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ইরানের উপর সরাসরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রেখেছে। যেখানে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব ভেবেছিল যে তারা বিশ্বকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করছে, যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে তাদের রক্ত চুষে তাদের পঙ্গু করে দিয়েছে। এই দিন থেকে, মুসলিম দেশগুলো যদি প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে একটি অনাগ্রাসন চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে, তবে একটি গুরুতর নিরাপত্তা সমস্যার সমাধান হতে পারে, অন্তত বড় কিছু শুরু করার জন্য এই স্বস্তির বিশেষ প্রয়োজন।

যুদ্ধ নয় আলোচনায় সমাধান

সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ এমন একটি সমস্যা যা তুরস্ক এবং ইরান সমাধান করতে পারে। কিন্তু পরাশক্তিরা সিরিয়াকে এমন এক এলাকায় পরিণত করেছে যেখানে মুসলমানদের হত্যা করে মুসলিম ভূমিতে একে অপরের সাথে লড়াইয়ের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। এখন তুরস্ক সেদেশে আশ্রিত সিরীয় শরণার্থীদের জন্য উত্তর সিরিয়ায় একটি বাফার জোন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ইরান সরাসরি এর বিরোধিতা করছে। আস্তানা প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর চার বছরেও এর কোনো সমাধান হয়নি। তেহরানে তিন নেতার শীর্ষ বৈঠকেও এর সমাধান সূত্র এসেছে বলে মনে হয় না। ইরান বা তুরস্ক কেবলই জাতীয় স্বার্থ দেখলে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের সমাধান হবে না। আন্তরিকভাবে প্রধান প্রধান মুসলিম দেশ অনাগ্রাসন চুক্তি স্বাক্ষর করলে তারা বিরোধের ক্ষেত্র একপাশে সরিয়ে ইতিবাচক দিকগুলো নিয়ে সামনে এগোতে পারে। আর সংবেদনশীল বিরোধগুলোর ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে সমাধান করতে হবে। সিরিয়ার মতো একইভাবে, যদি এই অনাগ্রাসন চুক্তি হয় তবে ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধ সম্ভবত আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

গত দুই শতাব্দী ধরে ইসলামী বিশ্ব তার শারীরিক ও মানসিক স্বাধীনতা হারিয়েছে। একটি সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতিতে, সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোকে এখনো মুসলিম দেশ বলে মনে হচ্ছে। 'ইসলামী বিশ্ব'-এর মতো কোনো জায়গা পৃথিবীতে নেই যাদের জনগণকে মানসিকভাবে ক্রীতদাস করা হয়েছিল, পরে নির্মূল করা হয়েছিল, যাতে সাম্রাজ্যবাদীরা সহজেই তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তারা যেখানে খুশি সেখানে দখল কায়েম করে, তারা যে দেশে চায় সেখানেই অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং যেকোনো নেতাকে তারা ক্ষমতাচ্যুত করে। ইরাক আগ্রাসনের পর মধ্যপ্রাচ্য, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকান ও এশিয়ান দেশগুলোর ঘটনার দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে, শুধু ইসলামী বিশ্বই নয়, পশ্চিমারা ছাড়া বাকি বিশ্বের মানুষও গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের স্বাধীনতা হারিয়েছে!

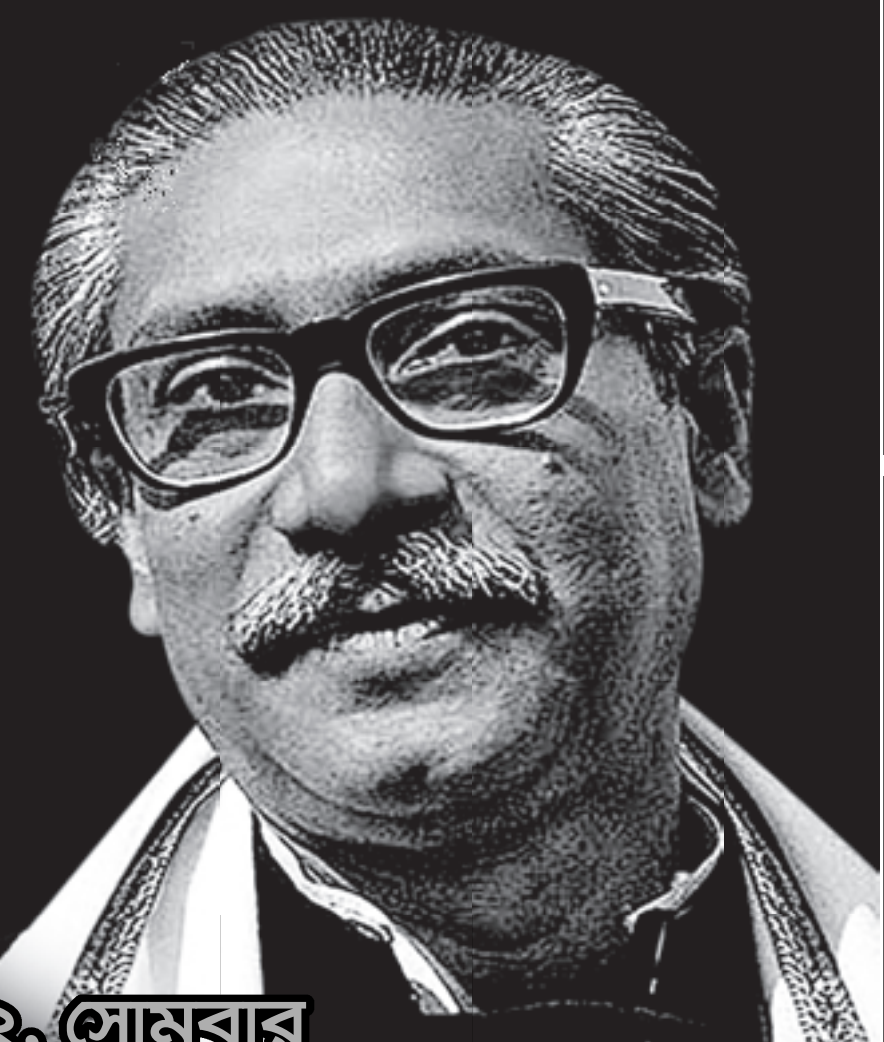
সম্প্রতি, তুরস্কের নিরাপত্তা দৃষ্টান্ত এবং বড় রাষ্ট্রগুলোর সাথে মোকাবেলা করার বা সমান স্তরে আলোচনা করার ক্ষমতার পরিবর্তনগুলো ইসলামী বিশ্ব, আফ্রিকান এবং দক্ষিণ আমেরিকান দেশগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই দেশগুলো তুরস্কের সাথে একটি পরমাত্মিক অংশীদারিত্ব তৈরি করেছে এবং তাদের ভবিষ্যৎ ও তুরস্কের ভাগ্যের মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছে। তুরস্কের ঐতিহাসিক পটভূমি এই ধরনের প্রতীকী মূল্য গঠনে ভূমিকা পালন করে। তুরস্কের এই শক্তিশালী ভাবমর্যাদা তৈরির আরেকটি কারণ, নেতৃত্বের প্রভাব। রাষ্ট্রপতি রজব তৈয়ব এরদোগান একটি মহান তুরস্কের প্রতীকী মূল্য উত্থাপন করেছেন।

পৃথিবীর কোনো দেশ একা থাকে না। জোটবদ্ধ হয়ে সহাবস্থান করে। বিরোধ জিইয়ে রেখে কোনো দেশই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে পারে না। বর্তমান ক্রান্তিকালে অভিন্ন মুসলিম স্বার্থের ব্যাপারে এক হতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে ইসলামী বিশ্ব একটি সমান্তরাল শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে।

ইউরোপের পক্ষে এমন নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা আর সম্ভব বলে মনে হয় না। এ ধরনের পদক্ষেপের জন্য মুসলমানদেরকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। ইসলামিক দেশগুলোর অনাগ্রাসন চুক্তি প্রতিষ্ঠা তৃতীয় মুসলিম পুনর্জাগরণের সূচনাও হতে পারে- কারণ এই জাতীয় ধারণাগুলো কেবল নিরাপদ পরিবেশে বিকাশ লাভ করে। ইসলামিক দেশগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর এসব দেশের উপর প্রভাব ও শোষণকে শক্তিশালী করে।



১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস



১৫ আগষ্ট ২০২২, সোমবার

বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকীতে
তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায়

দোয়া মাহফিল তবারক বিতরন

স্থানঃ ৩৭-২২, ৭৩ স্ট্রীট (নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে), সময়ঃ দুপুর ৪.০০টা থেকে রাত১০.০০টা

সভাপতি	আহ্বায়ক	সদস্য সচিব	সাধারণ সম্পাদক
সাকিল মিয়া	মীর নিজামুল হক	সোহেল গাজী	মোঃ আলম নমি

যুগ্ম আহ্বায়কঃ মোঃ এ আজাদ, আব্দুল হামিদ, যুগ্ম সদস্য সচিবঃ মোঃ মাহবুব রহমান, হাজী এনাম

তত্বাবধায়নেঃ শাহ জে চৌধুরী প্রধান সমন্বয়কারীঃ মইনুল ইসলাম প্রধান পৃষ্ঠপোষকঃ আসিফ বারী টুটুল

চেয়ারম্যানঃ মামুন মিয়াজী চেয়ারপার্সনঃ বিপ্লব সাহা কো-চেয়ারপার্সনঃ সাখাওয়াত বিশ্বাস

পৃষ্ঠপোষকঃ তারেক হাসান খান, ফাহাদ সোলাইমান, জেড আর চৌধুরী (লিটু), নুরুল আজিম, আহসান হাবিব

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ মোঃ মানিক বাবু, শেখ নোমান পলাশ, আসাদুল ইসলাম আসাদ, মোঃ হাসনাত হাসান। মিয়া মোঃ দুলাল, শাহীন চৌধুরী, আফতাব জনি, আকরাম হোসেন বিপ্লব, নিহার সিদ্দিকী, আলমগীর খান আলম,মোঃ সায়েম উল্লাহ, মুক্তা মিয়া,গোপাল সান্যাল, ওয়াসীম, নান্টু মিয়া, আব্দুল মালেক, গনেশ কীর্তনীয়া, মোঃ রাদবি, শাহরিয়ার হোসেন, শোভন, কবির চৌধুরী জসী, কামরুজ্জামান বকুল এবং মতিন।

উপদেষ্টা পরিষদঃ হারুন ভূঁইয়া, এম এ আজিজ, জয়নাল আবেদিন, রাশেদ আহমেদ, ইশতিয়াক রুমী, সিরাজুল হক কামাল, মহসিন ননী, কামরুজ্জামান কামরুল, প্রদিপ সাহা, কাজী শাম-সুদ্দোহা, মনসুর চৌধুরী, পিয়ার আহমেদ, মোল্লা মাসুদ, রফিকুল আহমেদ, ফাহাদ সোলায়মান, ইকত্তারুজ্জামান রতন, মোঃ কবির রতন, বিদ্যুৎ দাস, জে মোল্লা সানি, এলিন রহমান, দেবাশীষ দাস বব, শফিউদ্দিন মিয়া, শাহাদাৎ হোসেন, মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান এবং নূরুল আমিন বাবু।

সহযোগিতায়ঃ মঈনুল ইসলাম, শাহ জে চৌধুরী, বারী হোম কেয়ার, আশরাফুল আলম খোকন, হাজী এনাম, ডেরা রেষ্টুরেন্ট, ফাহাদ সোলায়মান, নুরুল আমিন বাবু, এ্যাটর্নী মঈন চৌধুরী, মেজবাহ আবেদীন, শেখর কৃষ্ণা, ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন, শাহ নেওয়াজ, সি কে (অভি) , মনসুর চৌধুরী (হাটবাজার), প্রিমিয়াম সুইটস, মামা'স রেষ্টুরেন্ট, ফরহাদ রেজা, হাসান জিলানী, সান্টু ভাই, লাবনিয়া, মোহাম্মদ আলী, মোঃ কে. ভূইয়া, গোলাম হাসান, রফিকুল ইসলাম, আক্তার ভূঁইয়া, আক্তারুর রহমান মামুন, রনি, মোঃ কামরুজ্জামান, আহসান হাবীব, মোঃ জাহিদ মিয়া, মোঃ নাজের উদ্দিন, সাঈদ খান, রাজু আহমেদ, মফিজুর রহমান, জেবিবিএ এবং ডা. তৌহিদ শিবলী,

আয়োজনেঃ

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপ্লু ভাদাড়
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn





Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

বিশ্ববিদ্যালয় কি যৌন হয়রানি আর খুনের জায়গা

আমিনুল ইসলাম

কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র‍্যাঙ্কিং নিয়ে বেশ আলোচনা হয়েছে। 'কেন বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো র‍্যাঙ্কিংয়ে স্থান করে নিতে পারে না? কেন আমরা এত পিছিয়ে?'–এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা নানা মতামত দিয়েছেন। দেখেশুনে মনে হয়েছে, কেউ বুঝতেই পারছে না, কেন আমরা শিক্ষা ও গবেষণায় এত পিছিয়ে। বিশেষজ্ঞদের মতামত শুনলে যে কারও মনে হতেই পারে, এটি বোধ করি জটিল কোনো বিষয়!

গত কয়েক দিনে দেশের নামকরা তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় দেশের গণমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছে। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে এক নারী শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানি করা হয়েছে। তাঁকে বিবস্ত্র করে ভিডিও ধারণ করা হয়েছে। এ কাজ করেছেন সেই বিশ্ববিদ্যালয় ও বাইরের একটি কলেজের কয়েক ছাত্র। এ ঘটনার পর ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেছেন। এ ঘটনার বিচার চেয়েছেন। দিন দুয়েক আগে দেশের একটি টেলিভিশন চ্যানেলে এসে বিশ্ববিদ্যালয়টির এক শিক্ষক (যিনি একটি দায়িত্বশীল পদেও আছেন) বলেছেন, 'সব জায়গায় তো আর নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব নয়।' চিন্তা করা যায়! একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বলেছেন, ক্যাম্পাসের ভেতর তাঁরা শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে পারবেন না!

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। একটি আবাসিক হলের ছাত্র অভিযোগ করে বলেছেন, হলের ভেতর একটি 'পলিটিক্যাল রুম'-এ নিয়ে তাঁর ওপর শারীরিক নির্যাতন করা হয়েছে। এ ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাব্যক্তিদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, এ আর এমন কী! আবাসিক হল তো শিক্ষার্থীদের থাকার জায়গা। সেখানে 'পলিটিক্যাল রুম' কেন থাকবে? এসব জিজ্ঞাসা করলে অবশ্য কর্তাব্যক্তিরা দিব্যি অস্বীকার করে বলেন, কোথাও এমন কোনো রুম নেই। অথচ আমরা সবাই বুয়েটের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনাটি জানি। এরপরও কোথাও কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

তৃতীয় ঘটনাটি ঘটেছে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বহিরাগত তিন ছিনতাইকারী ক্যাম্পাসের ভেতরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে। মোবাইল ও ম্যানিব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার সময় বাঁধা দিলে ছিনতাইকারীরা ছুরি দিয়ে আঘাত করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় তো কোনো খোলা জায়গা নয়। এর তো একটা আলাদা ক্যাম্পাস আছে। সেখানে কীভাবে ছিনতাইকারীরা ঢুকে একজন শিক্ষার্থীকে হত্যা করে পালিয়ে যেতে পেরেছে? তাহলে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা কোথায়?

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় কোথাও কোনো দায়বদ্ধতা নেই। দায় কাঁধে নিয়ে পদত্যাগ করার সংস্কৃতি নেই। কর্তাব্যক্তিদের কাজ হচ্ছে স্রেফ 'তদন্ত' করে বেড়ানো। এদিকে শিক্ষার্থীদের যদি নিজেদের নিরাপত্তার জন্য আন্দোলন করতে হয়, তাহলে শিক্ষা ও গবেষণার কাজ কীভাবে চলবে?

দেশের তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই তিন ঘটনা পরপর ঘটেছে। কোথাও শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানি করা হয়েছে। সেখানে তাঁরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য আন্দোলন করেছেন। কোথাও আবাসিক হলের ছাত্রকে একটা রুমে নিয়ে গিয়ে পেটানো হয়েছে। সেই ছাত্রও নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন করেছেন। আবার ক্যাম্পাসের ভেতরেই এক ছাত্রকে ছুরি মেরে হত্যা করা হয়েছে। সেখানেও শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করেছেন নিরাপত্তা চেয়ে।

এদিকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তাব্যক্তিরা খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা করছেন, কেন বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় কোনো র‍্যাঙ্কিংয়ে খুঁজে পাওয়া যায় না! এত ঘটনার পরও কোথাও কোনো শিক্ষককে কিংবা কর্তাব্যক্তিদের দেখা যায়নি দায় কাঁধে নিয়ে পদত্যাগ করতে। সবাই এসে বলছেন, ঘটনার তদন্ত করা হবে। তাহলে ঘটনা যে ঘটে গিয়েছে, এর দায় কে নেবে? এরপর যদি এর চেয়েও ভয়াবহ ঘটনা ঘটে, তখনো নিশ্চয় তাঁরা এসে বলবেন, আমরা সঠিক তদন্ত করে ব্যবস্থা নেব!

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় কোথাও কোনো দায়বদ্ধতা নেই। দায় কাঁধে নিয়ে পদত্যাগ করার সংস্কৃতি নেই। কর্তাব্যক্তিদের কাজ হচ্ছে স্রেফ 'তদন্ত' করে বেড়ানো। এদিকে শিক্ষার্থীদের যদি নিজেদের নিরাপত্তার জন্য আন্দোলন করতে হয়, তাহলে শিক্ষা ও গবেষণার কাজ কীভাবে চলবে?

ছোটবেলায় পড়েছিলাম 'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড'। সেই মেরুদণ্ডকে ভেঙে পুরো জাতিকে পঙ্গু করে দেওয়ার যে সংস্কৃতি আমরা এর মধ্যেই চালু করে ফেলেছি, এর মাশুল আমাদের কীভাবে দিতে হয়, এখন কেবল সেটিই দেখার অপেক্ষা।

লেখক: সিনিয়র লেকচারার এস্তনিয়ান এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ইউ-নিভার্সিটি।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com





বাংলাদেশী আমেরিকান স্কুল সেফটি অফিসারদের বনভোজন অনুষ্ঠিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কর্মরত বাংলাদেশী স্কুল সেফটি অফিসারদের সংগঠন বাংলাদেশী-আমেরিকান স্কুল সেফটি অ্যাসোসিয়েশন (বাসসা) আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক বনভোজন গত ২৪ জুলাই রোববার নিউইয়র্কের লংআইল্যান্ডের বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত স্কুল সেফটি অফিসারগণ ও তাদের পরিবারের সদস্যরা যোগ দেন এই মিলনমেলায়। প্রকৃতির নয়নাভিরাম সবুজে ঘেরা বেলমন্ট লেক স্টেট পার্কের ব্রিচ প্যাভিলিয়ন পিকনিকের স্থানটি হয়ে ওঠে যেনো একটুকরো বাংলাদেশ।

বনভোজন শুরু হয় সকাল দশটায়। সকাল থেকেই নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকা থেকে অংশগ্রহণকারীরা জড়ো হতে থাকেন। সকাল সাড়ে দশটার দিকে সকালের নাশতা বিতরণ করা হয়। দেশী আমেজে গরমের আরাম তরমুজ, কলা ও বিভিন্ন রকমের ফাস্ট ফুড দিয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয় এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকোল শিশুদেরকে হরেক রকমের খেলনা উপহার দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত অতিথী নিউইয়র্ক পুলিশের স্কুল সেফটি ডিভিশনের কুইন্স নর্থ কমান্ডার বরো ক্রিস্টিয়ান রাঙ্গেল, ব্রুকলীন নর্থ বরো কমান্ডার জোসেফিন টোরলন এবং এক্সো সোটো তারাও সবার সাথে খেলাধুলা ও আনন্দে মেতে ওঠেন।

সকালের নাস্তা গ্রহণের পর শুরু হq মূল পর্ব ছোটদের ও বড়দের খেলাধুলার অনুষ্ঠান। এতে স্কুল সেফটি অফিসারদের পরিবার ও সন্তানেরা অংশ নেয়। বিভিন্ন রকম দৌo প্রতিযোগিতা, বালিশ যুদ্ধ, হাঁড়িভাঙা খেলাসহ নানান রকম খেলায় অংশ নেয় প্রতিযোগিরা। শরিফ খান, লোকমান, শিবলী, মাহমুদুর খান ও মোহাম্মদ হালিম পুরো সময় জুড়ে খেলাধুলার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

দুপুরে ছিলো সম্পূর্ণ বাঙালী ভুরিভোজের আয়োজন। খাসি ও মুরগির মাংস, পোলাও, সবজি, কাবাব, সালাদ ছাড়াও ছিলো দেশীয় স্বাদের পায়েস। খাবারের দায়িত্বে ছিলেন আনোয়ার, রাহি, শফিক, তৌহিদ, রিপা, মহিতুর, পারভীন ও শারমিন।

দুপুরের খাবারের পর শুরু হয় পরিচিতি পর্ব এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাসসা সদস্য ও তাদের পরিবারের মধ্য থেকে অনেকেই সংগীত পরিবেশন করেন। বাসসার নিয়মিত শিল্পী ঝুলন সেন পুরো অনুষ্ঠান মাতিয়ে রাখেন। তার দরদভরা কণ্ঠে সবাই বিমোহিত হন। এসময় গানের তালে বাসসা সদস্যরা ছন্দময় নৃত্য করেন।

সবশেষে ছিলো পুরস্কার বিতরণী ও আকর্ষণীয় রাফেল ড্র। তরিকুল ইসলামের সাবলীল উপস্থাপনায় উপস্থিত সবাই মিলাতে থাকেন টিকিটের নাম্বার। রাফেল ড্রতে ছিলো সোনার চেইন, টিভি, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, স্মার্ট ফোন সহ অনেক আকর্ষণীয় সব পুরস্কার।

বাসসা সভাপতি মোহাম্মদ মাসুম মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম মিঠু জানান, বাংলাদেশী আমেরিকান স্কুল সেফটি অফিসার ও তাদের পরিবার সমূহের মাঝে পারস্পারিক যোগাযোগ ও পরিচয় ঘটানো এবং পারস্পরিক সহযোগীতার মনোভাব গড়ে তোলার জন্যই তারা এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন এবং ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services
Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC
Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

ডি-এইট : পঁচিশ বছরেও কেন সফল নয়

ঢাকা ডেস্ক: ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো ডি-এইট সম্মেলন। তিনটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশ সফর বাতিল করায় ঢাকায় ডি-এইট মন্ত্রী পর্যায়ের একটি বৈঠক শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলো হাইব্রিড পদ্ধতিতে। অর্থাৎ কিছু দেশের মন্ত্রী এতে যোগ দেবেন সরাসরি, তিনটি দেশের মন্ত্রীরা যোগ দেবেন অনলাইনে। বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় এই বৈঠক উদ্বোধন করেন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত থেকে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাসের প্রকোপ বেড়ে যাওয়ার কারণে এই হাইব্রিড বৈঠকের আয়োজন। সম্মেলনে আসার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে সফর বাতিল করেন ইরান, পাকিস্তান ও তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিনা রাব্বানি খার যদি এই সফরে আসতেন তাহলে সেটি হতো বহু বছর পর পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোনো শীর্ষস্থানীয় নেতার প্রথম বাংলাদেশ সফর। উনিশ শ' সাতানব্বই সালের জুন মাসে তুরস্কের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেচমেতিন আরবাকান ডি-এইট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

ডি-এইট অর্গানাইজেশন ফর ইকনোমিক কো-অপারেশনের সদস্য দেশ বাংলাদেশ, তুরস্ক, ইরান, মিসর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও নাইজেরিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি, বিশ্বের বাজারে তাদের অবস্থান উন্নত করা ছিল এই জোট গঠনের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ২৫ বছর পরে এসে দৃশ্যত এই জোটের কোনো ধরনের অর্জন দেখা যাচ্ছে না।

উদ্যোগের অভাব: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ে কাজ করেন বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডির বিশেষ ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলছেন, একদম শুরুতে এই জোট একধরনের রাজনৈতিক বার্তা দিতে চেয়েছে; কিন্তু যে ধারণার ওপর ভিত্তি করে এই জোট তৈরি হয়েছে তার বাস্তবায়নে পরে কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। পরের দিকে কোনো নেতা এটিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে জোরালো ভূমিকা পালন করেননি। তার ভাষায়, 'অর্থনৈতিক সহযোগিতা গভীর করার জন্য একে- অপরকে ট্যারিফ সুবিধা দেয়া, নিজেদের মধ্যে বিনিয়োগ বাড়ানো, রিজিওনাল গ্রুপিং করা যার মাধ্যমে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো নিজেদের মধ্যে অগ্রাধিকারমূলক বাজার ব্যবস্থা তৈরি করা এসব কিছুই করা হয়নি। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পণ্য পরিবহন ও মানুষজনের যাতায়াত সহজ করা হয়নি। দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে বাণিজ্যের ভলিউম বাড়ানো, কোনো ধরনের উদ্যমী উদ্যোগ কোনো দেশ বা কোনো নেতার পক্ষ থেকে নিতে দেখা যায়নি।' ডি-এইটের সদস্য দেশগুলো প্রত্যেকে অন্য আরো জোটের সদস্য। প্রত্যেকেই অন্যান্য আঞ্চলিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী। যেমন বাংলাদেশ রয়েছে বিমসটেকে। অন্য দিকে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া আসিয়ানের সদস্য। ইরান ও তুরস্কের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক চুক্তি রয়েছে। আবার তুরস্ক চায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হতে। ইইউ-এর সাথে তাদের রয়েছে বাণিজ্যিক চুক্তি। 'যে আঞ্চলিক চুক্তি বা জোট বেশি স্বার্থ সংরক্ষণ করে সেটি এ ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। ডি-এইটের মাধ্যমে এর সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ সেভাবে হয়নি; তাই এই জোটকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে উদ্যোগ দেখা যায়নি', বলছিলেন মুস্তাফিজুর রহমান।

একক কোনো স্বার্থ নেই: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক এম শাহীদুজ্জামান বলছিলেন, যে দেশগুলো এই জোটের সদস্য ভৌগোলিকভাবে তাদের অবস্থান অনেক বিচ্ছিন্ন এবং তাদের একক কোনো স্বার্থ নেই; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘর্ষ রয়েছে।

ডি-এইটের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে নানা বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও রয়েছে। যেমন বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের স্বার্থে বড় ধরনের দূরত্ব অনেক পুরনো ব্যাপার। দু'টি দেশের মধ্যে বিবাদের বহিঃপ্রকাশ নিয়মিত দেখা যায়। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থানেও অনেক পার্থক্য রয়েছে। অধ্যাপক এম শাহীদুজ্জামান বলছিলেন, 'এর সদস্য দেশগুলোর কয়েকটি রয়েছে, যাদের আছে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ। যে কারণে বিশ্বের অন্য বৃহৎ শক্তিদের সাথেই তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক হয়েছে। পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর সাথেই তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বেশি গড়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে জোটের সদস্যদের স্বার্থ তারা দেখবে না সেটিই স্বাভাবিক।'

ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে একক স্বার্থ তৈরি করা মুশকিল, বলছিলেন তিনি। ডি-এইটের দু'টি দেশ মিসর ও নাইজেরিয়ার অবস্থান আফ্রিকায়। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো, মেরিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসছে ৪০ হাজার কিন্ডারগার্টেন

ঢাকা ডেস্ক: সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসছে দেশের ৪০ হাজার কিন্ডারগার্টেন। আগামী শিক্ষাবর্ষে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ থেকে শুরু করে সহায়ক বই পাঠ্য করতেও সরকারের নির্দেশনা মানতে হবে এসব প্রতিষ্ঠানকে। ব্যক্তি মালিকানায় গড়ে ওঠা শহর কিংবা গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কয়েক হাজার কিন্ডারগার্টেন এখনো সরকারের কোনো নিয়মনীতিরই তোয়াক্কা করছে না। ইচ্ছেমতো কারিকুলাম, অতিরিক্ত বই পাঠ্য করা, এমনকি কোমলমতি শিশুদের ওজনের চেয়েও বেশি ওজনের বই ক্লাসে নিয়ে এসে পড়ানো থেকে শুরু করে নানা অসঙ্গতির অভিযোগ রয়েছে কিন্ডারগার্ডেন মালিক ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। এবার এসব অনিয়ম দূর করতে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বেশ কিছু বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ নিতে চাইছে সরকার।

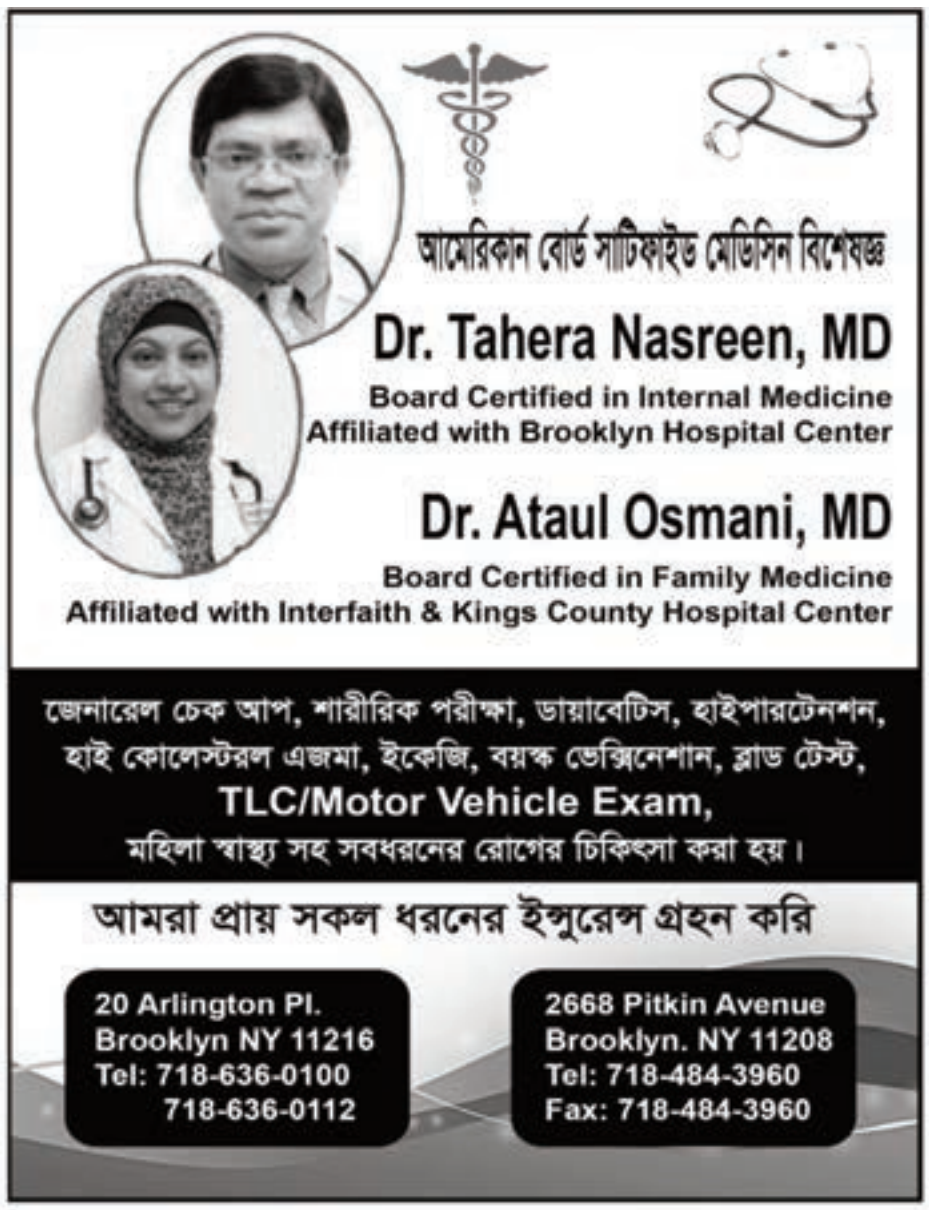
শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা জানান, কিন্ডারগার্টেনগুলো নিজস্বভাবে বোর্ড বইয়ের বাইরেও বেশ কিছু বই পাঠ্য করে শিক্ষার্থীদের পড়তে বাধ্য করে। সহজ কথায় এই বইগুলোকে সহায়ক বই হিসেবেই পাঠ্য করে তারা। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের পাঠপরিকল্পনা, পরীক্ষা পদ্ধতি, মূল্যায়নের ধরনসহ বেশ কিছু বিষয়ে কিন্ডারগার্টেনের মালিকরা বা পরিচালকরা নিজেদের মতো করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু সরকারের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এখন থেকে কিন্ডারগার্ডেন স্কুলগুলোকে শুধু বিনামূল্যের পাঠ্যবই সরবরাহই করবে না বরং এর সাথে পাঠ্যসূচি তৈরি ও কারিকুলাম অনুযায়ী পাঠদানেও বাধ্য করা হবে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে।

এসব বিষয়ে গতকাল সচিবালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো: আমিনুল ইসলাম খান বলেছেন, দেশে এই মুহূর্তে যত প্রাইভেট কিন্ডারগার্টেন আছে, বেসরকারি প্রাথমিক আছে এবং অন্যান্য স্কুল আছে তার সবই একই নিয়মে পরিচালনা করতে চাই। আমরা চাই একীভূত শিক্ষানীতির আলোকে একই বই, একই কারিকুলাম বাস্তবায়ন করতে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, শিশুদের ওপর কম বই চাপানো। প্রধানমন্ত্রী সব সময়ই এ বিষয়ে নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। প্রধানমন্ত্রী নিজেও সব সময়ই অত্যন্ত শিশুবান্ধব। আমরা নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এখন থেকে বিভিন্ন কিন্ডারগার্টেন বা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যেন ভিন্ন বই, ভিন্ন ছড়া, রাইমস বা সরকারের নির্ধারিত কারিকুলামের বাইরের কোনো বই যাতে পড়ানো না হয়।

সিনিয়র সচিব আমিনুল ইসলাম আরো বলেন, শিশুদের ১০-১২ বছর পর্যন্ত মস্তিষ্ক বর্ধনশীল। সেহেতু আমরা তাদের এমন কোনো চাপে বা এমন কোনো বিষয়ের মধ্যে ফেলতে চাই না, এমনকি পৃথক ডিজিটাল ডিভাইস হাতে ব্যবহার করাও নিরুৎসাহিত করছি। তবে বাসায় স্মার্ট টেলিভিশন, কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারবে। তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত এটা করতে চাই না। কিন্ডারগার্টেন মালিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে কিন্ডারগার্টেনে ভিন্ন সিলেবাসে পড়ানো যাবে না। প্রয়োজনে আমরা কিন্ডারগার্টেন মালিক বা পরিচালকদের সাথে বসব, আলাপ-আলোচনা করব। সব প্রতিষ্ঠানে একই বিষয়ে একইভাবে যেন পড়ানো হয়।

বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব মো: মিজানুর রহমান সরকার গতকাল সন্ধ্যায় বলেন, দেশের সব কিন্ডারগার্টেনই সরকারের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। সময়ে সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে যেসব নির্দেশনা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয় আমরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হয়েও সব বিষয়ে সরকারের নির্দেশনা প্রতিপালন করে আসছি। কাজেই নতুন করে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করার আর কী আছে? আমরা সরকারের নির্দেশনা সব সময়েই মেনে আসছি এবং মানতে বাধ্যও। তবে সরকারের পক্ষ থেকে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে নতুন যে কারিকুলাম বাস্তবায়নের নির্দেশনা আসছে আমরাও তার বাইরে থাকব না। তবে এ ক্ষেত্রে আমরা একটি অনুরোধই করব, সরকার যেন কিন্ডারগার্টেন মালিকদের সুবিধা-অসুবিধাও বিবেচনায় রাখে।

তিনি আরো বলেন, দেশে এখন ৪০ হাজারের বেশি কিন্ডারগার্টেন রয়েছে। এর বাইরেও আরো রয়েছে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রায় এক কোটি ক্ষুদে শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে। দশ লাখের বেশি শিক্ষক শিক্ষাদান করছেন। সরকারেরও উচিত হবে না কোনো সিদ্ধান্ত বা নির্দেশনার কারণে যেন এই বিশাল শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের অস্তিত্ব বা স্বার্থবিরোধী কোনো কাজ হয়।







দুটি রুম ভাড়া

১ আগস্ট থেকে এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ এবং ৯ স্ট্রিটের একটি এপার্টমেন্টে সাবলেট একটা ফ্যামিলির কাছে ভাড়া হবে (দুইটা রুম) শেয়ারে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫
আ-০১/০৮

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫
আ-০১/০৮

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: **1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724**

বাসা ভাড়া

সিটিলাইন / ওজনপার্ক এলাকায় এ ট্রেন গ্রান্ট এভিনিউ স্টপ, ২য় তলায় ২ বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। বড় লিভিং রুম, কিচেন এবং এক বাথরুম। নতুন রিনোভেটেড করা বাসা। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২-৭৪৬৩

বাসা ভাড়া

এক বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম ভাড়া হবে। হিলসাইড এভিনিউ এবং হাইল্যান্ড এভিনিউ এর মধ্যে। ১৬৯ স্ট্রীট।
যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউস্থ এফ ট্রেন সাওয়ে থেকে এক ব্লকের মধ্যে ১৮০ স্ট্রীটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০০৬৯
জু-২০/২৭

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

রুম ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকা এস্টেটে তিন তলা ফ্ল্যাটের একটি ফামিলির সাথে থাকার জন্য একটি সম্পূর্ণ পৃথক ফার্নিসড রুম ইউটিলিটি সহ একজন ব্যাচেলর অথবা স্বামী-স্ত্রীর কাছে ভাড়া হবে। বাসার এক ব্লকের মধ্যে এফ ট্রেন সবওয়ে (লাস্ট স্টপেজ) এবং অন্তত ৫/৬টি বাস স্টপেজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪
ফে-০৭/২১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের সাফক কাউন্টিতে একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য ফুল টাইম/পার্ট টাইম ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। প্রার্থীকে অবশ্যই অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। যোগাযোগ: ৬৩১-২৭৫-০০৭
মা-২৮/০৪

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ এবং ১০ স্ট্রীটে দুই বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টের একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫।
মে-১৬/২৩

বাসা ভাড়া

ব্রুকলীন এফ ট্রেন ডিটমার্স এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে ২ বেডরুমের বাসা (স্বামী-স্ত্রীর) ভাড়া দেয়া হবে। সাইদ ৭১৮-৬০০-১০০৯, ৭১৮-৪৩৫-৭২৩৫

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং প্রেসে
একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক।
ফোন: 917-310-8921

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

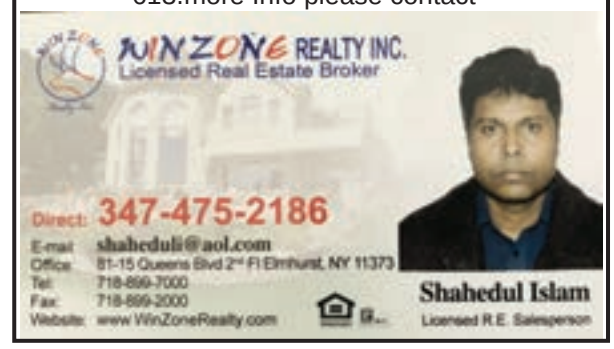
ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

কেনেডি ফ্রাইড চিকেন বিক্রয়

একটি কেনেডি ফ্রাইড চিকেন স্টোর বিক্রয় হবে। গ্রেট লোকেশনে গুডি ইনকাম। মূল্যঃ $120k ঠিকানাঃ ১৭০৮ ড. মার্টিন এল কিং জুনিয়র বুলেভার্ড, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৫৩।
যোগাযোগঃ সাইদ ফোনঃ ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১।

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

আকতার হোসেন বাদল কংগ্রেস প্রার্থী ক্যাইমেনের 'স্পেশাল এডভাইজার' মনোনীত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): আসন্ন নির্বাচনে ইউএস কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট-৩ (নিউইয়র্ক) থেকে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী জন ক্যাইমেনের 'স্পেশাল এডভাইজার' হিসেবে মনোনীত হয়েছেন বাংলাদেশ-আমেরিকান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক আকতার হোসেন বাদল। গত ২৭ জুন বুধবার 'জন ক্যাইমেন ফর কংগ্রেস' টিমের ক্যাম্পেইন ম্যানেজার ক্রিস্টিয়ান ম্যাকারিয়ো স্বাক্ষরিত এক পত্রে তাকে মনোনীত করার তথ্য জানান। আর এই মনোনয়নের মধ্য দিয়ে আকতার হোসেন বাদল মূলধারার রাজনীতিতে আরো একধাপ এগিয়ে গেলেন। এবং স্থানীয় শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান কমিউনিটিতে বাংলাদেশী-আরিকানদের গুরুত্বের পরিধি বাড়ল মনে করা হচ্ছে। খবর ইউএনএ'র।



নিউইয়র্ক রাজ্যের লং আইল্যান্ডের সাফোক কাউন্টির গ্রেট নেক এলাকা নিয়ে গঠিত ইউএস কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট-৩ আসনে আগামী ২৩ আগষ্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনে ক্যাইমেন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির শক্তিশালী প্রার্থী।

উল্লিখিত নিয়োগ পেয়ে আকতার হোসেন বাদল বার্তা সংস্থা ইউএনএ প্রতিনিধি-কে তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, জন ক্যাইমেন দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিটির বিশ্বস্থ একজন নেতা হিসেবে কাজ করে চলেছেন। কখনো বিচারপতি হিসেবে আবার কখনো সাফোক কাউন্টির প্রশাসক হিসেবে জন ক্যাইমেন দায়িত্ব পালন করেছেন। নিউইয়র্কের ইউএস কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্ট-৩ আসনে তিনি একজন জনপ্রিয় মানুষ এবং শক্তিশালী প্রার্থী। তিনি নির্বাচিত হলে লং আইল্যান্ড তথা নিউইয়র্ক ষ্টেটকে কাজের সুন্দর একটি জায়গা হিসেবে পরিণত করবেন। বসবাসের নিরাপদ স্থান এবং জীবিকার্জনের উত্তম অবলম্বনে পরিণত করতে চান জন ক্যাইমেন। আমিও তার সাথে দীর্ঘদিন ধরে কাজ চলেছি।

আকতার হোসেন বাদল বলেন, আমরা যারা রাজনীতি করছি তাদের দেশীয় দলীয় রাজনীতির পাশাপাশি মূলধারার রাজনীতিতে আরো বেশী করে সম্পৃক্ত হওয়া জরুরী। কেননা, প্রবাসে দেশের রাজনীতি করে দেশের জন্য বেশী কিছু করা যাবে না। বরং মূলধারার রাজনীতির মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশী ছাড়াও বাংলাদেশ ও দেশের জনগণের জন্য আমেরিকান সরকারের কাছ থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা আদায় করা সম্ভব। তিনি বলেন, 'জন ক্যাইমেন ফর কংগ্রেস' টিমের 'স্পেশাল এডভাইজার' মনোনীত হয়ে মূলধারার রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার ধাপ আরো এগিয়ে গেলো। তিনি তার দায়িত্ব পালনে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

৫০ বছর হয়ে গেল-

(শেষের পাতার পর)

পড়ে মানিকগঞ্জ কর্মস্থলে ফিরে যাবেন। সেখানেও যাওয়া হলো না বাসায়ও ফিরলেন না। সাভারের নয়ারহাটে গাড়ী দূর্ঘটনা। অচেতন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেলে, সেখানে ডাক্তারদের অবহেলায় বিনা চিকিৎসায় দীর্ঘ চার ঘন্টা মৃত্যু যন্ত্রণায় কাৎড়াতে কাৎড়াতে শেষ নি:শ্বাষ ত্যাগ করলেন। বেওয়ারিশ হিসেবে আঞ্জুমান আজিমপুর কবরস্থানে নিয়ে দাফন করলো। আমরা খবর পেলাম তারও তিনচার দিন পর। অনেক খোঁজাখুঁজি করে কবরটা বের করতে পেরেছিলাম। কিনে রাখায় সেটাই এখন স্মৃতির অবলম্বন।

আমার আব্বাকে নিয়ে কোনদিন সেভাবে লেখা হয়নি। আজ মনে করলাম তাকে একটু তুলে ধরা যায়। জীবদ্দশায় আব্বা আমাদের বংশের একটা ঠিকুজি বের করেছিলেন। তাতে দেখা যায় মোঘল আমলে উজবেকিস্তানের সমরকন্দ-বোখারা থেকে শাহ ওলাম বোখারি নামে একজন ধর্মপ্রচারক ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন। ধারনা করা হয়, ১৬৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত দিল্লি জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম সৈয়দ আব্দুল গফুর শাহ বোখারির সাথে এই ভদ্রলোকের কোন আত্মীয়তা বা যোগসূত্র ছিল। বিষয়টি নিশ্চিত হতে আমি নিজে একবার দিল্লী গিয়ে মসজিদের তৎকালীন ইমাম সৈয়দ আব্দুল্লাহ বোখারির সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েও তার সাথে দেখা করতে পারিনি, তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে। এরপর যাবো যাবো করে আর যাওয়া হয়নি। এরপর ইমাম সাহেব ইন্তেকাল করেন। জানা যায়, শাহ ওলাম বোখারি বা তার ছেলে শাহ সোলায়মান বোখারি ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় এসে বসবাস শুরু করেছিলেন ঢাকা মানিকগঞ্জ অঞ্চলে। আমার আব্বা এই বংশের অষ্টম পুরুষ। পঞ্চম থেকে অষ্টম পর্যন্ত তারা মীর বংশপদবী ব্যবহার করেন, আমার থেকে সৈয়দ।

দাদা এবং দাদীর পরপর বেশ কয়েকটি সন্তান মারা যাবার পর আব্বার জন্ম হলে তাকে মাথায় করে রাখা হতো। ডাকনাম রাখা হয়েছিল চাঁদ চান বা চান্দ। আব্বা ছিলেন অত্যন্ত সুপুরষ, উঁচু লম্বা এবং ফর্সা। ছোটবেলায় গ্রামের স্কুলে লেখাপড়া করেছেন। ফুটবলে ছিলেন একজন তুখোর খেলোয়ার। তাদের এলএমসি (লক্ষীকূল মেন্দিপুর চরমুকুন্দিয়া) ক্লাব ছিল ওই অঞ্চলের একটা নামকরা ফুটবল টীম। এই টীমের সদস্য হাশেম কাকা পরবর্তীকালে কিছুদিন কলকাতা মোহামেডানেও খেলেছেন। শুনেছি দাদা চেয়েছিলেন আব্বা যেন হুজুরের লাইনে বেড়ে ওঠেন। কিন্তু তিনি ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি স্কুলের শিক্ষায় ছিলেন বেশী আগ্রহী। সম্ভবত: মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলার লেছড়াগঞ্জ হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন করেন। এরপর কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ইন্টারমিডিয়েট এবং ব্যাচেলর। কিন্তু সে সময় কলকাতায় পাকিস্তান আন্দোলনের জেরে বি এ পরীক্ষা দিতে পারেন নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকা বোর্ডের অধীনে তা সম্পন্ন করেন। ৪৮ বা ৪৯ সালে পাকিস্তান সরকার আনসার বাহিনী গঠন করলে আব্বা এ্যাসিসট্যান্ট এ্যাডজুট্যান্ট হিসেবে তাতে যোগ দেন, পরে মহকুমা এ্যাডজুট্যান্ট হিসেবে পদোন্নতি পান। এই বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। আব্বার কলিগদের মধ্যে কয়েকজনের নাম মনে আছে, শরীফুল হক চাচা (প্রয়াত মেয়র আনিসুল হক এবং সাবেক সেনাপ্রধান অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল বেলালের পিতা), কবির চাচা, রউফ চাচা, লাল মিয়া চাচা।

গাইবান্ধায় পোস্টিংয়ের সময় গার্লস গাইডের এক কিশোরীকে দেখে তার পছন্দ হয়। বিয়ের প্রস্তাব পাঠান অভিবাবকদের কাছে। অভিভাবকরা সাদুল্ল্যাপুর খোর্দকোমরপুরের জমিদার বংশীয়। তারা অত দুর ঢাকা জেলায় অথবা নিতান্তই একটি সাধারন পরিবারে মেয়ে বিয়ে দেবেন না। শেষে ছেলে সরকারি চাকরি করে ভবিষ্যত ভাল এই যুক্তিতে মুরুব্বীরা মত দেন। এই বিয়ের ঘটকালি করেন আমার নানার গাইবান্ধাবাসী চাচাতো ভাই খায়রুজ্জামান চৌধুরী। আমার যখন জন্ম হয় আম্মা তখন ক্লাশ নাইনে পড়েন। দশ মাস বয়সী আমাকে কোলে নিয়ে তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন।

আমার আব্বা ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন, নিয়মিত ওজিফা তেলাওয়াত করতেন। নাটক সিনেমা গান বাজনা পছন্দ করতেন না, এমনকি ছবি তোলানোরও বিপক্ষে ছিলেন। সংযুক্ত ছবিটিই তার একমাত্র ছবি। খালাদের কাছে গল্প শুনেছি, তারা ভাইবোন মিলে দুলাভাইকে ধরে একবার গাইবান্ধার একটি সিনেমা হলে নিয়ে গেছিলেন। বেচারা যতক্ষণ ছিলেন মাথা নীচু করে বসে ছিলেন। মিনিট পনের পর 'এশার নামাজের আজান দিয়েছে' বলে বের হয়ে এসেছিলেন।

আমরা পাঁচ ভাই এক বোন। আমাদের কাছে আব্বা ছিলেন একজন নীতিবান, আদর্শবান, রাশভারী মানুষ। শাষনে কোন ঘাটতি ছিল না। স্কুল, লেখাপড়া, নামাজ পড়া, কোরআন পড়া শেখার ব্যপারে কোন ছাড় ছিল না। একজন সৎ অফিসার। সীমিত আয়ে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়তো। নিয়তঃ অনটন। সমস্যায় পড়লে ধার করতেন কিন্তু কখনও কোন অনৈতিক পন্থায় অর্থ উপার্জন করতে দেখি নাই।

দেশের বিভিন্ন স্থানে আব্বার পোস্টিং হয়েছে। রংপুর গাইবান্ধা রাজবাড়ী। দুই দফা জামালপুর, সাতক্ষীরা এবং গোপালগঞ্জ। স্বাধীনতার পর মানিকগঞ্জে কর্মরত থাকা অবস্থায় দূর্ঘটনার শিকার হয়ে তিনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে যান। '৭১এর এপ্রিল মাসে যখন আমরা গোপালগঞ্জে মুক্তিবাহিনী সংগঠিত করছি আব্বা তার সরকারি তোষাখানা থেকে বেশ কয়েকঠি থ্রি নট থ্রি রাইফেল আমাদেরকে দিয়েছিলেন।

পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল আব্বার চলে যাওয়ার। এখনও মনে হয় সেদিনের কথা। আজও স্মৃতিতে আব্বা অমলিন। প্রতিবছর আব্বার স্মরণে কোরআনখানি দোয়ার আয়োজন করা হয়। এবারও ব্যতিক্রম করিনি। সকালে বাসায় কোরআনখানি, আজিমপুর ছাপড়া মসজিদে দোয়ার মাহফিল। এই মসজিদটি যখন আক্ষরিক অর্থে ছাপড়া ঘর ছিল আব্বা তখন থেকে নিয়মিত এখানে নামাজ আদায় করতেন।

সবার কাছে দোয়া চাইছি আল্লাহতায়ালা যেন আমার আব্বাকে মাফ করে দেন, জান্নাত নসীব করেন।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

অর্থমন্ত্রীর ব্যাখ্যা

ঢাকা ডেস্ক: বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছে ঋণের আবেদন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক এই সংস্থার কাছ থেকে ঋণ নেয়ার বিষয়ে দুই রকম কথার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি। বুধবার ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা জানান। এর আগে গত সপ্তাহে আইএমএফ'র প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আইএমএফ'র কাছে কোনো অর্থ সহায়তা চায়নি। আইএমএফও বাংলাদেশের কাছে এ ধরনের কোনো প্রস্তাব করেনি। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের আইএমএফ'র কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন নেই। আমাদের অর্থনীতি ভালো অবস্থানে আছে। কিন্তু বাংলাদেশ যে আইএমএফ'র কাছ থেকে ঋণ পাওয়ার জন্য চিঠি দিয়েছে, তা স্বীকার করে গতকাল অর্থমন্ত্রী বলেন, দর কষাকষির সুবিধার জন্য ৪ দিন আগে সংবাদমাধ্যমকে অন্য কথা বলেছিলেন। আমি যদি আমার চাহিদা এক্সপোজ করে দিই, তাহলে আমার ওপর ঋণের বার্ডেন বা কস্ট তারা বেশি নেবে। সেজন্য নেবো, নিচ্ছি, বা প্রয়োজন নেই, এই কথাগুলো বলে ম্যানেজ করতে হয়। তাতে করে আমরা লাভবান হবো। 'দরকার নেই' বলার পরে কেন গত রোববার আইএমএফকে ওই চিঠি পাঠানো হলো, উত্তরে অর্থমন্ত্রী বলেন, আমরা ডলার প্রিন্ট করি না, ডলার অর্জন করতে হয়। রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ের মাধ্যমে আমরা ডলার অর্জন করি। এর মাঝে খারাপ কিছু হয়নি। এটা খুব সহজ জিনিস। আপনারা আমার জায়গায় থাকলে একই কাজ করতেন। আমরা বার্গেইন করে এভাবে ঋণ নিই। শক্ত কোনো টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশনস যেন ঋণের মধ্যে ঢুকে না যায়, সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হয়। অর্থমন্ত্রী বলেন, আমরা অর্থ চাইবো বলেছি। কিন্তু কতো লাগবে সেটা আমরা বলি নাই। তারা কী শর্তে দিতে চাচ্ছে আমরা সেটা দেখবো। তারা যদি পজিটিভলি এগিয়ে আসে এবং কম রেটে পাই, তাহলে ইন দ্যট কেইস, আমরা বিবেচনা করতে পারি। আমরা বিবেচনা করবোই- এমন কোনো প্রস্তাব আমরা দিইনি। আইএমএফকে চিঠি দেয়ার বিষয়টি কেন প্রকাশ করা হলো না- জানতে চাইলে মুস্তফা কামাল বলেন, তখন ওদের সঙ্গে আমাদের আলোচনা হচ্ছিল। আমরা চাচ্ছিলাম আমাদের সক্ষমতাগুলো তারা বুঝুক। সে কারণে তখন এটা পাবলিক করা হয়নি। আমরা ভালোভাবেই হ্যান্ডেল করে যাচ্ছি। উল্লেখ্য, সরকারের ওই চিঠির বিষয়ে আইএমএফ সদর দপ্তরের একজন মুখপাত্র বলেছেন, বাংলাদেশ আইএমএফ'র রেসিলিয়ান্স অ্যান্ড সাসটেইনেবেলিটি ফ্যাসিলিটিস বা আরএসএফ ফান্ড থেকে অর্থ পাওয়ার বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলার বিভিন্ন পদক্ষেপ এগিয়ে নিতে অর্থ ব্যবহার করা হবে বলে তারা জানিয়েছে।

আলোচকদের মাঝে প্রশ্ন আমাদের নতুন প্রজন্ম কোথায়?

(২৮ পাতার পর)

মনিরুল ইসলাম, একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রবাসী লেখক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নূরুন নবী।

পরবর্তীতে খানিকটা বিরতীর পর উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করেন অনুপ দাস ড্যান্স একাডেমী (আড্ডা)-এর শিল্পীরা। এদিন মেলায় প্রবাসের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'মুক্তধারা সম্মাননা' করা হয়। এরা হলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবীদ ড. নজরুল ইসলাম ও বিশিষ্ট শিল্পপতি সৈয়দ জাকি হোসাইন। উভয়ের হাতে ক্রেষ্ট তুলে দেন এবং উত্তরীয় পড়িয়ে দেন ড. নূরুন নবী, আর ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেন সাংবাদিক নিনি ওয়াহিদ।

উদ্বোধনী বক্তব্যে কথা সাহিত্যিক অমর মিত্র বলেন, বই-ই পারে সকল ভেদাভেদ, দেয়াল আর বর্ডার ভাঙতে। বাংলা ভাষা আর বাংলাদেশ বা কলকাতা কেন্দ্রীক নয়, বাংলা ভাষা আজ আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা পেয়েছে। ফলে বিশ্বব্যাপী যেখানেই বাঙালী রয়েছে সেখানেই বইমেলা হচ্ছে। বইমেলা সকল বাংলা ভাষা-ভাষীকে সেতুবন্ধনে আবদ্ধ করেছে। তিনি বলেন, আমরা বাংলা ভাষার মানুষ বাঙালীরা কোন বিভেদ-বিভক্তি চাইনি, আমরা কোন বর্ডার চাইনি। কিন্তু রাজনীতি আর রাজনীতিকরা আমাদেকে পৃথক করে দিয়েছে। আমাদেরকে বিভক্ত করেছে। কিন্তু বাংলা ভাষা, বাংলা বই আর বইমেলা আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। এটা কোন রাজনীতি বা রাজনীতিক বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

বইমেলা অনুষ্ঠানের বিভিন্ন আলোচনায় বক্তারা বলেন, আমরা আমাদের দেশে-বিদেশে বইমেলার আয়োজন করে সময় পার করে দিচ্ছি। বিশ্বের যেখানে বাঙালী রয়েছে সেখানেই বইমেলার আয়োজন হচ্ছে। কিন্তু এসব মেলায় আমাদের নতুন প্রজন্মের অংশগ্রহন হতাশাজনক। বইমেলায় আমাদের নতুন প্রজন্ম কোথায়? আর এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামীতে কি বিদেশে বইমেলার আয়োজন হবে, কে করবে এই আয়োজন? এখনই এসব ভাবতে হবে। নতুন প্রজন্মকে তাদের মতো করে বইমেলায় সম্পৃক্ত করতে হবে।

নিউইয়র্ক বইমেলার দ্বিতীয় দিনে শুক্রবার বইপ্রেমী প্রবাসীদের ভীড় ছিলো লক্ষ্যনীয়। জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টারের খোলা ক্যাম্পসে এদিন অপরাহ্ন থেকে বইয়ের স্টলগুলোতে ধীরে ধীরে প্রবাসীদের আনাগোনা বাড়তে থাকে। পাশাপাশি বাড়তে থাকে আড্ডা। প্রবাসী লেখকরাও ঢাকার প্রকাশকদের ষ্টলে বসে আড্ডা দিয়ে সময় কাটান। মেলায় নতুন নতুন বইয়ের সমাহার ছিলো লক্ষণীয়। এদিকে সন্ধ্যায় মূল মিলনাতনে চলে কবিতা লেখার অভিজ্ঞতা, লেখক-প্রকাশ মুখোমুখী, বিদ্রোহী কবিতার ১০০ বছর, বইমেলা দেশে-বিদেশে কিভাবে লিখতে এলাম, আমরা যাঁদের হারিয়েছি, বইমেলা দেশে-বিদেশে শীর্ষক আলোচনা, আর সঙ্গীত। আলোচনায় অংশ নেন উদ্বোধক অমর মিত্র ছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথি আসাদ মান্নান সহ বাংলাদেশ, কলকাতা, অষ্ট্রেলিয়া, সুইডেন, কানাডা ও জার্মানী থেকে আগত অতিথি আর নিউইয়র্কের কবি-সাহিত্যিকগণ। একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী অধ্যাপক ড. রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। এদিন শহীদ কাদরী গ্রন্থ পুরষ্কার-২০২১ ঘোষণা করা হয়।

মেলার তৃতীয় দিন শনিবার ছিলো আড্ডা, লেখালেখি, স্বরচিত কবিতা পাঠ, নতুন বই, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সাহিত্য, অভিবাসী লেখকদের গ্রন্থে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা। এদিন একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন সঙ্গীত শিল্পী শবনম আবেদী।

মেলার চতুর্থ ও শেষ দিন রোববার ছিলো আড্ডা, কবিতালাপ, প্রকাশনায় 'পরিবেশ বনাম অর্থনীতি' বিষয়ক বিতর্ক, স্মৃতি কথা, সাহিত্য ও সুরের মৈত্রী : বানী প্রধান বাংলা গান ও আমার অভিবাসী বাঙালিয়ানা, নতুন বই, কেন লিখি, লেখক পাঠক মুখোমুখি প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা। এদিন একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন অধ্যাপক ড. নিরুপমা রহমান। এদিন চিত্তরঞ্জন সাহা সেরা প্রকাশনা সংস্থা পুরষ্কার-২০২২ ঘোষণা করা হয়। এদিকে অন্যান্যবারের মতো এবারের মেলায়ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে লেখক-সাহিত্যিকেরা যোগ দিচ্ছেন। কোভিড-উত্তর এই বইমেলার অনুষ্ঠান চলে অপরাহ্ন থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত। অয়োজনকরা জানান, এবারের বইমেলায় মুহম্মদ নূরুল হুদা, শাহাদুজ্জামান, আসাদ মান্নান ও লুৎফর রহমান রিটনসহ রেকর্ডসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গযোগ দেন। মেলায় প্রতিদিনই ছিলো সাহিত্যের অনুষ্ঠান ছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী অধ্যাপক ড. রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, অস্ট্রেলিয়া থেকে অধ্যাপক ড. নীরা রহমান, লন্ডন থেকে নাহিদ নাজিয়া সহ আরো অনেক শিল্পী সংগীত পরিবেশন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিবেশন করে বাংলাদেশ পারফর্মিং আর্ট-বিপা।

বইমেলার আহ্বায়ক গোলাম ফারুক ভূইয়া জানান, এবারের মেলার সকল ক্ষেত্রে 'বই'-কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন মেলায় বইয়ের স্টল ছাড়া শাড়ী-কাপড়ের স্টল ছিলো না। নতুন বই সহ অন্যান্য বইয়ের উপর আলোচনা ছিলো বেশী। মেলায় ছিলো না কোন প্রবেশ মূল্য।

মুক্তধারা নিউইয়র্ক, ঘুংঘুরসহ আমেরিকা থেকে ৮টি প্রকাশনা সংস্থার স্টল ছিলো এবারের বইমেলায়। ঢাকার প্রকাশনাগুলোর মধ্যে ছিলো: অঙ্কুর, অন্বয়, অনন্য, আকাশ, অ্যাডর্ন, ইত্যাদি, কথাপ্রকাশ, কবি, কাকলী, নালন্দা, প্রথমা, বাতিঘর, সময় ও স্বদেশ শৈলী।





বৃটিশ কারী অ্যাওয়ার্ডের প্রতিষ্ঠাতা

এনাম আলী স্মরণে ব্রঙ্কসে শোকসভা লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডের ঘোষণা সেফ খলিলের

হককথা ডেস্ক: বৃটেনে বাংলাদেশী কমিউনিটির অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব, লন্ডন বিবিসিসিআই-এর সাবেক প্রেসিডন্ট, বৃটিশ কারী অ্যাওয়ার্ড, স্পাইস বিজনেস ম্যাগাজিন ও এনাম আলী ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী জনাব অনাম আলীর মৃত্যুতে এক শোকসভা বৃহস্পতিবার (২১ জুলাই) ব্রঙ্কসের খলিল বিরিয়ানী হাউসে অনুষ্ঠিত হয়। খলিল ফুড ফাউন্ডেশন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শেফ খলিলুর রহমানের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মাওলানা শহীদুল্লাহ।

অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা, খলিল ফুড ফাউন্ডেশনের প্রধান শেফ খলিলুর রহমান, তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগেও তাঁর সাথে আমার কথা হয়েছে। বৃটেনের কারী শিল্পকে একটা পর্যায়ে নিতে গিয়ে তিনি যে পরিশ্রম করেছেন এ নিয়ে তার সাথে আমার বিস্তারিত আলাপ হয়। যুক্তরাষ্ট্রেও কারি শিল্পের বিকাশে তার সহযোগিতা চাইলে তিনি সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এবছর নভেম্বরে তার সাথে সাক্ষাত করে এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানার কথা ছিলো। কিন্তু আমার দূর্ভাগ্য যে সে সুযোগ থেকে আমি বঞ্চিত হলাম।

খলিলুর রহমান তার স্মরণে যুক্তরাষ্ট্র থেকে 'এনাম আলী লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' প্রদানের ঘোষণা দেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তারা মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তাঁরা এই কঠিন সময়ে মরহুমের স্বজনদের ধৈর্য্য ধারণের শক্তিদানের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা জানান।

অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন এর সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন তার জীবনের অনেক অজানা দিক নিয়ে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক সাহাব উদ্দিন সাগর, ইউএসএনিউজ.কম সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, বাংলাবাজার বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি জাকি চৌধুরী, দাদা হোম কেয়ারের প্রেসিডেন্ট রিসফা ইসলাম, ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির প্রেসিডেন্ট কামরুজ্জামান বাবু, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট নুরে আলম জিকু, বদরুদ্দোজা সাগর, শেলী জামান খান, স্বপন তালুকদার প্রমুখ।

মরহুম এনাম আলীর আত্মীয় ক্যাপ্টেন তাসবিরুল আলম চৌধুরী ফোনে সংযুক্ত হয়ে তার জীবনের বিভিন্ন তুলে ধরেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মরহুম এনাম আলীর ছোট বেলার বন্ধু নিউইয়র্ক প্রবাসী ফকু চৌধুরী।

মরহুম এনাম আলীর রুহের মাগফেরাত কামনায় মিলাদ ও দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা ওবায়দুল হক ও মাওলানা আবুল কাসেম ইয়াহিয়া। অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গেও মধ্যে বাংলা পত্রিকা'র বার্তা সম্পাদক হাবিব রহমান, সাংবাদিক শাহেদ আলম ও দিদার চৌধুরী, পাক্ষিক অর্থকণ্ঠ-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এনামুল হক এনাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে যুক্তরাজ্যের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৭ জুলাই এনাম আলী মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। মৃত্যুকালে তিনি, স্ত্রী, ২ ছেলে, ১ মেয়েসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

র‍্যাফেল ড্র'র অর্থ বন্যার্তদের সহযোগিতার ঘোষণা

(৪৭ পাতার পর)

সিলেট অঞ্চলে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহযগতায় এরমধ্যেই সংগঠনটি ব্যাপক সহযোগিতার উদ্যোগ নিয়েছে। বনভোজনে জানানো হয়, সংগঠনের পক্ষ থেকে কার্যকরী সদস্য জুয়েল চৌধুরী সিলেটে অবস্থান করে সহযোগিতার বিষয় সমন্বয় করছেন। লোকজনকে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হচ্ছে। অসুস্থজনদের চিকিৎসা সহ দেয়া হচ্ছে খাদ্য সহযোগিতা জন্য অর্থ। বনভোজনেও সংগঠনটি বন্যা কবলিত লোকজনের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বারবার আহ্বান জানিয়েছে। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশ থেকে আগত



প্রখ্যাত বাউল শিল্পী কালা মিয়া, প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী সবিতা দাস সহ অন্যান্যরা। এতে শিল্পীরা সিলেটের গান, হাসন রাজা, আরকুম শাহের গানের সাথে আধুনিক নস্টালজিক গান পরিবেশন করেন। সিলেট সদর সমিতির বনভোজন সফল করায় সভাপতি রানা ফেরদৌস চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক দুরুদ মিয়া রনেল কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এই আয়োজনে অন্যান্যদের মধ্যে সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সংগঠনের সহ সভাপতি আমিনুল ইসলাম নাসিম ও জুবায়ের চৌধুরী শাহীন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদুদ ও মেহরাজ ফাহমী, সাংগঠনিক সম্পাদক মিনহাজ চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ রাজীব খান, প্রচার সম্পাদক হিমেল চৌধুরী সোহেল, দপ্তর সম্পাদক সুবিন পুরকায়স্থ, আইন এবং আন্তর্জাতিক সম্পাদক জয় দেব জয়, সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক জাকির হোসাইন, ক্রীড়া সম্পাদক সারওয়ার চৌধুরী, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা সেলিনা উদ্দিন, সহ মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা ডালিয়া সারওয়ার, কার্যকরী সদস্য জাবেদ আহমেদ বাবু, আক্তার রহমান টিপু এবং জ্যোতির্ময় দত্ত নিশু।





বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // August 01 // 2022

আরএসটি'র অধীনে ঋণ চেয়েছে বাংলাদেশ

ঢাকা ডেস্ক: আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ বলেছে, তাদের কাছে 'রিসাইলেন্স ট্রাস্ট'-এর অধীনে ঋণ চেয়েছে বাংলাদেশ। এর আগে একটি ইংরেজি দৈনিক খবর দেয় যে, আইএমএফের কাছে বাংলাদেশ ৪৫০ কোটি ডলার সহায়তা চেয়েছে। প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ওই রিপোর্টের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা হয়নি। অবশেষে আইএমএফ নিজেই সে কথা জানান দিলো। তারা বলেছে, আইএমএফের 'রিসাইলেন্স অ্যান্ড সাসটেইন্যাবিলিটি ট্রাস্টের (আরএসটি)' অধীনে নতুন করে ঋণ নিয়ে আলোচনা শুরুর জন্য তাদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ। কোনো দেশের টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে আরএসটি সহায়তা দেয়া হয়ে থাকে। এসব কথা মঙ্গলবার এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন আইএমএফের এশিয়া ও প্যাসিফিক ডিপার্টমেন্টের পরিচালক কৃষ্ণা শ্রীনিবাসন। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ওয়াশিংটন ভিত্তিক এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে এশিয়া থেকে প্রথম দেশ হিসেবে ৪১৬ কোটি ডলার সহায়তার জন্য অনুরোধ করেছে বাংলাদেশ।



নিউইয়র্কে ডেপুটি স্পীকার ফজলে রাব্বী মিয়া'র নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত

গাইবাইন্ধায় দাফন সম্পন্ন



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পীকার, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলে রাব্বী মিয়া এম-পি'র নামাজে জানাজা গত ২৩ জুলাই শনিবার বাদ জোহর জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেএমসি'র ইমাম ও খতিব মির্জা আবু জাফর বেগ নামাজে জানাজায় ইমামতি করেন। এতে জাতীয় সংসদ সদস্য এডভোকেট নূরুদ্দিন চৌধুরী নয়ন, বাংলাদেশ অ্যাথলেটিকস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রকীব মন্টু এবং জাতিসংঘের বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন ও কনস্যুলেটের কর্মকর্তা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী এই জানাজা নামাজে অংশ নেন। খবর ইউএনএ'র।

গাইবান্দা-৫ আসন থেকে সাত সাতবার নির্বাচিত এমপি, ডেপুটি স্পীকার ফজলে রাব্বী মিয়া শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে ম্যানহাটানের মাউন্ট সিনাই হাসপাতালে চি-কিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন।

জানাজা নামাজের আগে জেএমসি পরিচালনা কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারী ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের সঞ্চালনায় উপস্থিত মসল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের ভারপ্রাপ্ত স্থায়ী প্রতিনিধি ড. মনোয়ার হোসেন, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের ভারপ্রাপ্ত কনসাল জেনারেল নাজমুল হাসান, ডেপুটি স্পীকারের এপিএস তৌফিকুল ইসলাম, জেএম-সি'র ট্রাষ্টিবোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ডা. মোহাম্মদ এম রহমান ও সেক্রেটারী আফতাব মান্নান।

পরবর্তীতে জানাজা নামাজের পর বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ যুক্তরাষ্ট্র কামান্ড কাউন্সিলের কমান্ডার, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরীর নেতৃত্বত্বে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধারা সালাম জানিয়ে মরহুম ডেপুটি স্পীকার ফজলে রাব্বী মিয়ার প্রতি সম্মান জানান। এসময় সংসদের পতাকায় কফিন ঢাকা হয়। এর আগে জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত মরহুরের দেহ ফিউনেরাল হোম থেকে জেএমসি ক্যাম্পাসে আনা হয়।

ডেপুটি স্পীকারের মরদেহ নিউইয়র্ক সময় শনিবার (২৩ জুলাই) রাত ১১টায় জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আমিরাত এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়।

ডেপুটি স্পীকার ফজলে রাব্বী মিয়া'র নামাজে জানাজা কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা কামরুল ইসলাম, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ডা. মাসুদুল হাসান, প্রচার সম্পাদক এনাম মিয়া দুলাল, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. আব্দুল বাতেন, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় পার্টির একাংশের সভাপতি হাজী আব্দুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দু, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আমিনুল ইসলাম চুন্নু, নিউইয়র্ক সিটি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমদাদ চৌধূরী, নিউইয়র্ক ষ্টেট আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম, যুবলীগ নেতা সেবুল মিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে ডেপুটি স্পীকার ফজলে রাব্বী মিয়ার মরদেহ ঢাকায় পৌছে সোমবার। সেখান থেকে তার গ্রামের বাড়ী গাইবান্ধায় নেয়া হয় এবং মা-বাবা ও দুই সন্তানের কবরের পাশে তার মরদেহ কবরস্থ করা হয়।















র‍্যাফেল ড্র'র অর্থ বন্যার্তদের সহযোগিতার ঘোষণা

(শেষের পাতার পর)

খেলাধুলা, র‍্যাফল ড্র, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা প্রভৃতি। অনুষ্ঠানে র‍্যাফেল ড্র থেকে অর্জিত সমুদয় অর্থ সিলেটের বন্যার্ত মানুষের সহযোগিতায় প্রদানের ঘোষণা দেয়া হয়। হযরত শাহজালাল (রা), শাহপরান (রা) সহ ৩৬০ আউলিয়ার স্মৃতি বিজরিত সিলেটের ঐতিহ্যবাহী আঞ্চলিক এ সংগঠনের কমিউনিটি নেতা, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, সংস্কৃতি কর্মী, সংগঠনের সদস্য ও তাদের পরিবার-পরিজন সহ অতিথিরা অংশ নেন। উল্লেখ্য, প্রচন্ড তাপদাহের মধ্যে পার্কের ছায়াঘেরা এলাকাজুড়ে সাজানো হয়েছিল প্যান্ডেল। বিস্তীর্ন এলাকাজুড়ে সবুজ চত্বরে যেন বসেছিল সিলেট সদরবাসীর মিলন মেলা। এতে চমৎকার সময় কাটিয়েছেন বনভোজনে অংশ নেয়া প্রবাসীরা।

জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সংগঠনের সভাপতি রানা ফেরদৌস চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক দুরুদ মিয়া রনেলের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং 'এলিস আইল্যান্ড পদক'-এ ভূষিত একমাত্র বাংলাদেশী-আমেরিকান অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ এবং ডা. ফাতেমা আহমেদ, সিলেট পৌরসভা ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবরুল হোসেন বাবুল, প্রবীণ সাংবাদিক মাহবুবুর রহমান, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক রতন তালুকদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত বিশ্বাস, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মুকিত চৌধুরী, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, ফোবানার সাবেক প্রেসিডেন্ট বেদারুল ইসলাম বাবলা, সংগঠনের উপদেষ্টা মাছুম চৌধুরী, এমসি কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি শফিক আহমেদ চৌধুরী, সাপ্তাহিক ঠিকানা'র সিইও মুশরাত শাহীন অনুভা, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মিনহাজ আহমেদ সাম্মু, তিলোত্তমা তীলু, ফকু চৌধুরী, শাহাব উদ্দীন চৌধুরী, কিনু চৌধুরী, ফয়সল আহমেদ, জাকির হোসেন প্রমুখ। বক্তারা তাদের বক্তব্যে সিলেটবাসীদের সহমর্মিতা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের ঐতিহ্যকে ছড়িয়ে দেয়ার উপর গুরুত্বারোপ কনেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয় যে, সিলেট সদর এসোসিয়েশনের মাধ্যমে সিলেটের বন্যার্ত গৃহহীনদের ঘর নির্মান করে দিচ্ছেন অধ্যাপক ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, ডা. ফাতেমা আহমেদ, সুফিয়ান খান, কাদির খান, সেলিনা উদ্দিন, আতাউর রহমান সেলিম, আলতাফ চৌধুরী, সৈয়দ ফয়সল আহমদ, রাজীব খান, ডি এম রনেল, শাহানারা খান, রানা ফেরদৌস চৌধুরী, সবিতা দাস, নিয়াজ উদ্দিন, মোহাম্মদ আর চৌধুরী, মোহাম্মদ নিয়াজ প্রমুখ।

(বকি অংশ ৪৫ পাতায়)







TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
☐ Low Closing Cost ☐ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO
CPA



ফিতা কেটে যইমেলার উদ্বোধন করছেন ওমর মিত্র। পাশে অতিথি ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

‘বই হোক বিশ্ব বাঙালীর মিলন সেতু’ শ্লোগানে অনুষ্ঠিত হলো ৩১তম নিউইয়র্ক বইমেলা

আলোচকদের মাঝে প্রশ্ন আমাদের নতুন প্রজন্ম কোথায়?

বিশেষ প্রতিনিধি: ‘বই হোক বিশ্ব বাঙালীর মিলন সেতু’ শ্লোগান নিয়ে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো ৩১তম নিউইয়র্ক বাংলা বইমেলা। মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্ট সেন্টারে ব্যতিক্রমী আয়োজনে চারদিনব্যাপী বইমেলা চলে বৃহস্পতিবার থেকে রোববার পর্যন্ত। বৃহস্পতিবার (২৮ জুলাই) সন্ধ্যায় মেলার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি কলকাতার বিশিষ্ট লেখক ও কথা সাহিত্যিক অমর মিত্র। এসময় মেলা কমিটির আহ্বায়ক গোলাম ফারুক ভূইয়া, আয়োজক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারপার্সন ফেরদৌস সাজেদীন সহ মেলা কমিটি ও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে গত ২৭ জুলাই বুধবার সন্ধ্যায় আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় বইমেলা সম্পর্কে আয়োজক কমিটি ও **(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)**

সাঈদ তারেকের কলাম

৫০ বছর হয়ে গেল-



আব্বা চলে গেছেন আজ পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো। ১৯৭২ সালের ২৮ জুলাই শুক্রবার, সেই যে সকালে নাশতা খেয়ে বাসা থেকে বের হলেন। খিলগাঁ হেড অফিসের ওখানে জুম্মার নামাজ **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

জাতিসংঘে নবনিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মাদ আব্দুল মুহিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জাতিসংঘে বাংলাদেশের নবনিযুক্ত স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মাদ আবদুল মুহিত নিউইয়র্কে এসে পৌছেছেন। বৃহস্পতিবার (২৮ জুলাই) বিকেলে তিনি নিউইয়র্ক পৌছান। তিনি নিউইয়র্কে পৌছার পর জন এফ কেনেডী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন ও কনস্যুলেটের কর্মকর্তা সহ **(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)**



নিউইয়র্কে স্বাগত জানাচ্ছেন জাতিসংঘে নবনিযুক্ত স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মাদ আবদুল মুহিতকে

জাতীয় পতাকায় ঘেরা মঞ্চে এস্টোরিয়ায় পথমেলা

‘আগামী বছর থেকে পথমেলার পাশাপাশি চাঁদ রাত পালনের ঘোষণা’

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় ঘেরা মঞ্চের পাশাপাশি বর্ণাঢ্য আয়োজনে দীর্ঘ প্রায় এক যুগ পর এস্টোরিয়ায় অনুষ্ঠিত হলো ‘এস্টোরিয়া পথমেলা’। নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটির প্রবাসী বাংলাদেশীরা সহ আশপাশের **(বাকি অংশ ২৭ পাতায়)**

সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশনের বনভোজন অনুষ্ঠিত

র‍্যাফেল ড্র'র অর্থ বন্যার্তদের সহযোগিতার ঘোষণা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশন অব আমেরিকার বনভোজন গত ২৪ জুলাই রোববার অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিউইয়র্কের ইস্ট রিভারের পাড়ে এস্টোরিয়া পার্কে আয়োজিত এ বনভোজনে ছিলো মজাদার খাবার, **(বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)**

আল-কুরআন বিশ্বশান্তির একমাত্র গ্যারান্টি

জাফর আহমাদ

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী ও করুণা এই যে, তিনি দয়া করে আমাদেরকে অতীব মূল্যবান একটি **(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)**

খেলার খবর

ফাইনাল নিশ্চিত বাংলাদেশের!

স্পোর্টস ডেস্ক: সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল প্রায় নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। শুক্রবার মালদ্বীপকে ৪-১ গোলে পাঁচ দলের টুর্নামেন্টে টানা তিন জয়ে ফাইনাল অনেকটা নিশ্চিত করে ফেলেছে লাল **(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)**

হেলথ টিপস

যেসব লক্ষণে যকৃৎ পরীক্ষা জরুরি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পা বা পেটে ফোলাভাব, চুলকানি, ত্বক ও চোখে হলুদ হওয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত যকৃৎ পরীক্ষা করা **(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)**

বিনোদন

যে কারণে আট বছরের জেল হতে পারে শাকিরার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আইনি ঝামেলায় পড়তে পারেন জনপ্রিয় পপ তারকা শাকিরা। অ**(বাকি অংশ ২৫ পাতায়)**

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
Email : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com